NARSINGHA

ই-পেপার: www.ekdin-epaper.com

EKDIN

একদিন

এগিয়ে চলার সঙ্গী

৮ শাকিল-শাদাবের আক্রমণের পরও পাকিস্তানের সংগ্রহ ২৭০

শ্রীলঙ্কাকে 'খাটো করে দেখায়' হেরেছে ইংল্যান্ড ৮

কলকাতা ২৮ অক্টোবর ২০২৩ ১০ কার্তিক ১৪৩০ শনিবার সপ্তদশ বর্ষ ১৩৫ সংখ্যা ৮ পাতা ৩.০০ টাকা ■ Kolkata, 28.10.2023, Vol.17, Issue No.135, 8 Pages, Price 3.00

রেশন বণ্টন দুর্নীতি মামলায় গ্রেপ্তার বনমন্ত্রী জ্যোতিপ্রিয়

৬ নভেম্বর পর্যন্ত ইডি হেপাজত, আদালতেই অসুস্থ মন্ত্রী

নিজস্ব প্রতিবেদন: কেন্দ্রীয় সংস্থার জালে আরও এক মন্ত্রী। এবার রেশন দুর্নীতি মামলায় গ্রেপ্তার করা হল রাজ্যের বনমন্ত্রী তথা প্রাক্তন খাদ্যমন্ত্রী জ্যোতিপ্রিয় মল্লিককে। প্রায় ২১ ঘণ্টা ধরে তল্লাশি ও জিজ্ঞাসাবাদের পর রাত ৩ টে ২০ মিনিটে তাঁকে তাঁর বাড়ি থেকে বের করে নিয়ে যায় এনফোর্সমেন্ট ডিরেক্টরেটের আধিকারিকরা। এরপর বনমন্ত্রীকে আদালতে তোলা হলে তাঁকে ১০ দিনের ইডি হেপাজত অর্থাৎ ৬ নভেম্বর পর্যন্ত ইডি হেপাজতে রাখার নির্দেশ দেওয়া হয়। রায় শুনেই আদালতেই অসুস্থ হয়ে পড়েন মন্ত্রী। তাঁকে চিকিৎসার জন্য বাইপাসের ধারে এক বেসরকারি হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়েছে।

সম্প্রতি এই মামলায় বাকিবুর রহমান নামে এক রেশন ডিলার গ্রেপ্তার হওয়ার পরই প্রাক্তন খাদ্যমন্ত্রী জ্যোতিপ্রিয়র নাম সামনে আসে। আর পুজো শেষ হতেই বৃহস্পতিবার সকালে মন্ত্রীর বাড়িতে পৌঁছে যায় ইডি-র টিম। তাঁর সল্টলেকের দুটি বাড়িতে চলে ম্যারাথন তল্লাশি। গভীর রাতে তাঁকে গ্রেপ্তার করে ইডি। এর আগে নিয়োগ দুর্নীতি মামলায় গত বছর গ্রেপ্তার হন প্রাক্তন মন্ত্রী পার্থ চট্টোপাধ্যায়। এবার ফের রাজ্যের মন্ত্রীকে গ্রেপ্তার করা হল।

সূত্রে খবর, বৃহস্পতিবার দিনভর তল্লাশির পর শুক্রবার ভোর রাতে জ্যোতিপ্রিয় মল্লিককে তাঁর সল্টলেকের বাড়ি থেকে বের করে সিজিও কমপ্লেক্সে নিয়ে যান ইডি আধিকারিকেরা। যদিও প্রথমে জ্যোতিপ্রিয় মল্লিককে গ্রেপ্তার করা হয়েছে কি না, তা নিয়ে ইডি-র পক্ষ থেকে সরকারি ভাবে কিছু জানানো হয়নি। এরপর জানানো হয় গ্রেপ্তার

করা হয়েছে তাঁকে। বাড়ি থেকে বের করার সময় প্রাক্তন খাদ্যমন্ত্রীর প্রতিক্রিয়া, তিনি গভীর ষড়যন্ত্রের শিকার। এ সবকিছুর জন্য বিজেপিকে ও বিরোধী দলনেতাকে দায়ী করেন জ্যোতিপ্রিয়।

এরপরই এদিন সকাল পৌনে ৯টা নাগাদ সিজিও কমপ্লেক্স থেকে মেডিক্যাল পরীক্ষা করানোর জন্য জোকা ইএসআইতে নিয়ে যাওয়া হয় প্রাক্তন খাদ্যমন্ত্রী তথা বর্তমান বনমন্ত্রী জ্যোতিপ্রিয় মল্লিককে।

এরপর কোর্ট লকআপ থেকে তাঁকে এজলাসে নিয়ে যাওয়ার পথেও চক্রান্তের ইস্যুতে সরব হন জ্যোতিপ্রিয়। এরপর তাঁকে আদালতে পেশ করা হলে মামলার শুনানির শুরুতেই বিচারক মন্ত্রীকে প্রশ্ন করেন, 'আপনাকে কপি দেওয়া হয়েছিল?' জবাবে জ্যোতিপ্রিয় জানান, 'হ্যাঁ একটা দিয়েছিল। লেখা আছে আমি কোথাও যুক্ত নই। আমার পরিবার যুক্ত। এক জায়গায় লেখা, আমেরিকা যাওয়ার টিকিট কাটা হয়েছিল, আবার বাতিল করা হয়।' মন্ত্রীকে বিচারক প্রশ্ন করেন তাঁকে তদন্তকারী অফিসাররা কোনওভাবে হেনস্থা করেছেন কি না। জবাবে মন্ত্রী বলেন, 'এরা কিছু করেনি। আমার হাই সুগার আছে। পা ফুলছে। আমি স্মার্টওয়াচ পাচ্ছি না। ওটা জমা রাখা হয়েছে।'

এদিন আদালতে সওয়াল চলাকালীন শুক্রবার বিকেলে অসুস্থ হয়ে পড়েন বনমন্ত্রী জ্যোতিপ্রিয় মল্লিক। এদিন দশ দিনের ইডি হেপাজতের নির্দেশ শুনেই আদালতের মধ্যে জ্ঞান হারিয়ে ফেলেন মন্ত্রী। তড়িঘড়ি মন্ত্রীর মেয়ে প্রিয়দর্শিনীকে বাবার কাছে যাওয়ার নির্দেশ দেন বিচারক তনুময় কর্মকার। মেয়ে বাবার মাথায় জল ঢালেন। এরপরই বিতণ্ডায় জড়িয়ে পড়েন জ্যোতিপ্রিয় এবং ইডির আইনজীবীরা। জ্যোতিপ্রিয়র আইনজীবীদের দাবি, এখনই কোনও বেসরকারি হাসপাতালে নিয়ে যেতে হবে মন্ত্রীকে। তাতে আপত্তি জানান ইডির আইনজীবীরা। পরে মন্ত্রীকে বিচারকের চেম্বারে নিয়ে যাওয়া হয়। আদালত থেকে এসি অ্যাম্বুল্যান্সে চাপিয়ে বালুকে বাইপাসের ধারের এক বেসরকারি হাসপাতালে পৌঁছে দেওয়া হয়। এদিকে বিচারক জানান, আপাতত পরিবার তাদের পছন্দের হাসপাতালে নিয়ে যেতে পারে। সুস্থ বোধ করলে তাঁকে কমান্ড হাসপাতালে নিয়ে যেতে হবে। বিচারকের আরও নির্দেশ, ২৪ ঘণ্টার মধ্যে হাসপাতালকে মেডিক্যাল বোর্ড গঠন করতে হবে। দিনে একবার এক ঘণ্টা করে আইনজীবী মন্ত্রীর সঙ্গে দেখা করতে পারবেন।

মেগা পুজো কার্নিভালের সাক্ষী থাকল কলকাতা

নিজস্ব প্রতিবেদন: এযাবত কালের মধ্যে সত্যিকারের মেগা পুজো কার্নিভালের স্বাক্ষী থাকল কলকাতা। কোনও কার্ড, পাস, আমন্ত্রণপত্র ছাড়াই কার্নিভালের দরজা সকলের জন্য খুলে দিয়ে 'মুড সেট' করে দিয়েছিলেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। সেই মত শুক্রবার দুপুর গড়াতেই রেড রোডে মানুষের ভিড় উপচে পড়ে। প্রতিবারের মত ১৫ -১৬ হাজার নয়, পঞ্চাশ হাজারের বেশি মানুষের বসার আয়োজন করা হয়েছিল। তিনটে বাজার আগে থেকেই সব আসন কানায় কানায় ভরে যায়। রাস্তায় বসে- দাঁড়িয়ে অপেক্ষা শুরু করেন মানুষ। সাড়ে তিনটে নাগাদ রেড রোডে পৌঁছে যান মুখ্যমন্ত্রী।

স্পেন ও দুবাই সফর সেরে মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় কলকাতায় ফিরেছিলেন গত ২৩ সেপ্টেম্বর সন্ধ্যায়। তার পরের দিনই তিনি গিয়েছিলেন কলকাতার এসএএসকেএম- হাসপাতালে। তাঁর পায়ের পুরনো জায়গায় নতুন করে চোট পাওয়ার চিকিৎসা হয়। ২৪ সেপ্টেম্বর হাসপাতাল থেকে বাড়ি ফেরার পর চিকিৎসকদের পরামর্শে গৃহবন্দি ছিলেন মুখ্যমন্ত্রী। পুজোর আগেই মুখ্যমন্ত্রী জানিয়েছিলেন, পুজো কাটবে তাঁর বাড়িতে বসেই। একদম ২৭ তারিখ কলকাতার রেড রোডের কার্নিভালে সবার সঙ্গে তাঁর দেখা হবে। সেই মতো শুক্রবার ৩৩ দিন পর তিনি বাড়ির বাইরে পা রাখলেন। তৃণমূল কংগ্রেসের সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের মেয়ে আজানিয়া ও মা লতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে সঙ্গে নিয়ে এদিন মুখ্যমন্ত্রী আসেন রেড রোডে। সেখানে বসেই তিনি দেখেন কার্নিভাল। এদিন রেড রোডের কার্নিভালে মোট ৯৬টি পুজো অংশগ্রহণ করে। এদিনের কার্নিভালে বিশেষ আকর্ষণ ছিল সৌরভ গঙ্গোপাধ্যায়ের স্ত্রী তথা নৃত্যশিল্পী ডোনা গঙ্গোপাধ্যায় এবং তাঁর স্কুল দীক্ষামঞ্জরীর ছাত্রছাত্রীদের নাচ। যে গানটির সঙ্গে ডোনা এবং তাঁর সহশিল্পীরা নাচলেন, সেটি লিখেছেন মুখ্যমন্ত্রী। গেয়েছেন মনোময় ভট্টাচার্য।

একের পর এক সেরা পুজোর মণ্ডপ তাঁদের প্রতিমা নিয়ে হাজির হয় রেড রোডে। তবে, এই কার্নিভালের জন্য সাধারণ মানুষদের যেন অসুবিধা না হয় সেটার দিকে নজর রেখেছিল পুলিশ। প্রতিবারের মত মূল মঞ্চের জন্য বিশেষ ব্যবস্থা ছিল ছিল কড়া নিরাপত্তা। একের পর এক সেরা পুজোর মণ্ডপ তাঁদের প্রতিমা নিয়ে হাজির হয় রেড রোডে। তবে, এই কার্নিভালের জন্য সাধারণ মানুষদের যেন অসুবিধা না হয় সেটার দিকে আগাগোড়া নজর রেখেছে পুলিশ। এদিনের অনুষ্ঠানে বাংলার শাসকদলের নেতামন্ত্রীদের পাশাপাশি উপস্থিত ছিলেন টলিউডের এক ঝাঁক তারকা। সেই তালিকায় রয়েছেন প্রসেনজিৎ চট্টোপাধ্যায়, ঋতুপর্ণা সেনগুপ্ত, দেব, বাবুল সুপ্রিয়, রাজ-সহ অনেকেই।

কংগ্রেসকে 'হাইটেক' কটাক্ষ প্রধানমন্ত্রী মোদির

নয়াদিল্লি, ২৭ অক্টোবর: কংগ্রেস পুরনো বস্তাপচা ফোনের মতো। ২০১৪ সালেই সেটাকে ছুড়ে ফেলে দিয়েছে জনতা। এবার নয়া কটাক্ষ ছুঁড়ে দিলেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি।

শুক্রবার নয়াদিল্লিতে ইন্ডিয়ান মোবাইল কংগ্রেসের উদ্বোধন করেছেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি। দেশের বিভিন্ন প্রান্তের যুবসমাজের প্রতিনিধিরা প্রযুক্তির ওই মহাযজ্ঞে অংশ নিয়েছেন। সেই মঞ্চেই মোদি কংগ্রেসকে পুরনো ফোন বলে খোঁচা দিয়ে গেলেন। প্রধানমন্ত্রী বলে গেলেন,'রিস্টার্ট করে লাভ হয়নি। ব্যাটারি চার্জ করেও লাভ হয়নি। তাই ২০১৪ সালে সেই সব বস্তাপচা ফোন ছুড়ে ফেলে দিয়েছে আমজনতা। দেশসেবার সুযোগ দিয়েছে আমাদের।' মোদির বক্তব্য, ২০১৪ শুধু একটা তারিখ নয়। ওটা পরিবর্তনের সোপান। প্রধানমন্ত্রী বলেন, পুরনো ফোন যেমন কোনও কাজে লাগে না। আগের সরকারও তেমন অকেজো হয়ে গিয়েছিল। জনগণ সেই সরকারকে ছুড়ে ফেলে দিয়েছে। মোদির দাবি, তাঁর আমলেই ভারতের তথ্যপ্রযুক্তি ক্ষেত্রে নতুন দিগন্ত খুলেছে।

পরপর ২ দিন গাজায় ঢুকে হামলা ইজরায়েলের

তেল আভিভ, ২৭ অক্টোবর: পরপর দুদিন। গাজার ভূখণ্ডে ঢুকে অভিযান চালাল ইজরায়েলের সেনা। উত্তরাঞ্চলের পর এবার গাজার মধ্য এলাকায় ঢুকে জঙ্গিদের ঘাঁটি গুঁড়িয়ে দিয়েছে সেনা। এই অভিযানে বেশ কয়েকজন হামাস জঙ্গির মৃত্যু হয়েছে বলেও দাবি ইজরায়েলের। তবে অভিযান সেরে ফের ইজরায়েলে ফেরত গিয়েছে এই বিশেষ বাহিনী। অন্যদিকে, হামাসকে রুখতে নতুন ধরনের স্পঞ্জ বোমা বানাচ্ছে ইজরায়েল।

বৃহস্পতিবার ইজরায়েল জানিয়েছিল, 'সংঘর্ষের পরবর্তী পর্যায়ের প্রস্তুতি হিসাবে গাজার উত্তরদিকে অভিযান চালিয়েছে ইজরায়েলের সেনা। ট্যাংক ও সেনাবাহিনী যৌথভাবে জঙ্গিদের ঘাঁটি ধ্বংস করা হয়েছে। তবে এই অভিযান শেষ করে এলাকা ছেড়ে ইজরায়েলে ফিরে এসেছে সেনা।' শুক্রবার ফের নতুন অভিযানের কথা প্রকাশ করেছে ইজরায়েলের সেনা। গাজা ভূখণ্ডের মধ্যভাগে হামাস জঙ্গিদের ডেরা লক্ষ্য করে অপারেশন চালানো হয়েছে।

শুক্রবার বিবৃতি জারি করে ইজরায়েলের সেনা জানায়, 'মধ্য গাজার জঙ্গি ঘাঁটিগুলো লক্ষ্য করে অভিযান চলেছে। প্রচুর ঘাঁটি ধ্বংস হয়েছে, সেই সঙ্গে হামাস জঙ্গিদেরও নিকেশ করা হয়েছে। তবে অভিযান সেরে ফের ইজরায়েলে ফিরে এসেছে বাহিনী।' অভিযানের নতুন একটি ভিডিও প্রকাশ করেছে ইজরায়েলের প্রতিরক্ষা বিভাগ।

জ্যোতিপ্রিয়র বিপুল সম্পত্তির খোঁজ পেল ইডি

নিজস্ব প্রতিবেদন: ইডির হাতে গ্রেপ্তার বনমন্ত্রী জ্যোতিপ্রিয় মল্লিক। এর আগে ছিলেন খাদ্যমন্ত্রী। রেশন বণ্টন দুর্নীতি মামলায় তাঁকে গ্রেপ্তার করেছে কেন্দ্রীয় তদন্তকারী সংস্থা। গ্রেপ্তারের সঙ্গে সামনে এসেছে তাঁর বিপুল সম্পত্তির কথাও।

সূত্রে খবর, ২০২১ সালে নির্বাচন কমিশনে জ্যোতিপ্রিয় মল্লিক যে হলফনামা জমা দেন, তাতে ২০১৫-১৬ অর্থবর্ষে জ্যোতিপ্রিয় মল্লিকের আয় ছিল বার্ষিক ২ লক্ষ ৪০ হাজার ৯১৭ টাকা। পরবর্তী অর্থবর্ষ অর্থাৎ ২০১৬-১৭ অর্থবর্ষে তাঁর বার্ষিক আয় একলাফে বেড়ে দাঁড়ায় ১১ লক্ষ ৯৮ হাজার ১৪৮ টাকা। ২০১৭-১৮ অর্থবর্ষে সেই আয় বেড়ে হয় ১২ লক্ষ ৪০ হাজার ২৫৫ টাকা। ২০১৮-১৯ অর্থবর্ষে জ্যোতিপ্রিয় মল্লিকের বার্ষিক আয় এক ধাক্কায় বেড়ে দাঁড়ায় ৫১ লক্ষ ৯৩ হাজার ৫৭৬ টাকা। ২০১৯-২০ অর্থবর্ষে রাজ্যের মন্ত্রী জ্যোতিপ্রিয় মল্লিকের বার্ষিক আয় ছিল ৪০ লক্ষ ২১ হাজার ৯১০ টাকা। সব মিলিয়ে গত কয়েক বছরে হাবড়ার বিধায়ক তথা রাজ্যের বর্তমান বনমন্ত্রী জ্যোতিপ্রিয় মল্লিক এবং তাঁর স্ত্রী-সহ পরিবারের সম্পত্তি বেড়েছে কয়েকগুণ। হলফনামা বলছে, ২০১৯-২০ অর্থবর্ষে জ্যোতিপ্রিয়র আয়কর দপ্তরকে দেওয়া হিসাব অনুযায়ী রোজগার ৪০ লক্ষ টাকা। স্ত্রী মণিদীপা মল্লিকের আয় ১৮ লক্ষ টাকা। জ্যোতিপ্রিয়র নিজের নামে ১৪টি ব্যাংক অ্যাকাউন্ট। স্ত্রীর নামে ৭টি। জ্যোতিপ্রিয়র ১২টি ফিক্সড ডিপোজিটেরও উল্লেখ রয়েছে হলফনামায়। অস্থাবর সম্পত্তির পরিমাণ ৩ কোটি টাকার উপরে। স্ত্রীর নামে অস্থাবর সম্পত্তি রয়েছে ২ কোটি টাকার উপরে।

এদিকে, জ্যোতিপ্রিয় মল্লিকের স্ত্রীর ২০১৫-১৬ অর্থবর্ষে বার্ষিক আয় ছিল ১১ লক্ষ ৫২ হাজার ৭০০ টাকা। ২০১৬-১৭ অর্থবর্ষে বার্ষিক আয় হয় ১২ লক্ষ ১৫ হাজার ৪৯০ টাকা। ২০১৭-১৮ অর্থবর্ষে বার্ষিক আয় ছিল ২৫ লক্ষ ৫২ হাজার ৪৬০ টাকা। এ ক্ষেত্রেও তার স্ত্রীর বার্ষিক আয় এক ধাক্কায় দ্বিগুণ হয়েছিল। ২০১৯-২০ অর্থবর্ষে বার্ষিক আয় ছিল ১৮ লক্ষ ১১ হাজার ৬৫৫ টাকা। জ্যোতিপ্রিয়র স্ত্রীয়ের সম্পত্তির খোঁজ করতে গিয়ে দেখা যাচ্ছে সল্টলেকের সামন্ত কো-অপারেটিভ দেব ব্যাংক লিমিটেডে ২০টি অ্যাকাউন্টে আরও প্রায় ৫০ লক্ষ টাকা ফিক্সড ডিপোজিটের উল্লেখ রয়েছে। স্ত্রীর ৪টি ফিক্সড ডিপোজিটে রয়েছে প্রায় ৩০ লক্ষ টাকা। সামন্ত সমবায় ব্যাংকে বিপুল শেয়ারও রয়েছে জ্যোতিপ্রিয়র নামে। ১০ বছরে কার্যত লাফিয়ে বেড়েছে মল্লিক দম্পতির সরকারিভাবে ঘোষিত আয়। সরকারি হিসেব অনুযায়ী, জ্যোতিপ্রিয় মল্লিকের মোট স্থাবর সম্পত্তির পরিমাণ ৩ কোটি ৯৩ লক্ষ ৯৪ হাজার টাকা। স্ত্রী মণিদীপা ২ কোটি ৩০ লক্ষ ৭১ হাজার ৭০৮ টাকার মালিক। মোট সম্পত্তির পরিমাণ ৬ কোটি ২৪ লক্ষ ৬৫ হাজার টাকা, যার মালিক রাজ্যের মন্ত্রী জ্যোতিপ্রিয় মল্লিক ও তাঁর স্ত্রী। এই বিপুল পরিমাণ সম্পত্তিতে রয়েছে বিভিন্ন ব্যাংকের সেভিংস, সোনা-রূপোর অলঙ্কার, গাড়ি-সহ অন্যান্য জিনিস। তবে দু'জনের নামে কোনও লোন নেই। একইসঙ্গে এও জানা যাচ্ছে, জ্যোতিপ্রিয়র পরিবারের অতীতে যত সম্পত্তি ছিল, মন্ত্রী হওয়ার পর তাঁর ও তাঁর পরিবারের সম্পত্তির পরিমাণও বহু গুণ বৃদ্ধি পেয়েছে। সম্পত্তির তালিকা এখানেই শেষ নয়। বনমন্ত্রীর বিলাসবহুল বাড়ির হদিশ মিলেছে বোলপুরে। নাম দোতারা। সূত্রে খবর, দেড় কোটি টাকায় বাড়িটি কিনেছিলেন মন্ত্রী। জ্যোতিপ্রিয়র গ্রেপ্তারির পরই চর্চায় উঠে এসেছে বোলপুরের শান্তিনিকেতনে তাঁর বিলাসবহুল বাড়ি। জানা গিয়েছে, প্রায় দেড় কোটি টাকার বিনিময়ে ২০১৭ সালে বাড়িটি কিনেছিলেন তিনি। তারপর প্রায় ৮৫ লক্ষ টাকা ব্যয় করেন বাড়িতে। বর্তমানে এই বাড়ির আনুমানিক বাজার মূল্য ৬ কোটি টাকা। এছাড়াও এদিকে বাকিবুর স্বীকার করেছেন, জ্যোতিপ্রিয়র কথায় তিনটি ভুয়ো সংস্থা কেনা হয়। সেই সংস্থাতে বিনিয়োগ করা হয় ১২.৬ কোটি টাকা।

এক চিকিৎসক-সহ শহরে ডেঙ্গুর বলি ২

নিজস্ব প্রতিবেদন: এবার ডেঙ্গুর বলি কলকাতার এক চিকিৎসক। সূত্রে খবর, মৃতের নাম অনিমেষ মাঝি। বাঁকুড়ার খাতরার বাসিন্দা তিনি। এসএসকেএম হাসপাতালে অর্থোপেডিকসে স্নাতকোত্তর করছিলেন তিনি। থাকতেন কলকাতায়। সূত্রের খবর, গত কিছুদিন ধরে জ্বরে ভুগছিলেন তিনি। স্বাভাবিকভাবেই ডেঙ্গু পরীক্ষা করা হয়। রিপোর্ট আসে পজিটিভ। এসএসকেএম হাসপাতালেই চিকিৎসা চলছিল তাঁর। হাসপাতাল সূত্রে খবর, দুদিন আগে শারীরিক অবস্থার অবনতি হওয়ায় তাঁকে ভেন্টিলেশনে রাখতে হয়। শুক্রবার সকালে মৃত্যু হয় তাঁর। শরীরে রক্তক্ষরণ হচ্ছিল বলে হাসপাতাল সূত্রে খবর। সকালে তিন বার কার্ডিয়াক অ্যারেস্ট হয় অনিমেষের। সিপিআর করেও শেষ রক্ষা হয়নি। অন্যদিকে, ডেঙ্গুতে প্রাণ হারালেন হাওড়ার আরও এক বাসিন্দা। মৃতের নাম, নীতু সিং। ওই গৃহবধূ হাওড়া পুরসভার ১৭ নং ওয়ার্ডের গোরাবাজার এলাকার বাসিন্দা ছিলেন।

প্রয়াত পরেশ অধিকারীর ছেলে

নিজস্ব প্রতিবেদন: মারা গেলেন রাজ্যের প্রাক্তন মন্ত্রী পরেশচন্দ্র অধিকারীর ছেলে হীরকজ্যোতি অধিকারী। তাঁর বয়স হয়েছিল ৩০ বছর। হীরকজ্যোতি পেশায় চিকিৎসক ছিলেন। শুক্রবার সকাল সাড়ে ১০টা নাগাদ বাড়িতে বাবা পরেশের সঙ্গে বসে কথা বলছিলেন তিনি। আচমকা অসুস্থ বোধ করায় হীরকজ্যোতিকে মেখলিগঞ্জ মহকুমা হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়। সেখানে চিকিৎসকেরা তাঁকে মৃত বলে ঘোষণা করেন।

মেখলিগঞ্জ মহকুমা হাসপাতালের সুপার তাপসকুমার দাস জানান, কার্ডিয়াক রেসপিরেটরি ফেলিয়োর এবং দীর্ঘ দিনের কিডনির সমস্যায় মৃত্যু হয়েছে। হীরকজ্যোতি মেখলিগঞ্জের কুচলিবাড়ি প্রাথমিক স্বাস্থ্যকেন্দ্রে কর্মরত ছিলেন। জেলা যুব তৃণমূলের সাধারণ সম্পাদক পদেও ছিলেন তিনি। বিভিন্ন সামাজিক কাজের সঙ্গে যুক্ত ছিলেন। 'রেড ক্রস সোসাইটি'র মেখলিগঞ্জ মহকুমার সম্পাদক পদে ছিলেন।

জেল মিউজিয়ামে শিল্পপতিদের নিয়ে বিজয়া সম্মেলন আয়োজন রাজ্যের

নিজস্ব প্রতিবেদন: ইকোপার্কে নয়। এবার স্বাধীনতা সংগ্রামের স্মৃতি বিজড়িত আলিপুর জেল মিউজিয়ামে শিল্পপতিদের নিয়ে বিজয়া সম্মেলন আয়োজন করছে রাজ্য সরকার। প্রত্যেক বছরের মতো এই বছরও রাজ্য সরকারের তরফ থেকে শিল্পপতি-সহ বিশিষ্টদের জন্য বিজয়া সম্মেলনির আয়োজন করা হয়েছে। বিগত কয়েক বছর এই বিজয়া সম্মেলন অনুষ্ঠিত হত ইকোপার্কে। এ বছর আলিপুর জেল মিউজিয়ামে এই বিজয়া সম্মেলন অনুষ্ঠিত হতে চলেছে। নবান্ন সূত্রে তেমনটাই খবর।

প্রসঙ্গত, পুজো মিটতেই বুধবার রাজ্যের বিভিন্ন প্রান্ত থেকে রাজ্যের নেতা মন্ত্রী থেকে শুরু করে আধিকারিকরা মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে বিজয়ার প্রণাম সারতে কালীঘাটে যান। সেখানেই দলের নেতাকর্মীদের কার্নিভাল পর্যন্ত এলাকা ছাড়তে নিষেধ করেন মুখ্যমন্ত্রী। একইসঙ্গে রাজ্যের পুলিশকর্তাদের মুখ্যমন্ত্রীর নির্দেশ যেহেতু উৎসবের মরশুম এখনও চলছে, তাই তাঁরা যেন সতর্ক থাকেন। মুখ্যমন্ত্রী আরও নির্দেশ দেন যে, বিসর্জনকে কেন্দ্র করে যেন কোনও বিশৃঙ্খলা বা কোনও দুর্ঘটনা না ঘটে।

জানা গিয়েছে, এদিনই রাজ্য সরকারের আধিকারিকদের তিনি এ বছর বিজয়া সম্মেলন আয়োজনের নির্দেশ দিয়েছেন। মূলত রাজ্য সরকারের তথ্য সংস্কৃতি দপ্তর এই বিজয়া সম্মেলন আয়োজনের দায়িত্বে থাকে। সূত্রের খবর, এ বছর বিজয়া সম্মেলনে হতে চলেছে আলিপুরের নবনির্মিত জেল মিউজিয়ামে। আলিপুর সেন্ট্রাল জেলকে স্বাধীনতা সংগ্রামীদের মিউজিয়াম হিসাবে সাজিয়ে তুলেছেন রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। সেখানে একটি সুন্দর ক্যাফেটেরিয়াও তৈরি করা হয়েছে।

রাজভবনে অমৃত বাটিকা অনুষ্ঠান

নিজস্ব প্রতিবেদন: স্বাধীনতার অমৃত মহোৎসব উপলক্ষে 'মেরি মাটি মেরা দেশ' কর্মসূচির আওতায় রাজ্যের সমস্ত গ্রাম পঞ্চায়েত এলাকা থেকে সংগ্রহ করা মাটি শনিবার দিল্লির উদ্দেশ্যে পাঠানো হবে। নতুন দিল্লির কর্তব্যপথে অমৃত বাটিকা তৈরির জন্য এই মাটি ব্যবহার করা হবে। এই উপলক্ষে শুক্রবার রাজভবনে রাজ্যস্তরের অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। ভারতীয় সীমান্তরক্ষী বাহিনী এবং নেহরু যুব কেন্দ্রের যৌথ উদ্যোগে আয়োজিত ওই অনুষ্ঠানে রাজ্যপাল সিভি আনন্দ বোসের হাতে মাটি পূর্ণ কলস তুলে দিয়ে কর্মসূচির আনুষ্ঠানিক সূচনা করা হয়। নেহরু যুব কেন্দ্রের ৩০০ জন স্বেচ্ছাসেবক মাটি পূর্ণ ৩৫০টি কলস নিয়ে দিল্লির উদ্দেশ্যে যাত্রা করবেন। রাজ্যপাল তাঁর ভাষণে যাত্রার সাফল্য কামনা করে বলেন, 'এই মাটি দেশের আত্ম মর্যাদার প্রতীক।'

নেহরু যুব কেন্দ্রের রাজ্য অধিকর্তা রাজীব মজুমদার জানিয়েছেন, শনিবার সকালে হাওড়া থেকে একটি বিশেষ ট্রেনে স্বেচ্ছাসেবকরা দিল্লির উদ্দেশ্যে রওনা হবেন। রবিবার তাঁদের দিল্লি পৌঁছনোর কথা। অনুষ্ঠানে বিএসএফ পশ্চিমবঙ্গ ফ্রন্টিয়ারের এডিজি সোনালি মিশ্র, আইজি আয়ুসমণি তিওয়ারি সহ বাহিনীর শীর্ষ আধিকারিক, নেহরু যুব কেন্দ্রের স্বেচ্ছাসেবক সহ বহু বিশিষ্ট ব্যক্তি উপস্থিত ছিলেন।

পরিযায়ী শ্রমিককে সামাজিক সুরক্ষা প্রকল্পে আনতে তালিকা তৈরির নির্দেশ

নিজস্ব প্রতিবেদন: রাজ্যের প্রতিটি পরিযায়ী শ্রমিককে সামাজিক সুরক্ষা প্রকল্পের আওতায় আনতে চাইছে রাজ্য সরকার। সেজন্য রাজ্যের সমস্ত ব্লকের বিডিওকে দ্রুত পরিযায়ী শ্রমিকের পূর্ণাঙ্গ তালিকা তৈরি করার নির্দেশ দিয়েছেন রাজ্যের মুখ্যসচিব হরিকৃষ্ণ দ্বিবেদী। তাঁদের সকলকে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে, বাড়ি বাড়ি গিয়ে জানতে হবে পরিযায়ী শ্রমিক কেউ আছেন কি না। গত সেপ্টেম্বর মাসে দুয়ারে সরকার শিবিরে পরিযায়ী শ্রমিকদের নাম নথিভুক্তকরণের জন্য খোলা হয় 'কর্মসাথী' পোর্টাল। রাজ্যের প্রায় ১৪ লক্ষ শ্রমিকের নাম তাতে তোলা হয়েছে। যাতে কোনও শ্রমিক বাদ না যান, সেজন্য এই তৎপরতা বলে নবান্ন সূত্রে জানা গিয়েছে।

আসলে রাজ্য সরকার চাইছে, বাইরে কাজে যাওয়া প্রত্যেক শ্রমিকের পূর্ণাঙ্গ তথ্য যাতে মাউসের এক ক্লিকেই জানা যায়। বিডিও অফিসগুলিতে নির্দেশ এসেছে, ১-১০ নভেম্বরের মধ্যে এই তালিকা তৈরি করতে হবে। নবান্ন থেকে জেলা প্রশাসনিক ভবনগুলিতে এই নির্দেশিকা পাঠানো হয়েছে। মুখ্যসচিবের নির্দেশ পেতেই জেলা থেকে ব্লক প্রশাসনের মধ্যে জোর তৎপরতা শুরু হয়েছে।

নবান্ন সূত্রে জানা গিয়েছে, পরিযায়ী শ্রমিকদের পূর্ণাঙ্গ তথ্য পেতে রাজ্যের প্রত্যেক জেলার প্রতিটি ব্লকে একজন নোডাল অফিসার রাখা হবে। নোডাল অফিসারদের নেতৃত্বে গ্রাম পঞ্চায়েত অফিস ও ব্লক প্রশাসনের অফিসাররা থাকবেন। এছাড়াও ডেঙ্গু মোকাবিলায় গ্রাম পঞ্চায়েতের তরফে নিযুক্ত ভেক্টর সার্ভে টিমের (ডিএসটি) সদস্যরাও পরিযায়ী শ্রমিকদের চিহ্নিতকরণের কাজ করবেন। ব্লকগুলিকে জেলা প্রশাসন থেকে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে, ১০ নভেম্বরের মধ্যে পরিযায়ী শ্রমিকদের ডেটাবেস তৈরি করে তা জেলাশাসকের অফিসে জমা দিতে। কারণ, সেপ্টেম্বর মাসে দুয়ারে সরকার কর্মসূচিতে পরিযায়ী শ্রমিকদের পূর্ণাঙ্গ তালিকা তৈরি করা যায়নি। রাজ্য সরকার চাইছে, দ্রুত সমস্ত পরিযায়ী শ্রমিকের ডেটাবেস হাতের কাছে রাখতে। প্রয়োজনে বাড়ি বাড়ি পৌঁছে এই তালিকা তৈরি করতে হবে। মূল উদ্দেশ্য, যাতে একজনও পরিযায়ী শ্রমিকের নাম তালিকা থেকে বাদ না যায়।

পারদ-হ্রাসের পূর্বাভাস, কলকাতা-সহ দক্ষিণবঙ্গজুড়ে নিম্নমুখী তাপমাত্রা

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: শীতের আগমনের প্রতীক্ষায় দিন গুনছে বঙ্গভূমি। শীত এখনও এসে পৌঁছয়নি, লাগবে আরও কিছু দিন। আপাতত দক্ষিণ ও উত্তরবঙ্গের কোথাও বৃষ্টির কোনও সম্ভাবনা নেই। উল্টে তাপমাত্রা হ্রাসের সম্ভাবনার কথা জানিয়েছে আলিপুর আবহাওয়া দপ্তর। আগামী কয়েকদিনের ২-৩ ডিগ্রি নামতে পারে রাতের তাপমাত্রা। শুক্রবার কলকাতার সর্বনিম্ন তাপমাত্রা ছিল ২৪.৭ ডিগ্রি সেলসিয়াস, যা স্বাভাবিকের থেকে দুই ডিগ্রি বেশি।

আলিপুর আবহাওয়া দপ্তর সূত্রের খবর, আগামী কিছু দিন দক্ষিণবঙ্গের সর্বত্রই আবহাওয়া থাকবে শুষ্ক, এমন আবহাওয়া থাকতে পারে আগামী এক সপ্তাহ। কোথাও বৃষ্টির কোনও সম্ভাবনা নেই। রাতের তাপমাত্রায় পতন হতে পারে ২ থেকে ৩ ডিগ্রি পর্যন্ত। মূলত মনোরমই থাকবে বঙ্গভূমির আবহাওয়া। উল্লেখ্য, মহানগরীতে অনুভূত না হলেও, রাতের দিকে গ্রামাঞ্চলে হালকা ঠান্ডা অনুভূত হচ্ছে।

জিও মামি মুম্বই ফিল্ম ফেস্টিভ্যালে যোগ দেওয়ার আগে নজরকাড়া পোশাকে প্রিয়াঙ্কা চোপরা।

স্টুডেন্ট ক্রেডিট কার্ড প্রকল্পে ২৩ হাজার পড়ুয়াকে ঋণ দেওয়ার সিদ্ধান্ত রাজ্যের

নিজস্ব প্রতিবেদন: রাজ্য সরকার চলতি আর্থিক বছরে স্টুডেন্ট ক্রেডিট কার্ড প্রকল্পের আওতায় ২৩ হাজার পড়ুয়াকে উচ্চশিক্ষার জন্য ঋণ দেওয়ার সিদ্ধান্ত নিয়েছে। এজন্য রাজ্যের প্রতিটি ব্যাঙ্ক শাখায় বিশেষ প্রচারাভিযান চালানো হবে। আগামী ২ থেকে ১০ নভেম্বর এই প্রচারাভিযান চলবে বলে নবান্নে প্রশাসনিক সূত্রে জানা গিয়েছে।

রাজ্যের উচ্চ শিক্ষা দপ্তর সূত্রে জানা গিয়েছে স্টুডেন্ট ক্রেডিট কার্ড প্রকল্পে চলতি বছরের অক্টোবর মাস পর্যন্ত ১৮ লক্ষ ৫৮ হাজারের বেশি ঋণের আবেদন মঞ্জুর করা হয়েছে। যার মধ্যে এপর্যন্ত ঋণ পেয়েছে ৩৫ হাজার ৫৮৯ জন। যা মোট আবেদনের ৬১ শতাংশ। ঋণ হিসাবে দেওয়া হয়েছে ৪৯৪ কোটি টাকার বেশি। এপর্যন্ত ১৯টি ব্যাঙ্ক এই প্রকল্পের সঙ্গে যুক্ত হয়েছে। বাকি ঋণের আবেদন যাতে দ্রুত মঞ্জুর হয় সে ব্যাপারে রাজ্য সরকারের তরফে ব্যাঙ্কগুলির কাছে আবেদনও জানানো হয়েছে। রাজ্য সরকারের আবেদন মেনে বিভিন্ন ব্যাঙ্ক কর্তৃপক্ষ আগামী ১০ নভেম্বরের মধ্যে ভবিষ্যৎ ক্রেডিট কার্ড এবং স্টুডেন্ট ক্রেডিট কার্ড প্রকল্পে জমা পড়া আবেদনগুলি পরীক্ষা করে আশি হাজার আবেদন অনুমোদন করার কথা জানিয়েছে। এই সময়ের মধ্যে ভবিষ্যৎ ক্রেডিট কার্ড প্রকল্পে ৬০ হাজার এবং স্টুডেন্ট ক্রেডিট কার্ড প্রকল্পে কুড়ি হাজার আবেদন মঞ্জুর করা হবে বলে মুখ্যসচিবকে আশ্বাস দিয়েছে স্টেট লেভেল ব্যাঙ্কার্স কমিটি।

চন্দননগরে গঙ্গাশ্রমে মাসব্যাপী মহানামযজ্ঞ

নিজস্ব প্রতিনিধি: পরমপুরুষ শ্রীশ্রীসীতারামদাস ওঙ্কারনাথদেবের প্রতিষ্ঠিত এবং প্রবর্তিত হুগলির চন্দননগর গঙ্গাতীরে আশ্রমে শারদীয়া পুজোর সঙ্গে অখণ্ড নাম চলছে মাসব্যাপী। মাসব্যাপী অখণ্ড নামযজ্ঞ আশ্বিন পূর্ণিমা থেকে শুরু হয়ে কার্তিক পূর্ণিমায় শেষ হবে আগামী লক্ষ্মীপুজোর দিন। অনুষ্ঠান পরিচালনায় রয়েছেন কিংকর হরনাথ ব্রহ্মচারী বলে আশ্রমের পক্ষে জানিয়েছেন উত্তম দে।

প্রতি সপ্তাহে অন্তত আড়াই কোটি মানুষের রেশনের টাকা লুট, অভিযোগ সুজনের

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: রাজ্যের বনমন্ত্রী তথা প্রাক্তন খাদ্যমন্ত্রী জ্যোতিপ্রিয় মল্লিককে গ্রেপ্তার করার পরেই তোপ দাগলেন সিপিএম নেতা সুজন চক্রবর্তী। তাঁর অভিযোগ, রেশনকাণ্ডে প্রতি সপ্তাহে অন্তত আড়াই কোটি মানুষের রেশনের টাকা লুট করেছেন জ্যোতিপ্রিয়-সহ রাজ্যের শাসকদলের নেতারা!

জ্যোতিপ্রিয়ের গ্রেপ্তারি প্রসঙ্গে সুজনবাবুর দাবি, 'মুখ্যমন্ত্রী জানতেন জ্যোতিপ্রিয় গ্রেপ্তার হবে। কারণ, দিল্লির সব তিনি খবর পান।' অতীতে কলকাতা পুলিশের কমিশনার রাজীব কুমারের পক্ষে মুখ্যমন্ত্রী রাস্তায় ধর্না দিলেও জ্যোতিপ্রিয়ের জন্য কেন সিজিও কমপ্লেক্স ঘেরাও করলেন না, সে প্রশ্নও তোলেন তিনি।

সেই সঙ্গে সুজনবাবুর দাবি, রাজ্য সরকার ১০ কোটি মানুষকে রেশন দেওয়ার দাবি করলেও, সে হিসাবে বিপুল গরমিল রয়েছে। তিনি বলেন, 'আমি বিধায়ক থাকাকালীন একাধিক বার বিধানসভায় বিষয়টি জানতে চেয়েছিলাম। রাজ্যে জনসংখ্যা সাড়ে ন'কোটি। অন্তত ২০ শতাংশ মানুষ রেশন তোলেন না। খুব বেশি হলে সাড়ে সাত কোটি মানুষ নেন। তা হলে আড়াই কোটি যাচ্ছে কোথায়?' গ্রেপ্তারির পর জ্যোতিপ্রিয় বলেন, 'আমি ষড়যন্ত্রের শিকার।' সেই প্রশ্ন তুলে সুজনবাবুর প্রশ্ন, 'তবে কি যিনি ওঁকে মন্ত্রী করেছিলেন, তিনিই ষড়যন্ত্র করেছিলেন?'

তামিলনাড়ু, হরিয়ানার সবুজ বাতি আসবে বাংলায়

নিজস্ব প্রতিবেদন: শনিবার লক্ষ্মীপুজো। এরপরই আলোর উৎসব দীপাবলিতে মেতে উঠবে বাংলা। আর দীপাবলি মানেই বাজি পোড়ানো। তবে দূষণ সৃষ্টিকারী বাজি আগেই নিষিদ্ধ হয়েছে রাজ্যে। দীপাবলিতে একমাত্র পরিবেশবান্ধব সবুজ বাজি ব্যবহার করা যাবে। এই বাজির জোগান আসে মূলত ভিন রাজ্য থেকে। তামিলনাড়ু, হরিয়ানার সবুজ বাতি আসবে বাংলায়। তাতেই দীপাবলি পালন করবে বঙ্গবাসী।

প্রশাসনিক সূত্রে খবর, ইতিমধ্যেই ৫০০ লরি সবুজ বাজি রাজ্যে ঢুকেছে। তবে চাহিদা অনুযায়ী সবুজ বাজি এরাজ্যে তৈরি হয় না। ফলে ভিন রাজ্য থেকে সবুজ বাজি আনতে হয়। চলতি বছরে মূলত তামিলনাড়ুর ওপরই ভরসা করছে বাংলা। ফুলঝুরি, রংমশাল, তুবড়ি থেকে হাওয়াই, চরকি সহ সমস্ত সবুজ বাজি আসছে তামিলনাড়ু থেকে। হরিয়ানা, পঞ্জাব, উত্তরপ্রদেশ থেকেও কিছু বাজি আসছে।

ইতিমধ্যেই রাজ্যের একাধিক জেলায় সবুজ বাজি বিক্রির মেলা শুরু হয়ে গিয়েছে। কালীপুজোর আগে রাজ্যের ১৫০ জায়গায় মেলা বসবে। উল্লেখ্য, মূলত সবুজ পরিবেশবান্ধব বাজিতে ক্ষতিকারক রাসায়নিক থাকে না। ফলে দূষণ কম হয়। হাঁপানি, শ্বাসকষ্টের মতো সমস্যাও কম হয়। এতে অ্যালুমিনিয়াম, বেরিয়াম, পটাশিয়াম নাইট্রেট বা কার্বন থাকে না। ফলে এই বাজি ব্যবহারেই জোর দিয়েছে রাজ্য।

বোল্লা রক্ষাকালীর কাঠামো পুজো, উপস্থিত ছিলেন সুকান্ত মজুমদার

নিজস্ব প্রতিবেদন, বালুরঘাট: কাঠামো পুজোর মধ্য দিয়ে দক্ষিণ দিনাজপুর জেলার বালুরঘাটের বোল্লায় শুরু হল ঐতিহ্যবাহী বোল্লা রক্ষাকালী পুজো। শুক্রবার সকালে মন্দির চত্বরে থাকা পুকুর থেকে কাঠামো তুলে রীতি মেনেই কাঠামো পুজো। এদিন বোল্লা রক্ষাকালীর কাঠামো পুজোর অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন বিজেপির রাজ্য সভাপতি তথা বালুরঘাটের সাংসদ সুকান্ত মজুমদার।

প্রত্যেক বছর রাস পূর্ণিমার পরের শুক্রবার বালুরঘাটের বোল্লা এলাকায় বোল্লা রক্ষাকালীর পুজো অনুষ্ঠিত হয়। উত্তরবঙ্গের মধ্যে অন্যতম বৃহৎ এবং প্রাচীন এই বোল্লা রক্ষাকালীর পুজো। পুজোর পাশাপাশি চারদিন মেলাও বসে। এবারে ১ ডিসেম্বর বোল্লা রক্ষাকালী মায়ের পুজো অনুষ্ঠিত হবে। তার আগে এদিন বোল্লায় হল মায়ের কাঠামো পুজো। শুক্রবার সকালে মন্দির চত্বরে থাকা পুকুর থেকে কাঠামো তোলা হয়। এরপর দুধ দিয়ে কাঠামো ধুয়ে শুরু হয় পুজো। এরপরই শুরু হবে মায়ের প্রতিমা তৈরির কাজ। কাঠামো পুজো দেখতে দূরদূরান্ত থেকে আসা লোকের ভিড় ছিল বোল্লা মন্দির চত্বরে। এদিন বোল্লা রক্ষাকালীর কাঠামো পুজোর অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন বিজেপির রাজ্য সভাপতি তথা বালুরঘাটের সাংসদ সুকান্ত মজুমদার। এছাড়াও ছিলেন বিজেপির জেলা সভাপতি স্বরূপ চৌধুরী, সাধারণ সম্পাদক বাপি সরকার সহ অন্যান্যরা।

শ্রেণিবদ্ধ বিজ্ঞাপন

আজকের দিনটি কেমন যাবে?

আজ ২৮ শে অক্টোবর । ১০ ই কার্তিক । তিথী পূর্ণিমা । জন্মে কর্কট রাশি। অষ্টোত্তরী চন্দ্রের বিংশোত্তরী শনি র মহাদশা কাল। মৃতে একপাদ দোষ।

মেষ রাশি : আজ ১৯ শে জুলাই। শনিবার। এক নতুন যোগাযোগের দ্বারা সম্মান বৃদ্ধি যোগ। কেনাকাটা করলে পরিবারে আনন্দ বৃদ্ধি হবে, তা কিনতে পারেন ।বিদ্যার্থীদের জন্য সমস্যা সমাধানের দিন। প্রবীণ নাগরিক যারা ব্যাধি তে কষ্ট পাচ্ছেন তাদের মুক্তির দিন। বিবাহের ব্যাপারে কোন কথা পাকা হতে পারে। প্রতি সোমবার বাবা মহা মৃত্যুঞ্জয়ের উপবাস সহ শিব পূজা করুন।

বৃষ রাশি : মানসিক দুশ্চিন্তা বৃদ্ধি হবে। যে কাজটা কোন এক প্রিয়জনের সহযোগিতায় হয়ে যাওয়ার কথা ছিল, তা বাধা পড়বে। যারা লেখক-সাংবাদিকতা করেন, শিল্পী কলাকুশলী তাদের যে চূড়ান্ত পারফরমেন্স হওয়ার কথা ছিল, সেটা থমকে যাবে। নজর আপনার প্রতি থাকবে ।বিদ্যার্থীদের জন্য শুভ নয় ।হরি ওম হরি ওম বলুন পথ চলুন।

মিথুন রাশি : আজ শনিবার নতুন কর্মের সম্ভাবনাময় দিন। যে চিন্তাটা আগে করেছিলেন, আজ আবার পুনরায় করুন, শুভ ফল পাবেন। ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষ আপনার কাজে তুষ্ট থাকবেন। সম্মান বৃদ্ধি যোগ। প্রবিন নাগরিকদের ব্যাংক ইন্সুরেন্সের ক্ষেত্রে, শুভ। কৃষি জমি, বাস্তু জমি, দোকান ঘর ,বিক্রয়ের ব্যাপারে কথা বলতে পারেন। বিবাহের ব্যাপারে পাকা কথা হওয়ার সম্ভাবনা। শ্রী শিবনাম করুন ১০৮ বার শুভ হবে।

কর্কট রাশি : আজ ২৮ শে অক্টোবর শনিবার। কর্মের জন্য শুভ দিন। গত কয়েকদিন ধরে যে পরিশ্রম করেছেন, আজ তার মূল্যায়ন হবে। বাড়ি ও বাস্তু জমি সম্পর্কে সিদ্ধান্ত নিতে পারেন। পরিবারের কনিষ্ঠ সদস্য দ্বারা সম্মান বৃদ্ধি যোগ। সন্তানের বিদ্যালয়ের সমস্যা মুক্তির দিন। বান্ধব দ্বারা উপকৃত হবেন। প্রেমিক যুগল শুভ দিন। ভগবান শ্রীবিষ্ণুর চরণে ১০৮ তুলসীপত্র প্রদান করুন শুভ হবে।

সিংহ রাশি : আজ শনিবার সম্পত্তি বিষয়কে কেন্দ্র করে যে অশান্তি ছিল, আজ তার সমাধান হবে। পরিবারের প্রবীণ মানুষের সহায়তা লাভ। পরিবারে নারীর দ্বারা নারীর বুদ্ধির দ্বারা সমস্যা মুক্তির পথ। সতর্ক থাকুন বন্ধু বেশি শত্রুরূপী মানুষের থেকে। যারা ব্যবসা করেন, তাদের জন্য অত্যন্ত শুভ। বিদ্যার্থীদের জন্য শুভ। এক ঐশ্বরিক সহযোগিতা পাবেন।

কন্যা রাশি : আজ শনিবার। সতর্কতার সঙ্গে আজকের দিনটি কাটাবেন ।পুরাতন বান্ধব দ্বারা যে সহযোগিতা প্রাপ্তির কথা ছিল, তা আজ বাধা পড়বে। যে কাজটা হয়ে গেলে মানসিক শান্তি এবং অর্থ লাভ দুটোই হতো, সেই কাজে বাধা পড়বে। ব্যাংক ইন্সুরেন্স এর ব্যাপারে অশুভ ।আজ যেটা নিয়ে খুব দৌড়াদৌড়ি করবেন সে কাজে বাধা আসবে। বিদ্যার্থীদের জন্য শুভ। ব্যবসা-বাণিজ্যে দুশ্চিন্তা ।ভগবান গনেশজির চরণে ১০৮ দুর্গা দিন উপকৃত হবেন।

তুলা রাশি : শনিবার আজকের দিনটি অতি ব্যয় হবে। বন্ধুর জন্য যে কাজ করছেন, তাতে কি বন্ধুর সহযোগিতা পাবেন? সত্য কথা, স্পষ্ট কথা, বলা ভালো। কিন্তু রুঢো বাক্য ব্যবহার করার আগে, পরিবেশ দেখে নিন। শত্রু বেশি মানুষ আশেপাশে আছে সতর্ক থাকবেন। কৃষ্ণ নাম করুন।

বৃশ্চিক রাশি : আজ শনিবার সম্পত্তি সংক্রান্ত বিষয় শুভ যোগ। যে সম্পত্তি বিক্রয় বা ক্রয়ের কথা ভাবছেন তা আজ চূড়ান্ত করতে পারেন। পরিবারের শান্তির বাতাবরণ। প্রবীণ নাগরিকের দ্বারা সম্মান বৃদ্ধি যোগ। সন্তানের বিদ্যা ভাগ্য শুভ। ধৈর্য রাখলে আজ অত্যন্ত শুভ দিন। নারায়ণ শ্রীবিষ্ণুর চরণে ১০৮ তুলসীপত্র প্রদান করুন।

ধনু রাশি : যারা বিক্রয় প্রতিনিধি, মেডিকেল রিপ্রেজেন্টেটিভ, তাদের শুভ সৌভাগ্য যোগ। আজ কর্মের সম্মান বৃদ্ধি। ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের দেওয়া টার্গেট হয়তো ফুলফিল হতে পারে। বিদ্যার্থীদের জন্য শুভ। উচ্চ বিদ্যায় যারা রয়েছেন, তাদের জন্য অতীব শুভ। যারা বিদেশে আছেন তাদের পরিবারে, পারিবারিক আনন্দ বৃদ্ধি হবে। পোষ্য কুকুর বিড়ালকে নিয়ে, যে সমস্যা ছিল আজ তা মিটে যাবে। প্রতিদিন মা দুর্গার ছবিতে কর্পূর আরতি করুন অতীব শুভ।

মকর রাশি : গৃহে শান্তির বাতাবরণ থাকলেও মনের মধ্যে অশান্তির কালো মেঘ থাকবে। সন্তানের জন্য যে কাজটি করবেন ভেবেছিলেন, আজ তা আটকে গেল। যারা কর্মে নতুন পথের সন্ধান চেয়ে অপেক্ষা করছেন ,তাদের জন্য দিনটি ঠিক নয় ১০৮ বিল্বপত্র দ্বারা ভগবান শিবের পূজা করুন শুভ হবে।

কুম্ভ রাশি : আজ শনি বার পারিবারিক শান্তির বাতাবরণ ।আটকে থাকা অর্থ হাতে আসার প্রবল সম্ভাবনাময় দিন। ব্যবসায়ীদের শুভ দিন, অর্থপ্রাপ্তির দিন। বিদ্যার্থীদের বিশেষত যারা আইনি বিদ্যা বিষয়ে পড়াশোনা করেন, তাদের সম্মান প্রাপ্তির দিন। কর্মে ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের কাজটি করে দেওয়ার জন্য সম্মান বৃদ্ধি যোগ। যারা খনিজ পদার্থ, তরল পদার্থ, জল ,কেমিক্যাল এইসব দ্রব্যের ব্যবসা করেন তাদের অতীব শুভ দিন। সন্তানের কারণে মানসিক দুশ্চিন্তার অবসান হবে। ভগবান বিষ্ণুর চরণে ১০৮ তুলসী পত্র নিবেদন করুন অতীব শুভ।

মীন রাশি : দীর্ঘদিন ধরে চলে আসা কষ্টের হাত থেকে মুক্তি। দুশ্চিন্তার অবসান হবে ।বিশেষত পরিবারের শান্তির বাতাবরণ। বিদ্যার্থীদের শুভ গৃহবধূদের শুভ। প্রবীন নাগরিকদের ব্যাধি বা পীড়া কাল শেষ। মহা মৃত্যুঞ্জয় শিবের পুজো করুন।

ঘোষণা- এই পত্রিকায় প্রকাশিত বিজ্ঞাপনের সত্যতা সম্পর্কে এজেন্ট বা পত্রিকা কর্তৃপক্ষ কোনওভাবে দায়বদ্ধ নয়।

তারা মায়ের আবির্ভাব দিবস, বিশেষ পুজো তারাপীঠে

নিজস্ব প্রতিবেদন, বীরভূম: আশ্বিনের শুক্লপক্ষের চতুর্দশীতে তারা মায়ের আবির্ভাব দিবস। কথিত আছে, পাল রাজত্বের সময় জয় দত্ত স্বপ্নে তারা মায়ের নির্দেশ পান, চতুর্দশীতে শ্মশানের শ্বেত শিমুল বৃক্ষের তলায় পঞ্চমুন্ডির আসনের নীচে মায়ের শিলামূর্তি আছে। সেই মূর্তি উদ্ধার করে মন্দির প্রতিষ্ঠা করেন তিনি। সেই উপলক্ষ্যে প্রতি বছরের মতো আজও তারাপীঠে বিশেষ পুজোর আয়োজন করা হয়েছে।

এদিন সূর্যোদয়ের আগে ভোর ৩ টে নাগাদ মন্দিরের গর্ভগৃহ থেকে মায়ের বিগ্রহ বের করে আনা হয়। বিরাম মঞ্চে তাঁর ছোট বোন মুলুটির মা মৌলিক্ষার মন্দিরের অভিমুখে পশ্চিম দিকে বসানো হয়। জীবিত কুণ্ড থেকে জল এনে মাকে স্নান করানোর পর পরানো হয় রাজবেশ। এরপর বেশ কিছুক্ষণ ধরে চলে মঙ্গল আরতি পর্ব!

ভোরের আলো ফুটতেই ধীরে ধীরে মন্দির চত্বরে জমতে শুরু করে ভক্তদের ভিড়! সারা বছরের মধ্যে আজকের দিনেই তারা মাকে এক পলক ছুঁয়ে দেখার সুযোগ পান ভক্তরা ! ভক্তরা মাকে স্পর্শ করে পুজো দেন। দিনভর বিরামমঞ্চে থাকার পর বিকেলে আরতির পর মাকে ফিরিয়ে নিয়ে যাওয়া হয় মূল মন্দিরে। স্নানের পর নবরূপে সাজানো হয় দেবী মূর্তিকে।

রীতি অনুযায়ী, মায়ের আজ উপোস! এদিন মায়ের মধ্যাহ্ন ভোগ হয় না। দিনভর তাই ফল-মিষ্টিই খান মা। মহাভোগ তোলা থাকে রাতের জন্য! সকালে মঙ্গলারতির পর লুচি, মিষ্টি, সুজি দিয়ে দেওয়া হয় শীতল ভোগ। রাতে খিচুড়ি, পোলাও, পাঁচরকম ভাজা, মাছ-মাংস দিয়ে করা হয় ভোগ নিবেদন।

বিশেষ শোভা যাত্রার মধ্য দিয়ে অনুষ্ঠিত হল কাকদ্বীপ কার্নিভাল

নিজস্ব প্রতিবেদন, সুন্দরবন: মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের অনুপ্রেরণায় দক্ষিণ ২৪ পরগনা জেলা প্রশাসনের সহযোগিতায় বিসর্জনের বিশেষ শোভাযাত্রার মধ্য দিয়ে কাকদ্বীপের লট নম্বর আটের গোল পার্কে কার্নিভাল অনুষ্ঠিত হয়। এই কার্নিভাল অনুষ্ঠানে নামখানা, কাকদ্বীপ, সাগর, পাথরপ্রতিমা, কুলপি, রায়দিঘি, মন্দিরবাজারের দুর্গা প্রতিমা প্রদর্শিত হয়। এই অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন সুন্দরবন উন্নয়ন মন্ত্রী বঙ্কিমচন্দ্র হাজরা, কাকদ্বীপের বিধায়ক মন্টুরাম পাখিরা, পাথর প্রতিমার বিধায়ক সমীর কুমার জানা, সুন্দরবন সাংগঠনিক জেলার জেলা সভাপতি তথা মন্দির বাজারের বিধায়ক জয়দেব হালদার, কুলপির বিধায়ক যোগরঞ্জন হালদার, উপস্থিত ছিলেন সুন্দরবন পুলিশ জেলার পুলিশ আধিকারিক (আইপিএস) কটেশ্বর রাও নালা ভাট- সহ অন্যান্য আধিকারিক বৃন্দ। এই পুজো কর্নিভালকে ঘিরে আনন্দের বাতাবরণ সৃষ্টি হয়েছিল এই গোল পার্কে। বিভিন্ন রং বেরঙের আলো, ফেস্টুন ও পুরো রাস্তা জুড়েই ছিল চিত্রকলা। বাঁশ দিয়ে ব্যারিকেড করে দেওয়া হয়েছিল পুরো রাস্তা। বিশেষ করে সাধারণ মানুষ যাতে এই কার্নিভালকে ভালোভাবে উপভোগ করতে পারে তার জন্য আলাদাভাবে জায়গা করে দেওয়া হয়েছিল। এই অনুষ্ঠানে দর্শকদের ভিড় ছিল চোখে পড়ার মতো। কার্নিভালের অন্যান্য অনুষ্ঠানের মধ্য দিয়েও ছৌ নাচ ছিল বিশেষ আকর্ষণ।

একদিন
আমার শহর
কলকাতা ২৮ অক্টোবর ১০ কার্তিক, ১৪৩০, শনিবার

এসো মা লক্ষ্মী বসো ঘরে..। ছবি- অদিতি সাহা

ধনদেবীর পুজোর জোগাড়ে নাভিশ্বাস উঠল মধ্যবিত্তের, আগুন ফল থেকে ফুল

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: মাসের শেষ। এদিকে মা লক্ষ্মীর আরাধনা হবে না বাঙালির ঘরে এত হতেই পারে না। তবে লক্ষ্মীর আরাধনা করতে গিয়ে ঘুম উড়েছে মধ্যবিত্তের। বরানগর থেকে বাগুইআটি। সিঁথি থেকে সোদপুর। কিংবা গড়িয়া, গড়িয়াহাট, বালিগঞ্জ, যাদবপুর, ভবানীপুর, মানিকতলা, শ্যামবাজার যেখানেই হোক দাম বেলাগাম। তাতেও কুছ পরোয়া নেই। রাস্তা ও ফুটপাত দখল করে বসা ট্রেন লাইনের বিক্রেতাদের কাছেই ভিড় জমছে এদিকে মূল বাজারে তেমন ভিড় নজরেই আসছে না। লক্ষ্মী পুজোকে ঘিরে যেন আগুন লেগেছে বাজারে। প্রতিমা হোক বা পট, ধানের ছড়া হোক বা নারকেল একেবারে চাই-ই চাই।

বিভিন্ন বাজার ঘুরে দেখা গেল, ক্যাম্বিস বলের মতো নারকেলের দাম ৪০ টাকা। তার থেকে এক সুতো বেশি হলে ৫০-৬০ টাকা। আখের ছোট এক টুকরোর দাম ৩০-৫০ টাকা। ডাব ৫০ টাকা। ন্যাসপাতি বরাবরই কুলীন প্রজাতির ফল। তাই আড়াইশো টাকার উপরে গড়াগড়ি খাচ্ছে। আঙুরও তাই। আনারস দেড়শো।

ফুলের বাজারেও আগুন। লক্ষ্মীপুজোয় পদ্ম লাগেই। তাই মওকা বুঝে পদ্মও নিজেকে শিকেয় তুলে রেখেছে। ৩০ থেকে ৫০ টাকায় বিকোচ্ছে পদ্ম। লাল গাঁদার মালা ৪০ টাকা পিস। হলুদ হলে ৫৫-৬০ টাকা। গাঁদা-রজনীগন্ধার ছোট মালা, যেগুলির অন্য সময় ৫ টাকা দাম, তা উঠেছে ১৫ টাকায়। কুচো ফুল ন্যূনতম ২০ টাকার নিতেই হবে। অতিরিক্ত তুলসি পাতা, আম্রপল্লবের অতিরিক্ত দাম। কলার খোলা ছোট টুকরো ১০ টাকা, গোটা এক পিস নিলে ৫০ টাকা।

লক্ষ্মীপুজোর ভোগ মানেই খিচুড়ি। খিচুড়ি মানে প্রায় চার-পাঁচ পদের একটা টিম। বেগুনি বা বেগুন ভাজা, আলুর দম বা ফুলকপির তরকারি, চাটনি। ফুলকপি মাঝারি মাপের ৫০, বড় হলে ৭০ টাকা। বেগুন ৮০ টাকা। টম্যাটো ৫০, জলপাই ১০০ টাকা।

এর সঙ্গে যোগ হয়েছে পুরোহিতের দক্ষিণা। তাতেও যেন লেগেছে দ্রব্যমূল্য বৃদ্ধির আঁচ। এমনিতেই পুজো করা বামুনের সংখ্যা প্রত্যেক পাড়াতেই কমে এসেছে। তার উপর বিলুপ্তপ্রায় পূজারী ব্রাহ্মণরা লোকবিশেষে ৫০০ থেকে দেড় হাজার টাকা দক্ষিণা হেঁকে রেখেছেন। তৎসহ চালকলা-ফলমূলাদি। সব মিলিয়ে কোজাগরীর রাতের আগেই ঘুম উড়েছে গেরস্থের।

সরকারি টাকায় পুজোর কার্নিভাল কটাক্ষ সংগ্রামী যৌথ মঞ্চের

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: একদিকে যখন রেড রোডে পুজোর মেগা কার্নিভালের প্রস্তুতি তুঙ্গে তখন তোড়জোড় চলছে, তখন রেড রোড থেকে ঢিল ছোঁড়া দূরত্বে সম্পূর্ণ ভিন্ন এক চিত্র। কলকাতার রাজপথে চাকরির দাবিতে পথে বসে রয়েছেন অনেকে। পাশাপাশি ডিএ'র দাবিতেও আন্দোলন চলছে। সরকারি টাকায় পুজোর কার্নিভাল করাকে তাঁরা কটাক্ষ ছুঁড়ে দেন। আন্দোলনরত সরকারি কর্মচারীদের সংগ্রামী যৌথ মঞ্চের তরফে 'বিষাদ সম্মিলনী'-র আয়োজন করা হয়। একদিকে যখন কার্নিভালে আনন্দে-উচ্ছ্বাসের সুর, তখনই শহিদ মিনার চত্বরে বিষাদের সুর। বিজয়া নয়, এবার বিষাদ সম্মিলনীর আয়োজন করেন ডিএ-র দাবিতে আন্দোলনরত সরকারি কর্মচারীরা। সেখানে সামিল হয়েছেন, আন্দোলনরত চাকরিপ্রার্থীদের একটি অংশও। গ্রুপ-সি, গ্রুপ-ডি চাকরিপ্রার্থীরাও যোগ দেন এই বিষাদ সম্মিলনীতে। এদিকে এদিন বেলা এগারোটা নাগাদ শহিদ মিনার চত্বরে প্রতীকী শবদেহ নিয়ে প্রতিবাদ কর্মসূচি। প্রতীকী শবদেহের সঙ্গে লেখা, '১২ বছরে শিক্ষিত বেকারের স্বপ্নের অপমৃত্যু।'

শহিদ মিনার পাদদেশে তাঁরা বিক্ষোভ দেখান। সরকারি কোষাগারের অর্থ ব্যয় করে মিথ্যা কার্নিভাল করে কী লাভ বলে তাঁদের তরফ থেকে এ প্রশ্নও ছুঁড়ে দিতে দেখা যায় যে, দিনের পর দিন সরকারি শূন্যস্থানে স্বচ্ছ নিয়োগ, বকেয়া ডিএ-র দাবিতে আন্দোলন করে আসছে। সে ব্যাপারে সরকারের কোনও সদিচ্ছা নেই। অথচ সত্য নিয়ে যারা আন্দোলন করছেন তাঁদের পাশে সরকার নেই। এদিনের এই প্রতিবাদ কর্মসূচিতে বামেদের প্রতিনিধিরাও হাজির ছিলেন সেখানে। সৃজন ভট্টাচার্য, কলতান দাশগুপ্তরা এসেছেন এই বিষাদ সম্মিলনীতে। এসএফআই রাজ্য সম্পাদক সৃজন ভট্টাচার্য পুজোর কার্নিভালের আয়োজনকে কটাক্ষ করে বলছেন, 'এটা নির্মমতার কার্নিভাল, নিষ্ঠুরতার কার্নিভাল। এদের কি অধিকার নেই? মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় কি সবার মুখ্যমন্ত্রী নন? তাঁর কি সবার কার্নিভালের ব্যবস্থা করা উচিত ছিল না? এদের ন্যায্য দাবির পাশে আমরা আছি।'

২০২৩ সালের শেষ চন্দ্রগ্রহণ লক্ষ্মীপুজোয়

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: মহালয়ার দিন হয়েছিল সূর্যগ্রহণ। এরপরই লক্ষ্মীপুজোয় হতে চলেছে চন্দ্রগ্রহণ। ২০২৩ সালের শেষ চন্দ্রগ্রহণ হবে ২৮ ও ২৯ অক্টোবর। কোজাগরী পূর্ণিমা বা শারদ পূর্ণিমা অর্থাৎ লক্ষ্মীপুজোর দিনেই গ্রহণের যোগ। শনিবার ২৮ অক্টোবর রাতে শুরু হবে চন্দ্রগ্রহণ। শেষ হবে ২৯ অক্টোবর। তবে এবারে পূর্ণগ্রাস নয় আংশিক চন্দ্রগ্রহণ দেখা যাবে পশ্চিমবঙ্গ থেকে। তবে চাঁদ, সূর্য ও পৃথিবীর কৌণিক অবস্থানের উপরে গ্রহণ নির্ভর করে সেক্ষেত্রে সবসময় সব জায়গা থেকে দেখা যায় না গ্রহণ। তবে বছরের শেষ চন্দ্রগ্রহণটি দেখা যাবে বাংলা থেকেও।

বিড়লা তারামণ্ডলের কিউরেটর শুভব্রত দত্ত জানান, ভারতের সঙ্গে সঙ্গে পশ্চিমবঙ্গের কলকাতা সহ বিভিন্ন জেলাতেই একই সময়ে দেখা যাবে চাঁদের আংশিক গ্রহণ। ২৮ অক্টোবর রাত ১১টা ২৯ মিনিট ৯ সেকেন্ডে পৃথিবীর উপচ্ছায়া চাঁদের প্রবেশ। গভীর ছায়ায় প্রবেশকাল শুরু ২৯ অক্টোবর রাত ১টা ৪ মিনিট ৮ সেকেন্ডে। গ্রহণ ছাড়তে শুরু করবে অর্থাৎ গভীর ছায়া থেকে বের হবে রাত ২টো বেজে ২৩ মিনিট ৫ সেকেন্ডে। উপচ্ছায়া সরে যাবে রাত তিনটে ৫৮ মিনিট ৩ সেকেন্ডে। খালি চোখেই দেখা যাবে এই গ্রহণ। রাজ্যের সমস্ত জেলা থেকেই একইসময়ে দেখা যাবে চন্দ্রগ্রহণ। সব মিলিয়ে চন্দ্রগ্রহণের সময়কাল ২৮ অক্টোবর রাত ১১টা ২৯ মিনিট ৯ সেকেন্ড থেকে রাত ৩টে ৫৮মিনিট ৩ সেকেন্ড।

এই প্রসঙ্গে বলে রাখা শ্রেয়, পূর্ণিমার তিথিতে হয় চন্দ্রগ্রহণ। পৃথিবী সূর্যের চারদিকে ঘোরে এবং চাঁদ পৃথিবীর চারদিকে ঘুরপাক খায়। এই ভাবে ঘুরতে ঘুরতে কখনও কখনও চাঁদ পৃথিবী ও সূর্য একটি সরল রেখায় অবস্থান করে। সে সময় সূর্যের আলো পৃথিবীতে পৌঁছলেও চাঁদে পৌঁছয় না। সূর্যের আলোয় আলোকিত হয় পৃথিবী ও চাঁদ। তাই চাঁদ অবধি আলো না পৌঁছনোর পৃথিবীর ছায়ায় ঢাকা পড়ে যায় চাঁদ।

রাজভবনে পৌঁছোয়নি রেড রোড কার্নিভালের আমন্ত্রণ

কলকাতা, ২৭ অক্টোবর: শুক্রবার কলকাতায় রেড রোডে ঝাঁ-চকচকে পুজোর কার্নিভাল। কিন্তু, সেই কার্নিভালের জন্য রাজভবনে কোনও আমন্ত্রণ যায়নি বলেই সূত্রের খবর।

প্রাক্তন রাজ্যপাল জগদীপ ধনখরের সঙ্গে রাজ্য সরকারের সম্পর্কের তিক্ততা চরমে পৌঁছে গিয়েছিল। কিন্তু সেই সময়ও ধনখরকে আমন্ত্রণ জানানো হয়েছিল রেড রোডে পুজোর কার্নিভালে। যদিও পরে আক্ষেপের সুরে ধনখর বলেছিলেন, কার্নিভালে ডেকে তাঁকে 'অপমানিত' করা হয়েছে।

শুক্রবার যখন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় রেড রোডে পুজোর কার্নিভালে ব্যস্ত থাকবেন, তখন রাজ্যপাল সিভি আনন্দ বোস ব্যস্ত থাকবেন অন্য একটি কর্মসূচিতে। শুক্রবার দুপুর সাড়ে তিনটের সময় রাজভবনের পূর্ব দিকের লনে বিএসএফের এক অনুষ্ঠানে উপস্থিত থাকবেন তিনি। সীমান্তরক্ষী বাহিনী ও নেহরু যুব কেন্দ্রের উদ্যোগে 'মেরি মাটি, মেরা দেশ' কর্মসূচির আয়োজন করা হয়েছে রাজভবনে। সেখানেই থাকবেন রাজ্যপাল বোস।

ধনখর জমানায় রাজ্য-রাজভবন তিক্ততার মধ্যেও কার্নিভালের আমন্ত্রণ পেয়েছিল রাজভবন। তবে এবার সেটাও হয়নি বলে রাজভবন সূত্রে খবর। পুজোর কার্নিভালের জন্য রাজ্যপালকে এবার আমন্ত্রণপত্র পাঠানো হয়নি বলেই রাজভবন সূত্র মারফত জানা যাচ্ছে।

সুজয়কৃষ্ণর ভয়েস টেস্টে 'না' এসএসকেএমের, ইডি আধিকারিকদের ফিরতে হল খালি হাতেই

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: সুজয়কৃষ্ণ ভদ্রের ভয়েস টেস্ট করার জন্য এসএসকেএমে ইডি আধিকারিকরা পৌঁছলেও প্রায় ঘণ্টা এসএসকেএম হাসপাতালে কাটিয়ে খালি হাতে ফিরতে হল তাঁদের। সূত্রে খবর, বৃহস্পতিবার বেলা বারোটা নাগাদ ইডির আধিকারিকরা হাজির হন এসএসকেএম হাসপাতালে। এরপরই সোজা চলে যান মেডিক্যাল সুপার ডা.পীযূষকান্তি রায়ের দপ্তরে। প্রসঙ্গত, প্রায় দু'মাস ধরে কার্ডিওলজি বিভাগে ভর্তি সুজয়কৃষ্ণ ভদ্রর ভয়েস টেস্ট করার জন্য অনুমতি চান। প্রায় দু'দফায় আলোচনা হয় এসএসকেএম আধিকারিকদের সঙ্গে কিন্তু কার্ডিওলজির দোতলায় প্রায় দু'মাস ধরে ভর্তি সুজয়ের ভয়েস টেস্ট করার অনুমতি মেলেনি।

এসএসকেএম সূত্রে খবর, গলার স্বরের নমুনা পরীক্ষার জন্য যে শারীরিক ক্ষমতা দরকার তার অভাব রয়েছে সুজয়কৃষ্ণর মধ্যে। বিকেল সাড়ে চারটে নাগাদ ইডি আধিকারিকদের একবার হাসপাতালের প্রশাসনিক ভবনের দিকে যেতে দেখা গেলেও এর কিছু পরেই তাঁরা হাসপাতাল ছেড়ে চলে যান। উল্লেখ্য, এর আগেও সুজয়ের গলার স্বরের নমুনা সংগ্রহ বা পরীক্ষার জন্য এসএসকেএম হাসপাতালে যান ইডি আধিকারিকরা।

উল্লেখ্য, কয়েক মাস আগেই নিয়োগ দুর্নীতি মামলায় গত ৩০ মে গ্রেপ্তার হন সুজয়কৃষ্ণ ভদ্র ওরফে 'কালীঘাটের কাকু'। তার কিছুদিনের মধ্যেই তাঁর স্ত্রীর মৃত্যু হয়। সেই সময় প্যারোলে ছাড়া পেয়েছিলেন সুজয়কৃষ্ণ। তারপর জেলে ফিরেই অসুস্থ হয়ে পড়েন তিনি। ভর্তি করা হয় এসএসকেএমে। পরবর্তীতে তাঁর এই হার্টের চিকিৎসা নিয়ে জলঘোলাও কম হয়নি। হার্টের পরিস্থিতি ভাল না হওয়ায় অস্ত্রোপচার জরুরি ছিল। এদিকে এসএসকেএমে অপারেশনে রাজি ছিলেন না কালীঘাটের কাকু। তিনি বারবার বেসরকারি হাসপাতালে চিকিৎসার আবেদন করে আদালতে। তার প্রতিবাদ করে ইডি। শেষে বেসরকারি হাসপাতালেই হয় অস্ত্রোপচার। অস্ত্রোপচারের পর জেলে ফেরেন কালীঘাটের কাকু। ওইদিনই ফের বুকে ব্যথা শুরু হওয়ায় এসএসকেএম হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়। সেখানেই আপাতত ভর্তি রয়েছেন তিনি।

দুর্নীতিকাণ্ডে মুখ্যমন্ত্রীর ভূমিকা খতিয়ে দেখতে ইডিকে আর্জি শুভেন্দুর

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: রেশন বণ্টন দুর্নীতির অভিযোগ নিয়ে এবার চড়ছে রাজ্য রাজনীতির পারদ। রেশন বণ্টন দুর্নীতিকাণ্ডে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের ভূমিকা খতিয়ে দেখতে ইডির ডিরেক্টরকে আর্জি জানালেন বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারী। এক্স পোস্টে ওই আর্জি জানান তিনি। শুক্রবার নিজের এক্স হ্যান্ডেলে বিরোধী দলনেতা লেখেন, ২০১১ থেকে ২০২১ সাল পর্যন্ত খাদ্য ও সরবরাহমন্ত্রী থাকাকালীন দুর্নীতির পাহাড়ের সঙ্গে যুক্ত জ্যোতিপ্রিয় মল্লিককে কেন্দ্রীয় এজেন্সির নজর থেকে বাঁচাতে তাঁকে মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় ২০২১ সালে খাদ্য ও সরবরাহমন্ত্রী করেননি।

শুভেন্দুবাবুর দাবি, মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় চেয়েছিলেন জ্যোতিপ্রিয় মল্লিক বেআইনিভাবে টাকা তুলুন এবং তার অংশ নির্দিষ্ট ব্যক্তিদের কাছে পাঠান। সেই জন্য জ্যোতিপ্রিয় মল্লিককে মুখ্যমন্ত্রী ধান ও অন্যান্য খাদ্যশস্য কেনা ও সরবরাহের দায়িত্বপ্রাপ্ত সংস্থা ওয়েস্ট বেঙ্গল এসেনশিয়াল কমোডিটিস সাপ্লাই কর্পোরেশনের চেয়ারম্যান করেন, এমনই অভিযোগ বিরোধী দলনেতার।

রেশন বণ্টন দুর্নীতি মামলায় গ্রেপ্তার মন্ত্রী জ্যোতিপ্রিয় মল্লিককে ২০ ঘণ্টা ধরে তল্লাশি ও জিজ্ঞাসাবাদের পর তাঁকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে। শিক্ষা দুর্নীতিতে পার্থবাবুর পর এবার রেশন দুর্নীতিতে ইডির জালে জ্যোতিপ্রিয়বাবু। রেশন বণ্টন দুর্নীতি মামলায় আগেই গ্রেপ্তার করা হয়েছে মন্ত্রী 'ঘনিষ্ঠ' ব্যবসায়ী বাকিবুর রহমানকে।

কার্নিভাল অংশগ্রহণকারী গলফগ্রিন শারদোৎসব কমিটির দুর্গা প্রতিমা।

ফড়েদের দৌরাত্ম্যে বাংলা থেকে বিলুপ্তির পথে সরাশিল্প

শুভাশিস বিশ্বাস

দুর্গাপুজো শেষ। হয়ে গেছে প্রতিমা নিরঞ্জনও। এবার সামনেই কোজাগরী পূর্ণিমায় মা লক্ষ্মী পূজিত হবেন বাঙালির ঘরে ঘরে। মা লক্ষ্মী সন্তুষ্ট হলে অভিষ্ট লক্ষ্যে পৌঁছনোর পথটা সহজ হয় এমনটাই ধারনা সাধারণের। আর এই লক্ষ্মী পুজো উপলক্ষ্যে শুধু কুমোরটুলিই নয়, রাস্তার আশেপাশে ছোট বড় স্টলে বিক্রি হচ্ছে হরেক সাইজের লক্ষ্মী প্রতিমা। তবে অনেক বাড়িতে এই লক্ষ্মীর আরাধনা হয় সরাতেও। বিশেষত পূর্ববঙ্গের মানুষের মধ্যে সরায় লক্ষ্মী পুজোর চলটা একটু বেশি।

এই লক্ষ্মীর সরা তৈরি হয় মূলত উত্তর ২৪ পরগনার বিভিন্ন গ্রামে। মূলত এই সরার উপর ফুটিয়ে তোলা হয় মা লক্ষ্মীর নানা অবয়ব থেকে তাঁর চরণ। এছাড়াও মাঝে লক্ষ্মী, পাশে জয়া বিজয়া বা উপরে লক্ষ্মী নারায়ণ ও নিচে থাকে পেচা ও ময়ূর, এমন সরাও চোখে পড়ে। গ্রামের শিল্পীরাই তাঁদের শৈল্পিক সত্ত্বা ফুটিয়ে তোলেন এই সরার ওপর অসীম ধৈর্য্য আর শিল্প নৈপুণ্যের মধ্য দিয়ে। তবে যারা এই সরা শিল্পের সঙ্গে জড়িতে তাঁদের ওপর ঠিক কতটা মা লক্ষ্মীর কৃপা দৃষ্টি রয়েছে তা নিয়ে প্রশ্ন জাগে কলকাতার বাজারে পা রাখলে। বাজারে যে সরা বিক্রি হচ্ছে তাঁদের সঙ্গে আলাপচারিতায় এই লক্ষ্মীর সরা তৈরির ক্ষেত্রে যে ছবিটা সামনে

এল তাতে এটাই মালুম হয় কাজটা মোটেই সহজ নয়। একেবারে প্রথমে মাটির তৈরি সাধারণ এক সরার উপর প্রথমে দেওয়া হয় সাদা রংয়ের প্রলেপ, কিছুটা প্রাইমারের মতোই। ওটাই 'বেস' হিসেবে ব্যবহার করেন সরা শিল্পীরা। সাদার ওপর যে কোনও রং ফুটে ওঠে সহজেই। শুধু তাই নয়, সরাসরি মাটির ওপর কোনও রং ব্যবহার হলে তা মাটি শুষে নেয়। ফলে রংয়ের ঔজ্জ্বল্য কোনও ভাবেই থাকে না। এই সাদা বেসের ওপর যে মাতৃমূর্তি অঙ্কন করা হয় তাতে বেশির ভাগ ক্ষেত্রেই ব্যবহার করা হয় হলুদ রং। সরায় ব্যবহৃত প্রতিটি রংয়ের সঙ্গে একধনের আঠা মিলিয়ে চলে এই শিল্প কর্ম। হলুদের সঙ্গে ব্যহার করা হয় লাল-রংও। হলুদ-লালের এই কম্বিনেশন নজর কাড়ে ক্রেতাদের। শুধু তাই নয়, কোনও শুভ কাজে এই দুটি রংয়ের বিশেষ তাৎপর্যও রয়েছে বাঙালির কাছে। এছাড়াও অন্য রং যে ব্যবহার হয় না তাও নয়। সবশেষে নানা রংয়ে মিলে মিশে সরার ওপর তৈরি হয় মা লক্ষ্মীর এক অবয়ব। এরপর এই সরা নানা হাত ঘুরে অর্থাৎ ফড়েদের হাত ঘুরে তা চলে আসে কলকাতার বাজারে। এই সরা যত বেশি হাত ঘোরে ততই তার দাম বাড়ে। এই ফড়েরা সরা শিল্পীদের কাছ থেকে ১০ বা ১৫ টাকায় যে সরা কেনেন সেটাই লক্ষ্মী পুজোর আগে কলকাতার বাজারে বিক্রি হয় ১০০ থেকে ১৫০ টাকায়। লক্ষ্মীর ছোট সরার দাম ৬০ থেকে ৯০ টাকার আশপাশে। ফলে গ্রামেরও ওই শিল্পীরা কখনওই জানতে পারেন না, সরাসরি কলকাতার বাজারে এই সরা বিক্রি হলে ঠিক কতটা লাভের মুখ তাঁরা দেখতে পেতেন বা তাঁদের তৈরি এই সরার চাহিদাই বা বাজারে ঠিক কতটা।

লক্ষ্মী পুজোকে ঘিরে কলকাতার বাজারে সরার বিপুল চাহিদা থাকলেও সরার শিল্পীরা যে দুধে-ভাতে থাকেন তা কিন্তু নয়। বরং খোঁজ নিয়ে জানা গেল বেশ আর্থিক অনটনের মধ্য দিয়েই দিন কাটে তাঁদের। কারণ, সরা শিল্পীরা প্রতিদিন খুব বেশি হলে ১০ থেকে ১২টির বেশি সরা আঁকতে পারেন না। ফলে আট থেকে আশি পরিবারের প্রত্যেকেই হাত লাগান এই সরার ওপর মা লক্ষ্মীর প্রতিকৃতি তৈরিতে। এদিকে এটি একেবারেই মরসুমি ব্যবসা হওয়ায় কখনই রোজগারের মূল রাস্তা হিসেবেও বেছে নিতে পারেননি কোনও সরা শিল্পীই। আর এখানেই তৈরি হচ্ছে এক সমস্যা। এই সরাশিল্পের কোনও ভবিষ্যত নেই দেখে আধুনিক প্রজন্ম মুখ ঘোরাচ্ছেন। রুজি রোজগারের জন্য তাঁরা বেছে নিচ্ছেন ভিন্ন কোনও পেশা। ফলে যে শিল্প এতদিন ট্র্যাডিশন বা বংশ পরম্পায় চলে আসছে তাতে কোথাও একটা ছেদ পড়ার আশঙ্কা তৈরি হচ্ছে। একইসঙ্গে সরা শিল্পীরা বেশ ক্ষোভের সঙ্গে এও জানান, ফড়েদের হাত থেকে এই সরা শিল্পীদের না বাঁচানো গেলে এই শিল্প টিকিয়ে রাখা কঠিন হবে। আর এই উদ্যোগ নিতে হবে সরকারকেই।

জ্যোতিপ্রিয় মল্লিকের গ্রেপ্তারে কটাক্ষ সুকান্ত মজুমদার ও দিলীপ ঘোষের

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: রেশন দুর্নীতি মামলায় কেন্দ্রীয় সংস্থা এনফোর্সমেন্ট ডিরেক্টরেট (ইডি) রাজ্যের বনমন্ত্রী তথা প্রাক্তন খাদ্যমন্ত্রী জ্যোতিপ্রিয় মল্লিককে গ্রেপ্তার করার পরেই সরব হলেন বিরোধীরা। রাজ্য বিজেপির সভাপতি তথা সাংসদ সুকান্ত মজুমদারের ইঙ্গিত, এবার তৃণমূলের 'মাথা'রা তদন্তকারী সংস্থার নিশানা হতে পারেন। সুকান্তবাবু শুক্রবার সাংবাদিকদের বলেন, 'জ্যোতিপ্রিয় মল্লিকের গ্রেপ্তার তো সময়ের অপেক্ষা ছিল। যে পরিমাণ সম্পত্তি বাকিবুরের পাওয়া গেছে সেই সম্পত্তির উৎস কী? যে পরিমাণ সম্পত্তি পাওয়া গিয়েছে সেটা তো সম্পত্তি নয়, বরং রাজত্ব বলা ভালো। সেই সম্পত্তি বা রাজত্ব আসলে কার? কার সম্পত্তি বাকিবুরের নামে আছে? এর তদন্ত হওয়া প্রয়োজন। আমরা এর আগেও জ্যোতিপ্রিয়ের বিরুদ্ধে চাল চুরির অভিযোগ পেয়েছি।'

বৃহস্পতিবার বিকেলে জ্যোতিপ্রিয়ের ঠিকানায় ইডি তল্লাশি চলাকালীন সাংবাদিক বৈঠক করে কেন্দ্রীয় শাসকদল এবং বিজেপির বিরুদ্ধে রাজনৈতিক প্রতিহিংসার অভিযোগ তুলেছিলেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। বিজেপি নেতাদের একাংশ বলছেন, সেদিকেই নিশানা করেছেন সুকান্তবাবু। শান্তিনিকেতনে জ্যোতিপ্রিয়ের ছ'কোটির বাড়ি প্রসঙ্গে সুকান্তবাবু বলেন, আমরা বুঝতে পারি না এঁরা কী ধরনের চাকরি বা ব্যবসা করেন যে, এত কোটি টাকার সম্পত্তির মালিক এত দ্রুত হয়ে যান। ছ'কোটি টাকার বাংলো তিনি কিনেছিলেন। আর এঁরাই গরিব মানুষের ১০০ দিনের কাজের কথা টাকার কথা বলেন। আমার তো মনে হয় এঁদের যা টাকা জমানো আছে সেই টাকা দিয়েই গরিব মানুষের সমস্ত টাকা মিটিয়ে দেওয়ার যেতে পারে। পাশাপাশি কটাক্ষ করেন বিজেপির প্রাক্তন সভাপতি দিলীপ ঘোষের বক্তব্য, কে কে গ্রেপ্তার হবে, তার লম্বা তালিকা তো তৈরিই আছে।

দিলীপবাবু সাংবাদিকদের বলেন, আর গ্রেপ্তার হবে নাই বা কেন? সাধারণ মানুষের সঙ্গে এত দুর্নীতি করলে গ্রেপ্তার তো হতেই হবে। শুভেন্দু অধিকারী চাইলে তৃণমূলের সব এমপি, এমএলএ-দের সবাইকে জেলে ঢোকাতে পারে।

সম্পাদকীয়

নারীকে দেওয়া হোক পূর্ণ আকাশের অধিকার

আমেরিকা যখন নারীর গর্ভের অধিকারে হস্তক্ষেপ করল, ভারত তখন নারীর গর্ভের পূর্ণ অধিকার নারীর হাতেই তুলে দিল। নারীর গর্ভের অধিকার নারীর নিজের, এমন ঐতিহাসিক রায় দিয়েছে ভারতের সর্বোচ্চ আদালত। প্রাচীন কাল থেকেই নারীর গর্ভ নিয়ে সমাজপতিদের মাথাব্যথা দেখা গিয়েছে। রামায়ণ, মহাভারতের কাহিনিতে বনে-জঙ্গলে, নদীর পারে-আশ্রমে অবিবাহিত নারীর সন্তানকে বিসর্জন দেওয়ার অনেক দৃষ্টান্ত মেলে। অবিবাহিতা শকুন্তলা গর্ভবতী হলে তাঁর দুর্গতির শেষ ছিল না। দুনিয়ার প্রায় সব ধর্মই টিকে আছে নারীর গর্ভ তথা শরীরের উপর নিয়ন্ত্রণকে পুঁজি করে। সাম্প্রতিক সময়ে ইরানে শুধুমাত্র ধর্ম নির্দেশিত পোশাক না পরার কারণে তরুণী মাহশা আমিনিকে পুলিশ মেরে ফেলল। ঘৃণায় শিউরে উঠেছে সভ্য সমাজ। নারীর শরীর কতটা ঢাকা থাকবে, নারী কত বার গর্ভধারণ করবেন, জন্মনিয়ন্ত্রণ করা যাবে কি না, গর্ভপাত করা যাবে কি না, সব কিছু নির্ধারণ করে দেওয়ার মালিক হচ্ছেন ধর্মের প্রভুরা। বলা বাহুল্য, এই নির্ধারণকারীরা সকলেই পুরুষ। ১৯৫১ সালে মেক্সিকোর বিজ্ঞানী কার্ল জেরাসি আবিষ্কার করলেন গর্ভনিরোধক ওষুধ, যা মহিলাদের জীবন বদলে দিয়েছিল। সারা বিশ্বে মেয়েরা মুক্তির স্বাদ পেয়েছিলেন।

কিন্তু নারীর কি আর মুক্তি ঘটে? প্রেমিক পুরুষটি প্রায়ই তার অভিমুখ পরিবর্তন করে। তখন সঙ্কটে পড়েন নারী। গর্ভধারণের একটি নির্দিষ্ট সময় পেরিয়ে গেলে সেই সন্তানের জন্ম তাঁকে দিতেই হবে। এখন ২৪ সপ্তাহকে গর্ভপাতের নিরাপদ সময় ধরা হয়েছে। সামাজিক অপবাদের হাত থেকে বাঁচতে কত মেয়ে আত্মগোপন করে গর্ভপাত করছেন। আগে দাই-রা এই গর্ভপাতের কাজটি করতেন। এখন নার্সিংহোমে হয়। কত অবিবাহিত মেয়ে গর্ভপাত করাতে গিয়ে মারা গিয়েছেন, তার হিসাব নেই। তাই নারীকে বাঁচিয়ে রাখতে গর্ভপাতের অধিকার দেওয়াটা জরুরি। গর্ভপাতের ক্ষেত্রে নারী বিবাহিত, না অবিবাহিত; এটা বিবেচ্য হতে পারে না। গর্ভপাতের আইনি অধিকার সব নারীর ক্ষেত্রেই সমান হওয়া উচিত। তাই সর্বোচ্চ আদালত যে রায় দিয়েছে, তাকে পূর্ণ সমর্থন করি।

এই রায়ের ফলে মেয়েদের কী কী সুবিধে হবে? প্রথমত, অবিবাহিত মেয়েরা গর্ভবতী হলে ডাক্তারি সাহায্য নিতে তাঁর কোনও আইনি ভয় থাকবে না। আইনের ভয় দেখিয়ে মোটা টাকা দাবি করা বন্ধ হবে। মেয়েদের প্রেম করা ও বেঁচে থাকাটা অনেক সহজ হবে। অনেকেই ভাবছেন, এই আইন মেয়েদের উচ্ছন্নে যাওয়ার পথে প্ররোচিত করবে। তাঁদের প্রতি সবিনয়ে বলি, প্রেম নারী ও পুরুষের জীবনে স্বাভাবিক ঘটনা। আইন দিয়ে, বা আইনের অভাব দিয়ে, তা কখনও নিয়ন্ত্রণ করা যায়নি।

আমাদের সমাজে অবিবাহিত গর্ভবতী নারী বোঝেন, সামাজিক নিন্দা জিনিসটা কী। আইন তো বাঁচার শেষ হাতিয়ার মাত্র। নারী পরিস্থিতির শিকার, সাধ করে কেউ গর্ভপাত করতে যান না। শুধু আইন নয়, পাশাপাশি সমাজের চোখ আরও বেশি উন্মুক্ত হোক। নারীকে দেওয়া হোক পূর্ণ আকাশের অধিকার।

শাশ্বত কথা

বিভিন্ন প্রকার সাধক

দুই রকমের সাধক দেখা যায়- যেমন, বাঁদরের ছানা এবং বিল্লির ছানা। বাঁদরের ছানা আগে তার মাকে ধরে, পরে তার মা তাকে সঙ্গে করে যেখানে সেখানে নিয়ে বেড়ায়। বেড়ালের ছানা কেবল এক জায়গায় বসে মিউ মিউ করতে থাকে, তার মা যখন যেখানে ইচ্ছা হয় ঘাড়ে ধরে নিয়ে যায়। তেমনি জ্ঞানী বা কর্মী সাধক বাঁদরের ছানার ন্যায় পুরুষকার দ্বারা ঈশ্বরলাভ করতে চেষ্টা করে থাকে। আর ভক্ত সাধকেরা ঈশ্বরকে সকলের কর্তা জ্ঞান করে, তাঁর চরণে বিড়াল-ছানার ন্যায় নির্ভর করে নিশ্চিন্ত হয়ে বসে থাকে।-

— শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ

জন্মদিন

আজকের দিন

যতীন্দ্রনাথ দাস

১৯৪৫ বিশিষ্ট চলচ্চিত্রাভিনেতা জর্জ বেকারের জন্মদিন।
১৯৫৮ বিশিষ্ট হকি খেলোয়াড় হরপ্রীত গিলের জন্মদিন।
১৯৫৯ বিশিষ্ট বক্সার অশোককুমারের জন্মদিন।

কোজাগরী লক্ষ্মী পূর্ণিমা

গোপাল নাথ বাবুল

দুর্গতিনাশিনী দেবী দুর্গার আগমনে আনন্দময় হয়ে ওঠে এ মর্ত্যলোক। বিজয়া দশমীর দিন চিন্ময়ীর বিদায়ে মর্ত্যবাসি স্বভাবত শোকাহত হয়ে পড়েন। দুর্গোৎসব শেষে প্রথম পূর্ণিমা তিথিতে কোজাগরী লক্ষ্মীপূজো মর্ত্যবাসিকে সেই শোক ভোলাতে সহায়ক ভূমিকা পালন করে। তাই নবমীর নিশি যখন দশমীর দিকে গড়ায় তখন বাংলার প্রতিটি সনাতনির ঘরে ঘরে চূড়ান্ত ব্যস্ততা বেড়ে যায়। মর্ত্যবাসি আবার আনন্দে মেতে ওঠেন শ্রী শ্রী লক্ষ্মীপূজোকে ঘিরে। ব্যাপক উৎসাহ ও উদ্দীপনার মধ্য দিয়ে বিভিন্ন মঠ-মন্দির ছাড়াও প্রতিটি সনাতনির ঘরে ঘরে উদযাপিত হয় এ কোজাগরী লক্ষ্মীপূজো। বাংলার ঘরে ঘরে আঁকা হয় চালের গুড়োর আল্পনায় শ্রী শ্রী লক্ষ্মী মায়ের পায়ের চিহ্ন, বিভিন্ন মুদ্রা ও ধানের ছড়ার ছবি। এ আল্পনাগুলো পূজোর মাহাত্ম্য যেমন ব্যাখ্যা করে তেমনি পূজোর আচারের একটা অংশ হয়ে ওঠে।

শাস্ত্রমতে, তিনি ধন-সম্পদের দেবী। তাই ধন-সম্পদের আশায় এদিন সনাতনি নর-নারীরা উপবাস ব্রত পালন করে ফুল, ফল ও মিষ্টি নৈবদ্য দিয়ে আরাধনা করেন লক্ষ্মী মায়ের। শুধু ধন-সম্পদ নয়, তিনি খ্যাতি, জ্ঞান, সাহস, শক্তি জয়, সু-সন্তান, বীরত্ব, বিভিন্ন রত্নরাজি, শস্য, সুখ, বুদ্ধি, সৌন্দর্য, উচ্চভাবনা, নৈতিকতা, সু-স্বাস্থ্য ও দীর্ঘজীবন দান করেন তাঁর ভক্তদের। এককথায় একনিষ্ঠভাবে ও মন দিয়ে মা লক্ষ্মীর আরাধনা করলে মহাশক্তি স্বরূপিনী সকলের সব রকম মঙ্গল ও কল্যাণ বিধান করেন এবং মা লক্ষ্মী সন্তুষ্ট হলে মানুষ সুন্দর ও চরিত্রবান হয়। তাই বর্তমানে সমাজের অসংখ্য অনাচার ও অবিচারের মধ্যেও সমাধানের পথ খুঁজে ফেরা প্রতিনিয়ত সংসারের নানা সমস্যায় জর্জরিত মানুষগুলোর সমাধানের দিশা হতে পারে মা লক্ষ্মীর পূজো। লক্ষ্মীপূজোর একটি অবিচ্ছেদ্য অংশ হলো মা লক্ষ্মীর পাঁচালী পাঠ।

মা লক্ষ্মী শ্রী শ্রী বিষ্ণুর সহধর্মিনী। তাই শ্রী শ্রী বিষ্ণু যখনই সাধুদের রক্ষা ও অসুরদের বিনাশের জন্য পৃথিবীতে আবির্ভূত হন তখনই ভিন্ন ভিন্ন নামে মা লক্ষ্মীও তাঁর সঙ্গী হন। তিনি কখনো বিষ্ণুশক্তি লক্ষ্মী আবার কখনো কমলা বা গজলক্ষ্মী অথবা মহালক্ষ্মী। আবার রূপবৈচিত্রে দেখা যায়, তিনি কখনো দ্বিভুজা আবার কখনো চতুর্ভুজা। তবে সবত্রই তিনি পদ্মাসনা ও পদ্মহস্তা। যা আধ্যাত্মিক পবিত্রতা ও অনাশক্তির প্রতীক। প্রভাতের সূর্যের তেজের মতো তাঁর জ্যোতি। মা লক্ষ্মীর হাতের প্রহরণ অশুভ শক্তিকে বিনাশ করার জন্য শুভ শক্তির প্রতীক। আশ্বিন মাসের পূর্ণিমা তিথিতেই এ কোজাগরী লক্ষ্মীপূজো বা কোজাগরী পূর্ণিমা উদযাপিত হয়।

শব্দগতভাবে 'কোজাগর' থেকেই এসেছে কোজাগরী শব্দটি। কোজাগরী শব্দের অর্থ হলো 'কো জাগতি' অর্থাৎ 'কে জেগে আছো'। সনাতনি ধর্মালম্বীদের বিশ্বাসমতে, দেবী লক্ষ্মী কোজাগরী পূর্ণিমার রাতে মর্ত্যলোকে আবির্ভূত হন। তাই এ পূর্ণিমায় সারারাত জেগে থেকে পূজো, স্তব ও দ্বাদশ নাম জপ করলে মা লক্ষ্মীর আশীর্বাদ পাওয়া যায়। এ রাতে মা লক্ষ্মী মর্ত্যলোকের প্রত্যেকের ঘরে ঘরে গিয়ে 'কে জেগে আছো' ডাক দিয়ে ভক্তদের মনোবাঞ্ছা পূরণ করেন। তাই ব্রতকারীরা সারারাত জেগে থাকেন মা লক্ষ্মীর ডাকের আশায়।

বছরের এ পূজো ছাড়াও প্রতি বৃহস্পতিবার বাংলার সনাতনিদের ঘরে ঘরে মা লক্ষ্মীর পূজো করা হয়। কারণ, বৃহস্পতি মা লক্ষ্মীর প্রতীক, শুভ গ্রহ। তাই বৃহস্পতিবারে মা লক্ষ্মীর পূজো করলে সকল দুঃখ মোচন হয়। আর যদি কোনো বৃহস্পতিবার পূর্ণিমা তিথির মধ্যে পড়ে, তাহলে সেদিন কোনো রমণী উপবাস ব্রত পালন করে মা লক্ষ্মীর পূজো করলে ধন-সম্পদে গৃহ পূর্ণ হয় এবং সকল সমস্যার সমাধান হয়।

প্রচলিত আছে, এক দোলপূর্ণিমার রাতে ব্রহ্মার মানসপুত্র নারদমুনি বৈকুণ্ঠে লক্ষ্মী ও নারায়ণের কাছে গিয়ে মর্ত্যের অধিবাসীদের নানা দুঃখ-বেদনার কথা জানান। নারদমুনি বললেন, মা, মর্ত্যবাসি নানা দুর্গতিতে ভূগছে, অন্নাভাবে ক্ষুধার জ্বালা সহ্য করতে না পেরে অনেকে আত্মহত্যার পথ বেছে নিচ্ছে, কেউ কেউ আবার ক্ষুধার জ্বালা মিঠানোর জন্য প্রাণাধিক সন্তানদেরও বিক্রি করছে। বলো মা, কোনো পাপের ফলে মর্ত্যলোকে এমন দূর্ভিক্ষ নেমে এল ?

উত্তরে মা লক্ষ্মী মানুষের নিজেদের কু-কর্মের ফলকেই এসব দুঃখের কারণ হিসেবে চিহ্নিত করে বলেন, দিনে ও সন্ধ্যাকালে নিদ্রা, অনাচার, ক্রোধ, অহংকার, আলসেমি, ঝগড়া-বিবাদ ও মিথ্যায় ভরে গেছে এ সংসার। নারীগণের উচ্চ হাসি, উচ্চ ভাষা, নারীর ভূষণ লজ্জা ও দয়া-মায়া বিসর্জন, যেখানে সেখানে গমন, সন্ধ্যা এবং ভোরের কাজগুলো তারা ঠিকমতো করে না। অপরদিকে পুরুষেরাও অবহেলা ও সারাদিন ঝগড়া-বিবাদে সময় কাটায়, হিংসা-বিদ্বেষে পরিপূর্ণ হয়ে গেছে তাদের হৃদয়, রসনাতৃপ্তির জন্য তারা অখাদ্য-কুখাদ্য খায়। এসব কারণেই ধরাধামে চলছে দূর্ভিক্ষ।

তবু নারদের অনুরোধে মা লক্ষ্মী মত্যবাসিদের দুঃখ-কষ্ট লাঘবে সম্মত হন এবং সুন্দর বাক্য প্রয়োগে নারদমুনিকে বিদায় জানিয়ে মা লক্ষ্মী পাশে উপবিষ্ট শ্রী শ্রী বিষ্ণুকে জিগ্যেস করলেন, এ অবস্থায় আমার করণীয় কী? উত্তরে বিষ্ণু মর্ত্যলোকে গিয়ে লক্ষ্মীব্রত প্রচারের পরামর্শ দিলেন। অবশেষে মা লক্ষ্মী মর্ত্যলোকে এসে দেখলেন, এক বৃদ্ধা আত্মহননের জন্য প্রস্তুত। মা লক্ষ্মী বৃদ্ধার কাছে তাঁর আত্মহত্যার কারণ জানতে চাইলে বৃদ্ধা জানান, তিনি অবন্তীনগরের ধনেশ্বর নামক এক ধনী বণিকের স্ত্রী। স্বামী মারা যাওয়ার পর তাঁর ছেলেরা বিষয়-সম্পত্তি ও অন্যান্য বিষয় নিয়ে ঝগড়ায় লিপ্ত হয়। সে ঝগড়ায় অতীষ্ট হয়ে তিনি মনের দুঃখে বনে এসেছেন আত্মহত্যার উদ্দেশ্যে।

সব শুনে মা লক্ষ্মী তাঁকে আত্মহত্যা না করে বাড়ি গিয়ে লক্ষ্মীব্রত করার উপদেশ দেন। উপদেশ শুনে বৃদ্ধা বাড়ি ফিরে গিয়ে তাঁর পুত্রবধুদের শ্রী শ্রী লক্ষ্মীর কথা বর্ণনা করলেন। এতে বৃদ্ধার পুত্রবধুরা লক্ষ্মীব্রত করাতেই তাঁদের সব দুঃখ মোচন হয়। ফলে লক্ষ্মীব্রতের কথা অবন্তীনগরে ছড়িয়ে পড়ে।

একদিন অবন্তীনগরের সধবারা মিলে লক্ষ্মীব্রত করছিলেন। এমন সময় শ্রীনগরের এক যুবক বণিক এসে লক্ষ্মীপূজোকে ব্যঙ্গ করতে লাগলেন। তাঁর পাঁচ ভাই এবং অনেক ধন-সম্পদের মালিক্। যুবক বললেন, যাদের ধন-সম্পদ নেই তারাই এ পূজো করে। আমারতো সবই আছে। আমি কেন লক্ষ্মীপূজো করবো ? এতে মা লক্ষ্মী কুপিত হলেন। যুবক বণিক সবকিছু হারিয়ে অবন্তীনগরে ভিক্ষা করতে লাগলেন। একদিন যুবক সধবাদের লক্ষ্মীপূজো করতে দেখে অনুতপ্ত হলেন এবং তাঁর অহংকারের জন্য মা লক্ষ্মীর কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করলেন। মা লক্ষ্মী যুবককে ক্ষমা করে দিয়ে তাঁর সবকিছু ফিরিয়ে দিলেন। এভাবে পৃথিবীতে লক্ষ্মীব্রতের প্রচলন হয়।

আমরা সবাই জানি, মা লক্ষ্মীর বাহন হলো পেঁচক বা প্যাঁচা। পাখি জগতের সবচেয়ে তীক্ষ্ণ শ্রবণ শক্তির অধিকারী আমাদের চিরপরিচিত এ লক্ষ্মীপেঁচা। ধন-সম্পত্তি হোক বা টাকাকড়ি হোক অথবা সাধনধনই হোক, সদাজাগ্রত থেকে তা রক্ষা করতে হয়। আমরা যখন রাতে নিদ্রা যাই, তখন প্যাঁচা রাত জেগে এ সম্পদ পাহারা দেয়। ধান, চাল, অন্ন, খাদ্যশস্য বা ধানের গোলা হলো লক্ষ্মীর প্রতীক। মা লক্ষ্মীর দেওয়া ধন যারা অপব্যয় করে, তাদের প্রতি তিনি অসন্তুষ্ট হন। ধান ক্ষেত ও গোলাঘরের চারদিকেই বাস করে ইঁদুর। ইঁদুর এসব খেয়ে ফেলে এবং অধিকাংশই নষ্ট করে। প্যাঁচার আহার হলো ইঁদুর। তাই প্যাঁচা ইঁদুর খেয়ে ধান, খাদ্যশস্য রক্ষা করে। এজন্য লক্ষ্মীর বাহন প্যাঁচা। পরিশেষে বলা যায়, দেবী লক্ষ্মীর শুভদৃষ্টি বা কৃপাদৃষ্টি যাদের ওপর পড়েছে তারাই চিরকাল থেকেছেন সুখে-সমৃদ্ধিতে। অর্থের অভাব বা কোনো রকম বিপদ তাদের জীবনে কোনো প্রভাব ফেলতে পারেনি। তাই কমবেশি সবাই মা লক্ষ্মীকে মানেন এবং তাঁর বন্দনায় ব্রতী হন।

বিরোধী দলের জোট

যুধিষ্ঠির

বিপক্ষ মনোভাবাপন্ন কিছু রাজনৈতিক দলের একত্রিত হয়ে নির্বাচনে যাওয়াটা আমাদের দেশের কাছে নতুন কিছু নয়। সামনের দু'হাজার চব্বিশ সালের লোকসভা নির্বাচনের আগে এইরকম একটা জোট অত্যাশ্চর্য ঘটনা মোটেই নয়। অতীতে দেখা গেছে বিভিন্ন মতাদর্শের কিছু দলের এক ছাতার নীচে আসার জন্য কয়েকটা কমন মিনিমাম প্রোগ্রাম অর্থাৎ ন্যূনতম অভিন্ন কর্মসূচি ছিল, আশা করি এবারও তা থাকবে। নাহলে শুধুমাত্র কোনো শাসকদলের বিরোধিতা করাটাই কোনো শক্তিশালী জোট তৈরি হওয়ার ভিত্তি হতে পারে কিনা সে প্রশ্ন কিন্তু থেকেই যাবে। অন্য দিকে আবার উগ্র হিন্দুত্বের বিরোধিতা করেই ভোট বৈতরণী পার করার চেষ্টাও আজকের দিনে কতটা ফলপ্রসূ হবে, সেই উত্তরও অজানা।

যাইহোক নতুন জোট তৈরি হলো আইএনডিআইএ অথবা ইন্ডিয়া নামে। এতে ওড়িষার বিজেডি, উত্তর প্রদেশের বিএসপি, তেলেঙ্গানার বিআরএস, পঞ্জাবের অকালি দল ইত্যাদি বিরোধী দলগুলো যোগ দেয় নি। কিন্তু অন্যান্য অনেক দল জোটে সামিল হয়েছে। এখন পর্যন্ত ইন্ডিয়া জোটের তরফে কিন্তু প্রধানমন্ত্রী পদপ্রার্থীর, অর্থাৎ কাকে সামনে রেখে লড়াইটা হবে সেই নাম কিন্তু ঘোষণা হয় নি।

যেহেতু সারা দেশের সবচেয়ে বড় এবং দুই চিরশত্রুর নাম দুটি হচ্ছে বিজেপি আর কংগ্রেস, সুতরাং এই ইন্ডিয়া জোটের তরফে প্রধানমন্ত্রী পদপ্রার্থী হিসেবে নিঃসন্দেহে কংগ্রেসের অবিসংবাদী নেতা রাহুল গান্ধীর নাম সবচেয়ে আগে আসবে (তিনি এখন অনেক পরিণতও)। রাহুলজি হয়তো পশ্চিমবঙ্গের শাসকদলের, বাম দলগুলির আর অন্যান্য কিছু দলের সমর্থনও পেয়ে যাবেন (আমাদের মুখ্যমন্ত্রীও সেই রকমই একটা ইঙ্গিত দিয়েছেন ইন্ডিয়া জোটের বৈঠকে বলেই তো মনে হলো)। কিন্তু এতে বাধ সাধছেন দিল্লি এবং বিহারের মুখ্যমন্ত্রী। বিহারের বর্তমান মুখ্যমন্ত্রী নীতীশকুমারের জোটসঙ্গী এবং রাজ্যের প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী লালুপ্রসাদের আকাঙ্খা মনে হয় নীতীশজি প্রধানমন্ত্রীর গদিতে বসে বিহারের মুখ্যমন্ত্রীর পদটা খালি করে দেবেন, কারণ সেখানে পুত্র বসবেন।

দেখতে পেলাম ব্যাঙ্গালোরে আয়োজিত ইন্ডিয়া জোটের দ্বিতীয় বৈঠকে লালুপ্রসাদ একটা মন্তব্য করে বসলেন ('পশ্চিমবঙ্গে কংগ্রেসিরা আর বামপন্থীরা কেন তৃণমূল কংগ্রেসের প্রতি নাখুশ' গোছের কিছু একটা মন্তব্য)। এই মন্তব্যে কিন্তু কুশীলব তিনটি দলই একটু অস্বস্তিতে পড়ে গিয়েছিল। সেই সঙ্গে লালুজিও বুঝিয়ে দিয়েছিলেন যে তিনি এখনও ভারতের রাজনীতিতে প্রাসঙ্গিক। মন্তব্যটা আকস্মিক হলেও কিন্তু অপ্রাসঙ্গিক নয়। আবার পরে দেখা গেল তিনি তাঁর স্বভাবসিদ্ধ হাস্যরসাত্মক শৈলীতে বিভিন্ন বিবৃতি দিয়ে দেশের রাজনীতিতে ভেসে রয়েছেন।

দিল্লির কেজরিওয়ালজি আপাতত চুপচাপ আছেন, তিনি একজন উচ্চ শিক্ষিত ব্যক্তি, বোধহয় তাঁর ধারণা হয়েছে তাঁর নিজের দলের পাঞ্জাবের মুখ্যমন্ত্রী ভগবন্ত মান ছাড়া আর কেউ তাঁর সঙ্গে নেই। তিনি সাম্প্রতিক অতীতে কিছু বিরোধী শাসিত রাজ্যে ঘুরে এসেছেন, হয়তো আশানুরূপ সাড়া পান নি। আপাতত তিনি দৌড়ে পিছিয়ে রয়েছেন তাতে সন্দেহ নেই, কিন্তু প্রধানমন্ত্রী পদপ্রার্থীকে মনোনীত করার সময় তাঁর মতামতও গুরুত্ব পেতে পারে জোটের মধ্যে। ওদিকে আবার দেখা যাচ্ছে মহারাষ্ট্রের স্ট্রং ম্যান বলে পরিচিত শরদ পওয়ার এখন নিজের দল সামলাতেই ব্যস্ত, তিনিও দৌড়ে পিছিয়ে রয়েছেন সেকথাও বলা যায়। কাজেই হিসেব মতো ফাইনালে এখন দু'জনই রয়েছেন, আর এঁদের প্রত্যেককে সাহায্য করতে একজন করে অতি দক্ষ এবং ক্ষুরধার রাজনৈতিক মস্তিষ্কসম্পন্ন রাজনৈতিক ব্যক্তিত্বও রয়েছেন, এবারের নির্বাচনে সেটাই কিন্তু লড়াই জমিয়ে দেবার জন্য যথেষ্ট।

আরেকটা কথা, সাধারণভাবে এই ধরনের জোট তখনই সফল হয় যখন সরকার বেশি মাত্রায় জনপ্রিয়তা হারিয়ে ফেলে (যেমন সত্তরের দশকে জরুরি অবস্থার সময় দেখা গিয়েছিল), বর্তমানে ঠিক সেই রকম পরিস্থিতির উদ্ভব হয়েছে কিনা সেটার বিচারটা সাধারণ মানুষের ওপরই ছাড়তে হবে। আবার অন্যদিকে রাজনৈতিক জোটের কিন্তু একটা অসুবিধেও থাকে। কারণ প্রত্যেক রাজ্যে কিছু সংখ্যক সরকার বিরোধী অথবা বলা চলে প্রশাসন বিরোধী ভোট থাকবেই। প্রশ্ন হলো সেই প্রশাসন বিরোধী ভোটগুলো (যাকে বলা হয় অ্যান্টি ইনকাম্বেসি ভোট) কোথায় যাবে। যেমন কেরলের কথা ধরা যাক। কেরলের প্রধান দুই যুযুধান শক্তি হলো কংগ্রেস আর বামফ্রন্ট। জোটের নীতি মেনে যদি এই দুই শক্তি একজোট হয়ে ভোটের ময়দানে নামে, তবে প্রশাসন বিরোধী ভোটগুলো (যত অল্পই হোক না কেন) অন্য কোনো দল বা প্রার্থীর বাক্সে চলে যেতেই পারে। সেক্ষেত্রে বেড়ালের ভাগ্যে দুই একটা শিকে ছিঁড়বে না সেকথা কে বলতে পারে। অথচ আলাদা লড়াই হলে হয়তোবা সেই রাজ্যের মোট কুড়িটি আসনের সবকটিতে এই দুই দলই জয়লাভ করত, যেমন হয়েছে এত দিন ধরে।

আমাদের রাজ্যের ব্যাপারটা একটু অন্য রকম। এখানে ইন্ডিয়া জোটের খবর প্রকাশ হওয়া মাত্র প্রায় একটা মিনি বিদ্রোহ দেখা গেল প্রদেশ কংগ্রেসের একাংশের মধ্যে। সেই দলের এক আইনজীবী নেতা (যিনি কিছু দিন আগে গ্রেফতার হয়েছিলেন) প্রতিবাদে মুখর হয়ে উঠেছিলেন। অবশ্য তাঁর সঙ্গে কতজন কর্মী সমর্থক ছিলেন বা আছেন তা জানা নেই। সুতরাং এই দলটির অবস্থা এখন মনে হয় শ্যাম রাখি না কুল রাখি। বামেদের জোটের বৈঠকের পর

থেকে জোটের সমর্থনে খুব বেশি কথা বলতে শোনা যায় নি, অন্তত এই রাজ্যে। এখন দেখা যাচ্ছে তাঁদের অনেকে বলছেন তাঁরা নাকি মোটেই জোটের পক্ষপাতি নন। যাই হোক মনে হয় ইন্ডিয়া জোটের পরবর্তী বৈঠকগুলোতে তাঁদের অবস্থান আরও পরিষ্কার হবে। তবে একটা বিষয় স্পষ্ট, পশ্চিমবঙ্গে গত পঞ্চায়েত নির্বাচনের পরে ওঠা অভিযোগগুলোই কিন্তু ফ্যাক্টর।

তবে আপাতত নির্বাচনের কথা মাথায় রেখে সব দলের তরফেই ঘুঁটি সাজানো শুরু হয়েছে একথা অনঃস্বীকার্য (যেটাকে অনেকেই বলেন অ্যাডভান্স অ্যাকশন অথবা প্রাথমিক কাজ)। এই ব্যাপারে স্বাভাবিক নিয়মেই সাধারণ মানুষের মনোযোগ প্রথমেই পড়েছে কেন্দ্রীয় শাসকদল বিজেপির দিকে। এই দলটির আভ্যন্তরীণ স্ট্র্যাটেজি কিন্তু বিশেষ কোনো এক জন মানুষের ওপর নির্ভরশীল নয় (এখানে জনপ্রিয়তার কথা বলা হচ্ছে না)। মনে হয় এঁরা ভালোই জানেন অপারেশন লোটাস ইত্যাদি কর্মসূচি ভোট যুদ্ধে জয়লাভ করতে কাজে লাগে না, নির্বাচনে শেষ কথা বলেন সাধারণ মানুষ। বলাই বাহুল্য সাধারণ মানুষের মন জয় করতে সব দলের পক্ষেই চেষ্টা চালিয়ে যাওয়াটাই প্রত্যাশিত এবং স্বাভাবিক। এবারের কেন্দ্রীয় বাজেটে এর প্রতিফলন কিছুটা হলেও দেখতে পেয়েছি। আবার সব রাজ্যের লড়াই কিন্তু একই অস্ত্র দিয়ে লড়া যায় না। বলা চলে দিল্লিতে বা মহারাষ্ট্রে সেসব অস্ত্র ব্যবহার করা সম্ভব,পশ্চিমবঙ্গ বা বিহারের ক্ষেত্রে হয়তো সেই অস্ত্র চলবে না, কারণ এই দুই রাজ্যে অতি দক্ষ রাজনীতিবিদরা আছেন। আবার অন্যান্য রাজ্যে হয়তো দেখা যাবে অন্য অস্ত্রের প্রয়োগ হচ্ছে, জানা নেই।

মোদ্দা কথা হলো শীর্ষে থাকা রাজনীতিবিদরা কিন্তু সবাই সবাইকে চেনেন, এবং জানেন। নির্বাচনের আগে সবাই হয়তোবা শত্রুর সংখ্যা কমিয়ে দেওয়ার চেষ্টা করবেন, সেটাই স্বাভাবিক। কারণ ঢিল ছুঁড়ে পাটকেল খেতে কেই বা চান। আবার বড় রাজনৈতিক ব্যক্তিত্বরা কোন পথে কি ভাবে আক্রমণ বা প্রতি আক্রমণ করবেন সেকথাও সাধারণ মানুষের কাছে দুর্বোধ্য। তবে একটা কথা বলা যায়, কেউই কিন্তু নিজেদের হাতের তাস এখনই দেখাবেন না। সেজন্য আমাদের অপেক্ষা করতে হবে আগামী লোকসভা নির্বাচন পর্যন্ত।

লেখা পাঠান

সময়োপযোগী উত্তর সম্পাদকীয় লেখা পাঠান। যে কোনও বিষয়ে আপনার মতামত বা অভিযোগ জানিয়ে পাঠান চিঠিপত্র। অবশ্যই Unicode-এ টাইপ করে পাঠাতে হবে।

email : dailyekdin1@gmail.com

রেশন দুর্নীতি কাণ্ডে গ্রেপ্তার মন্ত্রী

মন্তেশ্বরে গ্রামের বাড়িতে নামে, বেনামে প্রচুর সম্পত্তি থাকার অভিযোগ বিরোধীদের

নিজস্ব প্রতিবেদন, পূর্ব বর্ধমান: রেশন দুর্নীতি কাণ্ডে রাজ্যের প্রাক্তন খাদ্যমন্ত্রী তথা বর্তমান বনমন্ত্রী জ্যোতিপ্রিয় মল্লিককে গ্রেপ্তার করেছে ইডি। জ্যোতিপ্রিয় মল্লিক গ্রেপ্তার হওয়ার পরই মন্ত্রীর গ্রামের বাড়ি পূর্ব বর্ধমান জেলার মন্তেশ্বরের পূর্ব খ াঁপুরে গ্রামের বাড়ি শুক্রবার সকাল থেকে পুরোপুরি শুনশান। গ্রামে নামে, বেনামে প্রচুর সম্পত্তির রয়েছে মন্ত্রী ও তাঁর পরিবারের নামে বলে অভিযোগ তুলেছে বিরোধীরা। পূর্ব খাঁপুরে গ্রামে রয়েছে মন্ত্রীর বিলাশবহুল একটি বাড়ি। গোটা বাড়িটি সিসিটিভি ক্যামেরায় মোড়া। মন্ত্রীর বাড়ি লাগোয়া রয়েছে রেশন দোকান। ওই রেশন দোকানটি তাঁর এক ভাইয়ের নামে বলে জানা গিয়েছে।

স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে, মন্ত্রী তাঁর প্রভাব খাটিয়ে নিজের পরিবারের সদস্যদের নামেও রেশন দোকান সহ বিভিন্ন সুযোগ সুবিধা পাইয়ে দিয়েছেন। সেই সঙ্গে গ্রামে তাঁর পরিবারের প্রচুর স্থাবর, অস্থাবর সম্পত্তি রয়েছে বলে অভিযোগ বিরোধীদের। মন্তেশ্বরের বামুনপাড়া এলাকায় একটি আইআইটি কলেজ রয়েছে মন্ত্রীর ভাইয়ের নামে। ওই কলেজটি কয়েক বিঘা জমিতে তৈরি করা হয়েছে। কেন্দ্রীয় এজেন্সির হানা দেওয়ার পরই ওই কলেজের সাইনবোর্ডটি রঙ দিয়ে মুছে দেওয়া হয়েছে। অভিযোগ, জ্যোতিপ্রিয় মল্লিকের পরিবারের অতীতে যত সম্পত্তি ছিল, মন্ত্রী হওয়ার পর তাঁর ও পরিবারের সম্পত্তির পরিমাণ বহু গুণ বৃদ্ধি পেয়েছে।

এলাকা সূত্রে খবর, মন্ত্রী নিজের গ্রামেও মন্ত্রিত্বের প্রভাব খাটাতেন। মন্ত্রীর ভয়ে পূর্ব খাঁপুরে সহ আশপাশের গ্রামের মানুষ এতটাই ভীত যে এদিন সংবাদ মাধ্যমের সামনে তাঁরা কিছু বলতে চাননি বলে দাবি।

এলাকা দখলের লড়াইয়ে তৃণমূলের গোষ্ঠীদ্বন্দ্বে উত্তপ্ত ইসলামপুর ব্লকের কামারগছ

নিজস্ব প্রতিবেদন, রায়গঞ্জ: তৃণমূলের দুই গোষ্ঠীর সংঘর্ষে ফের উত্তপ্ত এলাকা। ঘটনাটি ঘটেছে এদিন সকালে উত্তর দিনাজপুর জেলার ইসলামপুর ব্লকের কমলাগাঁও সুজালি গ্রাম পঞ্চায়েতের কামারগছ এলাকায়। সংঘর্ষের ঘটনায় ছুরির আঘাতে আহত তৃণমূলের পঞ্চায়েত সদস্যের স্ত্রী সহ আরও এক ব্যক্তি। এই ঘটনায় এলাকায় উত্তেজনা ছড়িয়ে পড়ে।

জানা গিয়েছে, দীর্ঘদিন ধরেই আব্দুল হক ও জাহিদুল রহমানের মধ্যে এলাকা দখল নিয়ে এই দুই গোষ্ঠীর মধ্যে ঝামেলা চলছে। অভিযোগ বৃহস্পতিবার সকালে স্থানীয় পঞ্চায়েত সদস্যর বাড়িতে জোর করে টাকা আদায় করতে যায় জাহিদুল রহমানের গোষ্ঠীর লোকজন। টাকা দিতে রাজি না হওয়ায় পঞ্চায়েত সদস্যর স্ত্রীর ওপর ছুরি দিয়ে চড়াও হয় জাহিদুল রহমানের লোকজন। এই ঘটনায় দুই পক্ষের মধ্যে সংঘর্ষ বাধে। ঘটনায় জখম হয় স্থানীয় পঞ্চায়েত সদস্যের স্ত্রী আঞ্জুমা খাতুন সহ আরও এক। জখমদের উদ্ধার করে ইসলামপুর মহকুমা হাসপাতালে নিয়ে আসা হয় চিকিৎসার জন্য। অন্যদিকে ঘটনার খ বর পেয়ে ঘটনাস্থলে ছুটে যায় ইসলামপুর থানার পুলিশ। পুলিশ ঘটনাস্থলে গিয়ে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনে। বর্তমানে এলাকা থমথমে রয়েছে।

তৃণমূল কংগ্রেসের জেলা সভাপতি কানাইয়ালাল আগরওয়াল জানিয়েছেন, ‘ঘটনার সঙ্গে গোষ্ঠীদ্বন্দ্বের কোনও সম্পর্ক নেই। এই ঘটনার সহেঘ জড়িতদের গ্রেপ্তার করার জন্য প্রশাসনকে বলা হয়েছে।’

Maharaja Manindra Chandra B. Ed College

VILL+ P. O.+ P.S. - Sagarpara, Dist. Murshidabad, Pin - 742306 W. B website -www.mmcbedcollege.co.In

Wanted urgent application for Assistant professor of B. Ed. course for the following post (qualification & experience as prescribed by NCTE) (i) Physical Science (ii) Mathematic (iii) Political Science (iv) Commerce (v) Hindi salary & pay scale as per NCTE & state govt. norms. Please submit your resume with all testimonials within 7 days to the above address of Maharaja Manindra Chandra B. Ed College through email maharajamanindrachandrabed15@gmail.com, mobile no. 8001362158/ 9732577224

ফর্ম নং আইএনসি-২৬

[২০১৪ সালের কোম্পানি (ইনকর্পোরেশন) রুলসের রুল ৩০ সংস্থান অধীনে]

কোম্পানির রেজিস্টার্ড অফিস এক রাজ্য থেকে অন্য রাজ্যে স্থানান্তরের নিমিত্ত সংবাদপত্রে প্রজ্ঞাপন

কেন্দ্রীয় সরকার, (রিজিওনাল ডিরেক্টর) ইস্টার্ন রিজিওন সমীপে

২০১৩ সালের কোম্পানি আইনের ১৩ ধারার (৪) উপধারা এবং ২০১৪ সালের কোম্পানি (ইনকর্পোরেশন) রুলসের রুল ৩০ এর সাব-রুল (৫) এর ক্লজ (এ) সম্পর্কিত

এবং

আরএসবি গ্লোবাল প্রাইভেট লিমিটেড রেজিস্টার্ড অফিস ৭/১এ/১, ড. ইউ এন. ব্রহ্মচারী স্ট্রিট, শেকসপীয়র সরণি, কলকাতা, পশ্চিমবঙ্গ ৭০০০১৭ সম্পর্কিত

....দরখাস্তকারী

এতদ্বারা সাধারণের উদ্দেশ্যে বিজ্ঞাপিত হচ্ছে, ২৯ আগস্ট ২০২৩ তারিখে অনুষ্ঠিত কোম্পানির অতিরিক্ত সাধারণ সভায় গৃহীত বিশেষ প্রস্তাব অনুযায়ী কোম্পানির মেমোরান্ডাম অব অ্যাসোসিয়েশনের পরিবর্তনক্রমে ‘‘পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য’’ থেকে ‘‘ঝাড়খন্ড রাজ্যে’’ কোম্পানির রোজস্টার্ড অফিস স্থানান্তর নিমিত্ত ২০১৩ সালের কোম্পানি আইনের ১৩ ধারাধীনে কেন্দ্রীয় সরকার সমীপে এক আবেদন দাখিলের প্রস্তাব করেছে।

যেকোনও ব্যক্তির সংশ্লিষ্ট কোম্পানির রেজিস্টার্ড অফিস প্রস্তাবিত পরিবর্তনের কারণে স্বার্থ ক্ষুন্ন হওয়ার আশঙ্কা থাকলে বিনিয়োগকারীগণের অভিযোগের ফর্ম পূরণ সাপেক্ষে এমসিএ-২১ পোর্টাল (www.mca.gov.in) বা রেজিস্টার্ড ডাকে স্বার্থের ধরন এবং হলফনামা দ্বারা সমর্থিত মতে আপত্তির কারণ সম্বলিত নোটিশ এই বিজ্ঞপ্তি প্রকাশের চৌদ্দদিনের মধ্যে রিজিওনাল ডিরেক্টর (ইস্টার্ন রিজিওন) কর্পোরেট বিষয়ক মন্ত্রক ঠিকানা ‘‘রিজিওনাল ডিরেক্টর-এর অফিস, নিজাম প্যালেস, ২য় এমএসও বিল্ডিং, ৪র্থ তল, ২৩৪/৪ আচার্য জগদীশ চন্দ্র বোস রোড, কলকাতা- ৭০০০২০, পশ্চিমবঙ্গ’’ ঠিকানায় নোটিশ পাঠাতে পারেন, একটি কপি অবেদনকারী কোম্পানির নিম্নোক্ত রেজিস্টার্ড অফিসে পাঠাতে হবে :

৭/১এ/১, ড. ইউ এন. ব্রহ্মচারী স্ট্রিট, শেকসপীয়র সরণি, কলকাতা, পশ্চিমবঙ্গ ৭০০০১৭

দরখাস্তকারীর পক্ষে

তারিখ : ২৮.১০.২০২৩ নিশীত বেহেরা

স্থান : কলকাতা ডিরেক্টর

ফর্ম নং আইএনসি-২৬

[২০১৪ সালের কোম্পানি (ইনকর্পোরেশন) রুলসের রুল ৩০ সংস্থান অধীনে]

কোম্পানির রেজিস্টার্ড অফিস এক রাজ্য থেকে অন্য রাজ্যে স্থানান্তরের নিমিত্ত সংবাদপত্রে প্রজ্ঞাপন

কেন্দ্রীয় সরকার, (রিজিওনাল ডিরেক্টর) ইস্টার্ন রিজিওন সমীপে

২০১৩ সালের কোম্পানি আইনের ১৩ ধারার (৪) উপধারা এবং ২০১৪ সালের কোম্পানি (ইনকর্পোরেশন) রুলসের রুল ৩০ এর সাব-রুল (৫) এর ক্লজ (এ) সম্পর্কিত

এবং

হ্যাপি ব্রিক বিল্ডিং প্রাইভেট লিমিটেড রেজিস্টার্ড অফিস ৭/১এ/১, ড. ইউ এন. ব্রহ্মচারী স্ট্রিট, শেকসপীয়র সরণি, কলকাতা, পশ্চিমবঙ্গ ৭০০০১৭ সম্পর্কিত

....দরখাস্তকারী

এতদ্বারা সাধারণের উদ্দেশ্যে বিজ্ঞাপিত হচ্ছে, মঙ্গলবার ২৯ আগস্ট ২০২৩ তারিখে অনুষ্ঠিত কোম্পানির অতিরিক্ত সাধারণ সভায় গৃহীত বিশেষ প্রস্তাব অনুযায়ী কোম্পানির মেমোরান্ডাম অব অ্যাসোসিয়েশনের পরিবর্তনক্রমে ‘‘পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য’’ থেকে ‘‘ঝাড়খন্ড রাজ্যে’’ কোম্পানির রোজস্টার্ড অফিস স্থানান্তর নিমিত্ত ২০১৩ সালের কোম্পানি আইনের ১৩ ধারাধীনে কেন্দ্রীয় সরকার সমীপে এক আবেদন দাখিলের প্রস্তাব করেছে।

যেকোনও ব্যক্তির সংশ্লিষ্ট কোম্পানির রেজিস্টার্ড অফিস প্রস্তাবিত পরিবর্তনের কারণে স্বার্থ ক্ষুন্ন হওয়ার আশঙ্কা থাকলে বিনিয়োগকারীগণের অভিযোগের ফর্ম পূরণ সাপেক্ষে এমসিএ-২১ পোর্টাল (www.mca.gov.in) বা রেজিস্টার্ড ডাকে স্বার্থের ধরন এবং হলফনামা দ্বারা সমর্থিত মতে আপত্তির কারণ সম্বলিত নোটিশ এই বিজ্ঞপ্তি প্রকাশের চৌদ্দদিনের মধ্যে রিজিওনাল ডিরেক্টর (ইস্টার্ন রিজিওন) কর্পোরেট বিষয়ক মন্ত্রক ঠিকানা ‘‘রিজিওনাল ডিরেক্টর-এর অফিস, নিজাম প্যালেস, ২য় এমএসও বিল্ডিং, ৪র্থ তল, ২৩৪/৪ আচার্য জগদীশ চন্দ্র বোস রোড, কলকাতা- ৭০০০২০, পশ্চিমবঙ্গ’’ ঠিকানায় নোটিশ পাঠাতে পারেন, একটি কপি অবেদনকারী কোম্পানির নিম্নোক্ত রেজিস্টার্ড অফিসে পাঠাতে হবে :

৭/১এ/১, ড. ইউ এন. ব্রহ্মচারী স্ট্রিট, শেকসপীয়র সরণি, কলকাতা, পশ্চিমবঙ্গ ৭০০০১৭

দরখাস্তকারীর পক্ষে

তারিখ : ২৮.১০.২০২৩ সঞ্জয় রামদাস পিললে

স্থান : কলকাতা ডিরেক্টর

রোগী মৃত্যুতে হাসপাতালের বিরুদ্ধে অবহেলার অভিযোগ

নিজস্ব প্রতিবেদন, হুগলি: রোগী মৃত্যুকে কেন্দ্র করে উত্তেজনা ছড়াল চন্দননগর হাসপাতালে। ঘটনাটি ঘটেছে বৃহস্পতিবার রাতে ফেলু বারিক নামে এক প্রৌঢ়ের মৃত্যুকে কেন্দ্র করে। শুক্রবার সকালে হাসপাতালের সুপারের কাছে এই বিষয়ে লিখিত অভিযোগ জানান মৃতের মেয়ে। সুপার তদন্তের আশ্বাস দিয়েছেন।

পরিবার সূত্রে খবর, বুকে যন্ত্রণা নিয়ে বুধবার দুপুরে চন্দননগর হাসপাতালে ভর্তি করা হয় ফেলু বারিককে। হাসপাতাল থেকে কিছু ওষুধ দেওয়া হয় তাঁকে। বৃহস্পতিবার রাতে হঠাৎই রোগীর অবস্থার অবনতি হয়। পরিবারের অভিযোগ, কর্তব্যরত নার্স এবং চিকিৎসককে ডাকলেও তাঁরা আসেননি। তারপরেই রোগীর মৃত্যু হলে উত্তেজনা ছড়ায়। হাসপাতালে আসে পুলিশ। পুলিশের সামনেই তর্কে জড়িয়ে পড়েন চিকিৎসক ও বৃদ্ধের বাড়ির লোকজন। শুক্রবার হাসপাতাল সুপারের কাছে লিখিত অভিযোগ জানান মৃতের পরিবার।

বৃদ্ধের মেয়ে দেবীকা সাহা বলেন, ‘বাবাকে ভর্তি করার পর চিকিৎসক দেখেননি। যখন অবস্থা খারাপ হয়ে যায় তখন ডাকলেও পাওয়া যায়নি।’ হাসপাতাল সুপার ধ্যানব্রত মণ্ডল বলেন, ‘ঘটনা শোনার পরই প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নিতে বলা হয়েছে। পর্যাপ্ত পরিমাণে চিকিৎসক এবং চিকিৎসা কর্মীরা কর্মরত ছিলেন। যে ঘটনাটি ঘটেছে সেটি খুবই দুঃখ জনক।’

মহিলার সোনার দুল ছিনতাইয়ের অভিযোগ

নিজস্ব প্রতিবেদন, চুঁচুড়া: প্রকাশ্যে কান ছিঁড়ে মহিলার সোনার দুল ছিনতায়ের অভিযোগ উঠল হুগলির চুঁচুড়ায়। স্থানীয় ও পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, শ্রীরামপুর থেকে কাজ সেরে চুঁচুড়া সিংহি বাগানে বাড়ি ফিরছিলেন রূপা ঘোষ।

চুঁচুড়া স্টেশনের তিন নম্বর প্ল্যাটফর্মে নেমে সোজা অটো স্ট্যান্ডে যান। অভিযোগ, সেখানে একটি খাবারের দোকানে বাড়ি ফেরার সময় হঠাৎই এক যুবক বাইকে করে তাঁর পিছু নেয়। বিদ্যাভবন স্কুলের কাছে পৌঁছতেই পিছন থেকে মহিলার দুই কানের দু’টি দুল ছিঁড়ে নিয়ে চম্পট দেয় দুষ্কৃতী। মহিলার চিৎকার চেঁচামেচিতে ছুটে যান স্কুলের পাশে থাকা বেশ কয়েকজন অভিভাবক। রক্তাক্ত অবস্থায় রূপাকে উদ্ধার করে হাসপাতালে পাঠায়। সেখানে প্রাথমিক চিকিৎসার পর চুঁচুড়া থানায় অভিযোগ দায়ের করেন মহিলা। মহিলা অভিযোগ করেন, ‘শ্রীরামপুর থেকে বাড়ি ফিরছিলাম। ছেলেটা বাইক নিয়ে এসে আমার সামনে দাঁড়ায়। আমি গুরুত্ব না দিয়ে এগিয়ে যেতে থাকি। তখনই পিছন দিক থেকে আমার দু’কানের দু’টি দুল ছিঁড়ে নিয়ে বাইকে চেপে চম্পট দেয় দুষ্কৃতী।’ একটি জনবহুল এলাকায় সকাল আটটায় এরকম ঘটনা ঘটায় নিরাপত্তার অভাব বোধ করছেন এলাকাবাসীরা। চুঁচুড়া থানায় অভিযোগ দায়ের করা হয়েছে। আশপাশের সিসিটিভি ফুটেজ থেকে দুষ্কৃতীকে চিহ্নিত করার চেষ্টা চলছে।

স্বামী প্রণবানন্দ ভাব প্রচার পরিষদের উদ্যোগে মাতৃ জাগরণ ও বিজয়া সম্মেলন

নিজস্ব প্রতিবেদন, বাঁকুড়া: স্বামী প্রণবানন্দ ভাবপ্রচার পরিষদের উদ্যোগে বাঁকুড়া জেলার কোতুলপুর ব্লকের বাগরোল যোলোয়ানা গ্রামে মা দূর্বাসিনী ও কাশীনাথ দেবের মন্দির এলাকায় বিজয়া দশমী উপলক্ষে মাতৃ জাগরণ ও বস্ত্র বিতরণী সভার আয়োজন করা হয়। ভারত সেবাশ্রম সঙ্ঘের প্রতিষ্ঠাতা স্বামী প্রণবানন্দজি মহারাজের মহাভাবকে পাথেয় করে এই প্রত্যন্ত গ্রামে মায়েদের মধ্যে মাতৃত্ব ভাবের জাগরণ ও ২০০ জন দুঃস্থ মায়েদের হাতে বস্ত্র, আলতা, সিঁদুর এবং বিজয়ার মিষ্টি তুলে দেওয়া হয়। এছাড়া স্থানীয় ৪০ জন বিশিষ্ট গুণীজনের হাতে স্বামী প্রণবানন্দজি মহারাজের প্রতিকৃতি তুলে দেওয়া হয়। অনুষ্ঠানে স্বামী প্রণবানন্দ ভাব প্রচার পরিষদের কর্মকর্তাদের সঙ্গে খাতড়া আশ্রমের সন্ন্যাসী স্বামী জিতেন্দ্রিয়ানন্দ ও রানিবাঁধ আশ্রমের সন্ন্যাসী স্বামী জগদানন্দজি, স্থানীয় কোতুলপুর গ্রাম পঞ্চায়েত প্রধান প্রিয়া কৈর্বত্য ঘোষাল সহ বহু বিশিষ্ট মানুষ উপস্থিত ছিলেন।

কাঁকসায় সাব মার্সিবল পাম্প বসানোর কাজের উদ্বোধন

নিজস্ব প্রতিবেদন, কাঁকসা: এলাকাবাসীর দাবি মেনে শুক্রবার দুপুর ১২টা নাগাদ কাঁকসার ত্রিলোকচন্দ্রপুর গ্রাম পঞ্চায়েতের অন্তর্গত কাঁকসার প্রয়াগপুরে সাব মার্সিবল পাম্প বসানোর কাজের উদ্বোধন করা হয়। এদিন কাঁকসা ত্রিলোকচন্দ্রপুর গ্রাম পঞ্চায়েতের আর্থিক সহযোগিতায় প্রায় লক্ষাধিক টাকা ব্যয়ে প্রয়াগপুর কালীমাতা সংঘ ক্লাবের সামনে পানীয় জলের জন্য সাব মার্সিবল পাম্প বসানোর কাজের উদ্বোধন করা হয়। এদিন অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন কাঁকসা ত্রিলোকচন্দ্রপুর গ্রাম পঞ্চায়েতের প্রধান স্বপ্না বাগদি ও উপপ্রধান প্রসেনজিৎ ঘোষ সহ এলাকার বিশিষ্টজনরা। স্থানীয়রা জানিয়েছেন, দীর্ঘদিন ধরে তীব্র জলকষ্ট দেখা দিয়েছিল। গ্রামের মানুষ এই বিষয়ে পঞ্চায়েতের দারস্থ হলে তারা দ্রুত পানীয় জলের জন্য সাব মার্শিবলের ব্যবস্থা করে। দ্রুত এলাকায় পানীয় জলের সমস্যা মিটতে চলায় খুশি গ্রামের মানুষ।

দলিল হারিয়েছে

মূল হস্তান্তর স্বত্ব দলিল তারিখ ২৭.০৩.১৯৯৭, সংশ্লিষ্ট **ফ্ল্যাট/ইউনিট নং ২০২, তিন তলায়, বিল্ডিং নং - বি-০২, টাইপ ‘বি’,** পরিমাণ আনুমানিক এরিয়া **৬৩৯ বর্গফুট** সুপার বিল্ট আপ এরিয়া কমবেশি অবস্থিত বারাকপুর ট্রাঙ্ক রোড,মৌজা-পানিহাটি ভবানীপুর, এবং সুখচর, হোল্ডিং নং ২৯এফ, পানিহাটি, থানা-খড়দা, ওয়ার্ড নং ৩, পানিহাটি পুরসভা অধীন, জেলা- উত্তর ২৪ পরগনা জ্ঞান পদ ঘোষ এবং নীতু ঘোষ এর অনুকূলে সম্পাদিত। উক্ত দলিল যথাযথভাবে রেজিস্ট্রিকৃত এডিএসআর অফিস বারাকপুরে এবং নথিভুক্ত বুক নং ১, ভুল্যুম নং ৪৩, পৃষ্ঠা ৫৩ থেকে ৭০, দলিল নং **১৭৫১-১৯৯৭** সালের অনুযায়ী হারিয়ে গিয়েছে। সংশ্লিষ্ট বিষয়ে আমার মক্কেল প্রণীতা দাশগুপ্ত ফুলবাগান থানায় সাধারণ ডায়েরি নং **জি ডি ই নং ১৭৫১** তারিখ **২৭.১০.২০২৩** দাখিল করেছেন। উক্ত দলিল কোনও ব্যাঙ্কে বন্ধকদত্ত নেই। আমার মক্কেল সংশ্লিষ্ট দলিল অধীনে সম্পত্তি এসবিআই টিটাগড় শাখায় (কোড ০০৪৭২৭) বন্ধক রেখে ঋণসুবিধাদি পেতে আগ্রহী। কোনও ব্যক্তি উক্ত দলিল পেয়ে থাকলে অথবা কোনও দাবি থাকলে এই বিজ্ঞপ্তি প্রকাশের তারিখ থেকে ১৫ দিনের মধ্যে জানাতে পারেন, অন্যথায় পরবর্তীতে কোনও দাবি গ্রাহ্য হবে না।

রীতু হেলা
অ্যাডভোকেট
বারাকপুর কোর্ট
মোবাইল নং : ৯৭৪৮৮৫৬৮০৪

NOTICE

In The Court Of Learned R.D. Court. District Judges Court, At Midnapore
Ref:. Mat Suit No-29/2022
U/S-13 of Hindu Marriage Act
IN the Matter Of
1. Sri. Prasenjit Singha, S/O-Manindra Nath Singha, Babaji goli, Midnapore. P.O-Midnapore, P.S.-Kotwali, Paschim Midnapore-721101. **..............Petitioner.**
V/S.
1. **Smt. Jolly Bhowmik (Singha)** W/O-Prasenjit Singha, D/O-Bimal Bhowmik. Vill+P.O- Keshiapata. P.S.- Sankrail, Jhargram- 721135. **......O.P/Respondent.**

To,
Smt. Jolly Bhowmik (Singha) W/O-Prasenjit Singha D/O- Bimal Bhowmik of Vill + P.O- Keshiapata, P.S- Sankrail, Jhargram- 721135. I, would like to inform you that **Mat Suit No- 29/2022 U/S-13 H.M. Act.** is pending before the Ld. A.D.J. R.D. Court, at Midnapore Judges Court, Midnapore filed by Sri. Prasenjit Singha against you in the above named case and prayed for Divorce. If you have any objection then appear before the learned Court personally or through Lawyer within one month of this paper publication of this Notice in the news paper failing which the Case will be heard in accordance with the provision of Law.

By Bench Clerk.
Durgapada Jana
Ld. A.D.J, R.D. Court,
Midnapore, Paschim Midnapore.

ডব্লুপিআইএল লিমিটেড

CIN: L36900WB1952PLC020274
রেজিস্টার্ড অফিস: ট্রিনিটি প্লাজা, ৪র্থ তল, ৮২/১এ, তপসিয়া রোড, (দক্ষিণ) কলকাতা-৭০০ ০৪৬

বিজ্ঞপ্তি

সেবি (লিস্টিং অবলিগেশনস্ অ্যান্ড ডিসক্লোজার রিকোয়ারমেন্টস) রেগুলেশনস্, ২০১৫ -র রেগুলেশন ৪৭(১)(এ) -এর সঙ্গে পঠিত রেগুলেশন ২৯(২) অনুসারে এতদ্দ্বারা বিজ্ঞপ্তি প্রদান করা হচ্ছে যে, কোম্পানির পরিচালন পর্ষদের সভা শুক্রবার, ৩ নভেম্বর, ২০২৩ তারিখে অনুষ্ঠিত হবে, যেখানে অন্যান্য বিষয়ের মধ্যে ৩০ সেপ্টেম্বর, ২০২৩ তারিখে সমাপ্ত ত্রৈমাসিকের জন্য কোম্পানির অনিরীক্ষিত আর্থিক ফলাফল বিবেচনা, অনুমোদন এবং নথিভুক্ত করা হবে, বিষয়টি বিধিবদ্ধ নিরীক্ষক দ্বারা সীমিত পর্যালোচনা সাপেক্ষে এবং ২০২৩-২০২৪ অর্থবর্ষের জন্য অন্তর্বর্তীকালীন লভ্যাংশের সুপারিশ বিবেচনা করা যেতে পারে।

উক্ত নোটিস স্টক এক্সচেঞ্জের ওয়েবসাইট **www.bseindia.com** এবং কোম্পানির ওয়েবসাইট **https://www.wpil.co.in/investor-services.php** -তেও পাওয়া যাবে।

ডব্লুপিআইএল লিমিটেড-এর পক্ষে
স্বা/-
ইউ. চক্রবর্তী
জেনারেল ম্যানেজার (ফিনান্স) এবং কোম্পানি সেক্রেটারি

স্থান: কলকাতা
২৭ অক্টোবর, ২০২৩

ফর্ম নং আইএনসি-২৬

[২০১৪ সালের কোম্পানি (ইনকর্পোরেশন) রুলসের রুল ৩০ সংস্থান অধীনে]

কোম্পানির রেজিস্টার্ড অফিস এক রাজ্য থেকে অন্য রাজ্যে স্থানান্তরের নিমিত্ত সংবাদপত্রে প্রজ্ঞাপন

কেন্দ্রীয় সরকার (রিজিওনাল ডিরেক্টর) ইস্টার্ন রিজিওন সমীপে

২০১৩ সালের কোম্পানি আইনের ১৩ ধারার (৪) উপধারা এবং ২০১৪ সালের কোম্পানি (ইনকর্পোরেশন) রুলসের রুল ৩০ এর সাব-রুল (৫) এর ক্লজ (এ) সম্পর্কিত

এবং

সুরাট কোক ট্রেডিং প্রাইভেট লিমিটেড রেজিস্টার্ড অফিস ৭/১এ/১, ড. ইউ. এন. ব্রহ্মচারী স্ট্রিট, শেক্সপীয়র সরণি, কলকাতা, পশ্চিমবঙ্গ ৭০০০১৭ সম্পর্কিত

....দরখাস্তকারী

এতদ্বারা সাধারণের উদ্দেশ্যে বিজ্ঞাপিত হচ্ছে, ২৯ আগস্ট ২০২৩ তারিখে অনুষ্ঠিত কোম্পানির অতিরিক্ত সাধারণ সভায় গৃহীত বিশেষ প্রস্তাব অনুযায়ী কোম্পানির মেমোরান্ডাম অব অ্যাসোসিয়েশনের পরিবর্তনক্রমে ‘‘পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য’’ থেকে ‘‘ঝাড়খন্ড রাজ্যে’’ কোম্পানির রোজস্টার্ড অফিস স্থানান্তর নিমিত্ত ২০১৩ সালের কোম্পানি আইনের ১৩ ধারাধীনে কেন্দ্রীয় সরকার সমীপে এক আবেদন দাখিলের প্রস্তাব করেছে।

যেকোনও ব্যক্তির সংশ্লিষ্ট কোম্পানির রেজিস্টার্ড অফিস প্রস্তাবিত পরিবর্তনের কারণে স্বার্থ ক্ষুন্ন হওয়ার আশঙ্কা থাকলে বিনিয়োগকারীগণের অভিযোগের ফর্ম পূরণ সাপেক্ষে এমসিএ-২১ পোর্টাল (www.mca.gov.in) বা রেজিস্টার্ড ডাকে স্বার্থের ধরন এবং হলফনামা দ্বারা সমর্থিত মতে আপত্তির কারণ সম্বলিত নোটিশ এই বিজ্ঞপ্তি প্রকাশের চৌদ্দদিনের মধ্যে ‘‘রিজিওনাল ডিরেক্টর-এর অফিস, নিজাম প্যালেস, ২য় এমএসও বিল্ডিং, ৪র্থ তল, ২৩৪/৪ আচার্য জগদীশ চন্দ্র বোস রোড, কলকাতা - ৭০০০২০, পশ্চিমবঙ্গ ঠিকানায় নোটিশ পাঠাতে পারেন, একটি কপি অবেদনকারী কোম্পানির নিম্নোক্ত রেজিস্টার্ড অফিসে পাঠাতে হবে :

৭/১এ/১, ড. ইউ. এন. ব্রহ্মচারী স্ট্রিট, শেক্সপীয়র সরণি, কলকাতা, পশ্চিমবঙ্গ ৭০০০১৭

দরখাস্তকারীর পক্ষে

তারিখ : ২৮.১০.২০২৩ শ্রীকৃষ্ণ লক্ষ্মণ কারমুদি

স্থান : কলকাতা ডিরেক্টর ডিন-০৭৮১৭৯১৩

তাই ইন্ডাস্ট্রিজ লিমিটেড

CIN: L01222WB1983PLC059695
নিবন্ধিত অফিস: অরিহন্ত বিল্ডিং, ৪র্থ তল, ৫৩এ, মির্জা গালিব স্ট্রিট, কলকাতা-৭০০ ০১৬
ফোন নং:(০৩৩) ২২২৬ ০৯৩৮, ৪০৪১ ৬৬৬৬, **ফ্যাক্স:** (০৩৩) ২২৪৯ ৭৩১৯
ই-মেল : info@taiind.com, **ওয়েবসাইট :** www.taiind.com

বিজ্ঞপ্তি

(ইনভেস্টর এডুকেশন এন্ড প্রোটেকশন ফান্ড এ কোম্পানির ইক্যুইটি শেয়ার স্থানান্তরের জন্য)

এতদ্বারা কোম্পানি আইন, ২০১৩-এর ধারা ১২৪(৬) এর বিধান এবং ইনভেস্টর এডুকেশন এন্ড প্রোটেকশন ফান্ড (হিসাব, নিরীক্ষা) এর সাথে পঠিত, স্থানান্তর এবং রিফান্ড) বিধিমালা, ২০১৬ (‘রুল’), সময়ে সময়ে সংশোধিত হিসাবে পঠিত অনুসারে, প্রতিটি কোম্পানিকে শেয়ার হস্তান্তর করতে হয়, যেক্ষেত্রে লভ্যাংশ(গুলি) বিনিয়োগকারীর কাছে টানা সাত বছর ধরে অপরিশোধিত বা দাবিহীন থাকে কেন্দ্রীয় সরকার কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত ইনভেস্টর এডুকেশন এন্ড প্রোটেকশন ফান্ড (আইইপিএফ) কর্তৃপক্ষ -এর কাছে। সেই অনুযায়ী, যে শেয়ারগুলির লভ্যাংশ(গুলি) অবিলম্বে পরপর সাত বছরের জন্য অবৈতনিক বা দাবিহীন থাকে সেগুলি আইইপিএফ কর্তৃপক্ষের কাছে হস্তান্তর করা হবে।

কোম্পানি ইতিমধ্যেই সংশ্লিষ্ট শেয়ারহোল্ডারদের কাছে পৃথক যোগাযোগ পাঠিয়েছে যাদের শেয়ার কোম্পানির সাথে নিবন্ধিত তাদের ঠিকানায় আইইপিএফ -তে স্থানান্তরিত হতে পারে, অন্যান্য বিষয়ের সাথে সাথে আইইপিএফ কর্তৃপক্ষের কাছে হস্তান্তরের জন্য শেয়ারের বিশদ বিবরণ প্রদান করে। এই ধরনের শেয়ারহোল্ডারদের একটি তালিকা কোম্পানির ওয়েবসাইটে www.taiind.com-এও পাওয়া যাবে। কোম্পানি উল্লিখিত বিধিগুলি মেনে চলার লক্ষ্যে, শেয়ারহোল্ডারদের পরবর্তী নোটিশ ছাড়াই ১ নভেম্বর, ২০২৩ এর মধ্যে আইইপিএফ কর্তৃপক্ষের কাছে শেয়ারগুলি হস্তান্তর করবে এবং এইভাবে হস্তান্তরিত শেয়ারের ক্ষেত্রে কোম্পানির বিরুদ্ধে কোনও দায়বদ্ধতা থাকবে না। শেয়ারহোল্ডাররা মনে রাখতে পারেন যে দাবি না করা লভ্যাংশ এবং সংশ্লিষ্ট শেয়ার উভয়ই আইইপিএফ ডিম্যাট অ্যাকাউন্টে স্থানান্তরিত হয়েছে এবং এই ধরনের শেয়ারের উপর সঞ্চিত সমস্ত সুবিধা সহ, যদি থাকে, নিয়মের অধীনে নির্ধারিত পদ্ধতি অনুসরণ করার পরে আইইপিএফ কর্তৃপক্ষের কাছ থেকে ফেরত দাবি করা যেতে পারে।

সংশ্লিষ্ট শেয়ারহোল্ডাররা মনে রাখতে পারেন যে কোম্পানি তাদের কাছে থাকা মূল শেয়ার সার্টিফিকেট(গুলি) -এর পরিবর্তে নতুন শেয়ার সার্টিফিকেট (গুলি) ইস্যু করবে। বিধি অনুসারে স্থানান্তরের উদ্দেশ্য এবং এই জাতীয় ইস্যুতে, তাদের নামে নিবন্ধিত মূল শেয়ার সার্টিফিকেট (গুলি) স্বয়ংক্রিয়ভাবে বাতিল হয়ে যাবে এবং আলোচনার অযোগ্য বলে গণ্য হবে। শেয়ারহোল্ডাররা আরও লক্ষ্য করতে পারেন যে কোম্পানির ওয়েবসাইটে আপলোড করা বিশদ বিবরণ বিবেচনা করা উচিত এবং আইইপিএফ ডিম্যাট অ্যাকাউন্টে শেয়ার স্থানান্তরের উদ্দেশ্যে কোম্পানির দ্বারা নতুন শেয়ার সার্টিফিকেট (গুলি) ইস্যু করার ক্ষেত্রে পর্যাপ্ত নোটিশ বলে গণ্য করা হবে, বিধি অনুসারে।

উপরোক্ত বিষয়ে যেকোনো প্রশ্নের জন্য, শেয়ারহোল্ডারদের যোগাযোগ করার জন্য অনুরোধ করা হচ্ছে- লিঙ্ক ইনটাইম ইন্ডিয়া প্রাইভেট লিমিটেড (‘‘রেজিস্ট্রার এন্ড ট্রান্সফার এজেন্ট’’), ৫০২ এবং ৫০৩, ৬ষ্ঠ তলা, বৈষ্ণো চেম্বার্স, ৬ ব্রেবোর্ন রোড, কলকাতা-৭০০ ০০১, ইমেল আইডি: kolkata@linkintime.co.in, টেলিফোন নম্বর ০৩৩-৪০৭৩১৬৯৮- তে।

তাই ইন্ডাস্ট্রিজ লিমিটেডের জন্য
প্রিয়াঙ্কা মুখার্জি
কোম্পানি সেক্রেটারি

তারিখ: ১৯ অক্টোবর ২০২৩
স্থান : কলকাতা

बैंक ऑफ़ इंडिया Bank of India BOI Relationship beyond Banking

ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া
বিবেকানন্দ রোড ব্রাঞ্চ
৩৬/২, বিবেকানন্দ রোড, কলকাতা - ৭০০০০৭
ফোন : ২২৬৯ ২৮০০/১৯২৪

পরিশিষ্ট IV [দ্রষ্টব্য রুল -৮(১)] **পরিশিষ্ট এফ**

দখল নোটিশ

(স্থাবর সম্পত্তির জন্য)

যেহেতু,

নিম্নস্বাক্ষরকারী **ব্যাঙ্ক অব ইন্ডিয়া, বিবেকানন্দ রোড শাখার অনুমোদিত অফিসার** হিসেবে ২০০২ সালের সিকিউরিটাইজেশন অ্যান্ড রিকনস্ট্রাকশন অব ফিনান্সিয়াল অ্যাসেটস অ্যান্ড এনফোর্সমেন্ট অব সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট আইনের ১৩(১২) ধারা এবং ২০০২ সালের সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) রুলসের রুল ৩ সংস্থান অধীনে **১৪.০৮.২০২৩** তারিখে **ঋণগ্রহীতা শ্রীমতি কল্পনা সাহা, মেসার্স কল্পনা টেক্সটাইলস-এর স্বত্বাধিকারী** কে নোটিশে উল্লিখিত পরিমাণ **২৫,৫৮,০৮৫.১৮ টাকা (পঁচিশ লাখ আটান্ন হাজার পঁচাশি টাকা এবং আঠারো পয়সা)** টাকা সুদ সহ নোটিশ পাওয়ার তারিখ থেকে ৬০ দিনের মধ্যে আদায়দানের জন্য এক দাবি নোটিশ ইস্যু করেছেন।

ঋণগ্রহীতা বকেয়া পরিশোধে ব্যর্থ হওয়ায় ঋণগ্রহীতাকে এবং সাধারণের প্রতি বিজ্ঞাপিত হচ্ছে উক্ত আইনের ১৩ ধারার উপধারা (৪) এবং ২০০২ সালের সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট এনফোর্সমেন্ট রুলসের রুল ৮ সংস্থান অধীনে প্রদত্ত ক্ষমতাবলে নিম্নে উল্লিখিত জামিনদত্ত সম্পত্তি নিম্নস্বাক্ষরকারী কর্তৃক **২৬ অক্টোবর ২০২৩** তারিখে স্বত্ব দখলীকৃত হয়েছে।

ঋণগ্রহীতাকে বিশেষভাবে এবং সাধারণের প্রতি সাধারণভাবে সতর্কিত করা হচ্ছে সংশ্লিষ্ট জামিনদত্ত সম্পত্তির কোনরূপ লেনদেন না করতে। কোনওরূপ লেনদেন **ব্যাঙ্ক অব ইন্ডিয়া, বিবেকানন্দ রোড শাখার নিকট বকেয়া ২৫,৫৮,০৮৫.১৮ টাকা** ১১.০৮.২০২৩ থেকে সুদ সহ আদায়দান সাপেক্ষ।

ঋণগ্রহীতার অবগতির জন্য জ্ঞাত করা হচ্ছে উক্ত আইনের ১৩ ধারার উপধারা (৮) সংস্থান অধীনে নির্ধারিত সময়ের মধ্যে বকেয়া পরিমাণ আদায় দিয়ে জামিনদত্ত সম্পত্তি উদ্ধার করতে পারেন।

স্থাবর সম্পত্তির বিবরণ

সংশ্লিষ্ট সকল অংশ সম্পত্তির জমি এবং দ্বিতল বসবাসের ভবন পরিমাণ ১ কাঠা ১২ ছটাক অবস্থিত প্রেমিসেস নং ৮/২এ, রামকৃষ্ণ বাগচি লেন, কলকাতা- ৭০০০০৬। **চৌহদ্দি : উত্তরে :** প্রেমিসেস নং ৮/২এ, রামকৃষ্ণ বাগচি লেন, **দক্ষিণে :** রামকৃষ্ণ বাগচি লেন, **পূর্বে :** প্রেমিসেস নং ৮/১, রামকৃষ্ণ বাগচি লেন, **পশ্চিমে :** সাধারণের চলার পথ সমন্বিত।

স্বা/-
চিফ ম্যানেজার/অনুমোদিত অফিসার
বিবেকানন্দ রোড শাখা, ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া

তারিখ : ২৬.১০.২০২৩
স্থান : কলকাতা

শিল্পের হাত ধরে লক্ষ্মী লাভের আশায় পুরুলিয়াবাসী

আশিস বন্দ্যোপাধ্যায়

পুরুলিয়া: ভারী শিল্প গড়ার প্রস্তুতি শুরু হয়েছিল জোরকদমেই। এলাকার আর্থ সামাজিক পরিস্থিতি বদলানোর প্রত্যাশা তৈরি হয়েছিল পুরো মহকুমাজুড়েই। কিন্তু শিল্পায়নের সম্ভাবনা ক্রমশ ফিকে হওয়ায় শিল্পহীন পুরুলিয়ার রঘুনাথপুরে তাই লক্ষ্মীপুজোর মূল সুরটাই কেটে গিয়েছে। তবু তা দূরে সরিয়ে শিল্পের হাত ধরে লক্ষ্মী লাভের আশায় স্থানীয় বাসিন্দারা। এবারের দুর্গাপুজোর উদ্বোধনের ভার্চুয়াল অনুষ্ঠানের দিন বর্তমান মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দোপাধ্যায় পুরুলিয়ার রঘুনাথপুর মহকুমাজুড়ে শিল্প গড়ে তোলার জন্য আগ্রহ প্রকাশ করে রঘুনাথপুরে ‘জঙ্গল সুন্দরী কর্মনগরী’ তৈরি করতে ৭২ হাজার কোটি টাকা বিনিয়োগ করার কথা ঘোষণা হচ্ছে বলে জানান। ডানকুনি থেকে বর্ধমান, দুর্গাপুর হয়ে আসানসোল এবং বড়জোড়া-বাঁকুড়া-রঘুনাথপুর পর্যন্ত বিশেষ শিল্প করিডর করার কথাও ঘোষণা করেন। আর মুখ্যমন্ত্রীর সেই ঘোষণার পর উচ্ছ্বাসে ফেটে পড়েছে রঘুনাথপুর মহকুমার এলাকার যুবসমাজ।

পূর্বতন বামফ্রন্ট সরকারের আমলে পুরুলিয়ার রঘুনাথপুর মহকুমা জুড়ে শুরু হয়েছিল একাধিক ইস্পাত, সিমেন্ট ও বিদ্যুৎ কারখানা তৈরির কর্মকাণ্ড। শিলান্যাস হয়েছিল জয় বালাজি, শ্যাম স্টিল, আধুনিক শিল্প গোষ্ঠীর মতো কারখানাগুলির। কিন্তু গত ১৫ বছরে শুধুমাত্র ডিভিসির বিদ্যুৎ কারখানা ছাড়া কোনও কারখানায় গড়ে উঠেনি। একই ছবি রেলের আদ্রা ডিভিশনের আদ্রা ও আনাড়ায়। সেখানে বিদ্যুৎ ও রেলের কামরার মধ্যবর্তী পুনর্বাসন কারখানা গড়ার কথা ঘোষণা করা হলেও কাজ শুরুই করা যায়নি।

কর্মসংস্থানের সুযোগের আশায় বুক বেঁধেছিল এলাকার তরুণরা। সংসারের রোজগার বৃদ্ধির সম্ভাবনায় দিন গুনেছিলেন গৃহস্থ। কিন্তু কয়েক বছর ঘুরতেই এলাকায় শিল্প সম্ভাবনা বিশ বাঁও জলে যেতে দেখে সকলেই মুষড়ে পড়েছেন। একরাশ ক্ষোভ, অভিমান মনের মধ্যে রেখে ঘরে ঘরে পুজোর আয়োজন করেছে রঘুনাথপুর মহকুমার বিভিন্ন এলাকার বাসিন্দারা। তাঁরা জানাচ্ছেন, শিল্প স্থাপনের সঙ্গে সঙ্গে এলাকার লক্ষ্মীর পায়ের ছাপ পড়বে বলে তারা মনে করেছিল। কিন্তু শিল্প আসেনি। তাই লক্ষ্মীও অধরা।

রঘুনাথপুর ১ ব্লকের নতুনডি গ্রাম পঞ্চায়েতে জয় বালাজি গোষ্ঠীর ইস্পাত, সিমেন্ট ও ক্যাপটিভ পাওয়ার প্ল্যান্ট গড়ার কথা ছিল।

প্রয়োজনীয় জমির বেশিরভাগই অধিগ্রহণ করে এই শিল্পগোষ্ঠীকে দিয়েছিল রাজ্য শিল্প উন্নয়ন নিগম। জমি হাতে পেয়ে ওই শিল্পগোষ্ঠী জমি সমতল করে সীমানা প্রাচীরের কাজও শুরু করেছিল। তারপর সেই কাজ হঠাৎ থমকে যাওয়ায় পড়ে থাকে সেই জমি। স্থানীয় দুরমুট গ্রামের বাসিন্দা পবন মাজি বলেন, ২০০৭ সালের শেষের দিকে জমির আর্থিক ক্ষতিপূরণ পাওয়ার পর বাড়িতে বড় করে লক্ষ্মী পুজো করেছিলাম। জমির পরিবর্তে যে টাকা পেয়েছিলাম, তা শেষ হয়ে গিয়েছে। আবার জমি ভরাট হয়ে যাওয়ায় চাষও করতে পারছি না। এখন গত কয়েক বছর ধরে কোনওরকমে নমো নমো করে লক্ষ্মী পুজো করছি। আমরা তাকিয়ে মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের দিকে। বাসিন্দাদের আশা, মুখ্যমন্ত্রীর হস্তক্ষেপে জমিতে শিল্প গড়ে উঠবে। লক্ষ্মী ফিরে আসুক তাঁদের ঘরে।

হতাশ এলাকার যুবকরাও। রঘুনাথপুর শহরের সুভাষ বাউড়ি, দেবব্রত পালরা জানান,ডিভিসির কাজ শুরু হওয়ার পরে সেখানে নির্মাণ সামগ্রী সরবরাহ করার সুযোগ পেয়েছিলাম। তাতে এলাকায় আর্থিক সমৃদ্ধি ঘটেছিল। শিল্পায়নের হাত ধরে এলাকায় আর্থিক সমৃদ্ধি আসতে শুরু করেছিল, তার প্রভাব পড়েছিল শিল্পশহর রঘুনাথপুর বাজারেও। রঘুনাথপুরের মহকুমা শাসক তামিল ওভিয়া এস বলেন, বিশ্বকর্মার হাত ধরে এলাকায় লক্ষ্মীদেবীর স্থায়ী আসন তৈরি হতে পারত অনেক আগেই। কিন্তু তা হয়নি। তবে বর্তমান মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দোপাধ্যায় সম্প্রতি ঘোষণা করেছেন রঘুনাথপুর মহকুমা জুড়ে একাধিক ভারী শিল্প গড়ে তোলা হবে। তার জন্য পরিকাঠামো তৈরির জন্য একাধিক প্রকল্প ঘোষণা করেছেন মুখ্যমন্ত্রী।

GIC HOUSING FINANCE LTD.

জিআইসি হাউজিং ফিনান্স লি.
দুর্গাপুর ব্রাঞ্চ, এমএনএভি-২০, নর্থ এভিনিউ, বেঙ্গল অম্বুজা হাউজিং কমপ্লেক্স, সিটি সেন্টার, দুর্গাপুর, পশ্চিমবঙ্গ, পিন - ৭১৩২১৬, ওয়েবসাইট : www.gichfindia.com

প্রতীকী দখল নোটিশ

বিষয় - দখল নোটিশ ২০০২ সালের সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) রুলসের রুল ৮ এর সাব রুল (১) সংস্থান অধীনে দখলের বিজ্ঞপ্তি

যেহেতু নিম্নস্বাক্ষরকারী জিআইসিএইচএফএল এর অনুমোদিত অফিসার হিসেবে সংশ্লিষ্ট নিম্নোক্ত তারিখে ২০০২ সালের সারফেসি অইনের ১৩(২) ধারা অধীনে আপনাদের/ঋণগ্রহীতাদের নিম্নোক্তনাম্নীগণকে বকেয়া পরিমাণ নোটিশ পাওয়ার তারিখ থেকে ৬০ দিনের মধ্যে পরিশোধের জন্য এক দাবি নোটিশ ইস্যু করেছেন। আপনারা/ঋণগ্রহীতাগণ সংশ্লিষ্ট বকেয়া পরিমাণ আদায়দানে ব্যর্থ হওয়ায় নির্ধারিত সময়ে, ফলে জিআইসিএইচএফএল সংশ্লিষ্ট ২০০২ সালের সারফেসি আইনের ১৩ ধারার উপধারা (৪) এবং সংশ্লিষ্ট রুলের সংস্থান অধীনে প্রদত্ত ক্ষমতা বলে সংশ্লিষ্ট জামিনদত্ত সম্পদের প্রতীকী দখল নিয়েছেন নিম্নোক্ত মতে :

ক্রম নং	ঋণগ্রহীতা(গণ)এর নাম, লোন অ্যাকাউন্ট নং	বন্ধকদত্ত সম্পত্তির বিস্তারিত	দাবি নোটিশ অনুযায়ী বকেয়া পরিমাণ (টা.)	দাবি নোটিশের তারিখ	প্রতীকা দখলের তারিখ
১.	শক্তি পদ ভুঁইয়া WB0460610002427	জমির পরিমাণ ২.৫ কাঠা, দ্বিতল ভবন, কমবেশি, নির্মাণ এরিয়া একতলায় ১২৫২ বর্গফুট, দ্বিতীয় তলে ১২৫২ বর্গফুট, মৌজা- ভুরু ডাঙ্গা, জেএল নং ১৯৮, দাগ প্লট নং -আরএস এবংএলআর -৩০, কেএইচ নং আরএস ৩৫৬, এলআর-৯২০, খাতরা গ্রাম পঞ্চায়েত-২ অধীন, গ্রাম এবং তালুক - ভুরু ডাঙ্গা, জেলা- বাঁকুড়া, পশ্চিমবঙ্গ-৭২২১৪০	৩০,৫০,৮৪৩/-	৩১.১০.২০২২	২৬.১০.২০২৩
২.	রাজীব চট্টরাজ WB0460610002089	জমির পরিমাণ আনুমানিক ৪.৭৪ডেসিমেল, আরএস এবং এলআর প্লট নং ৭২৫, খতিয়ান নং ৫৬, এলআর খতিয়ান নং ৭৮৭, অবস্থিত মৌজা- দুর্লভপুর, জেএল নং ৩৩, থানা - গঙ্গাজলঘাটি, জেলা- বাঁকুড়া, পশ্চিমবঙ্গ-৭২২১৩৩	২১,২০,৩৮৬/-	০৩.০২.২০২৩	২৭.১০.২০২৩
৩.	ইন্দ্রদেও রায় (আবেদনকারী) লীলাবতী দেবী (সহ-আবেদনকারী) WB0460610001930	জমির পরিমাণ ০৮ ডেসিমেল, বা ০৫ কাঠা ০৪ ছটাক অবস্থিত মৌজা- দক্ষিণ ধাদকা, জেএল নং ২৭, প্লট নং ৪৫৭, আরএস খ তিয়ান নং ৮৯২, এলআর প্লট নং ৭৬৯, এলআর খতিয়ান নং ২২০৯, অবস্থিত রাম কৃষ্ণ দঙ্গল,নির্মাণ এরিয়া এক তলা- ৯০২ বর্গফুট, দ্বিতীয় তল- ১২৪ বর্গফুট, থানা-আসানসোল, জেলা-বর্ধমান, পশ্চিমবঙ্গ- ৭১৩৩০২	৬,৩০,৬৪০/-	০৩.০২.২০২৩	২৫.১০.২০২৩
৪.	স্বপন কুমার মুদি (আবেদনকারী) পূর্ণিমা মুদি (সহ-আবেদনকারী) WB0460610001937	জমির পরিমাণ ০৩ ডেসিমেল অবস্থিত মৌজা- নন্দুয়ারা, জেএল নং১২৭, আরএস-প্লট নং ৪৯৮৬ এবং ৪৯৮৭, আরএস খতিয়ান নং ৮০৭, এলআর প্লট নং ৪৯৮৬, এবং ৪৯৮৭, থানা- রঘুনাথপুর, নির্মাণ এরিয়া একতলা- ৮৫৭ বর্গফুট, অবস্থিত ওয়ার্ড নং ১০, নন্দুয়ারা, বাগদি পাড়া রোড, জেলা- পুরুলিয়া, পশ্চিমবঙ্গ : ৭২৩১৩৩	৯,০৯,৩৭৫/-	২৯.০৭.২০২২	২৫.১০.২০২৩
৫.	নির্মল কুমার মন্ডল (আবেদনকারী) নীলাঞ্জনা মন্ডল (সহ-আবেদনকারী) WB0460610002174	জমির পরিমাণ ০২ কাঠা ১৩ ছটাক নির্মাণ এরিয়া ৯৮৪ বর্গফুট, অবস্থিত মৌজা- বড়চক,জেএল নং১১, আরএস প্লট নং ৫০৬, আরএস খতিয়ান নং ৪০/১, এলআর অধীন এলআর প্লট নং ৫০৬, খতিয়ান নং ৫০২, পো- সীতারামপুর, থানা-আসানসোল (দ), আসানসোল পৌর সংস্থা অধীন, বড়চক আসানসোল, জেলা- পশ্চিম বর্ধমান, পশ্চিমবঙ্গ- ৭১৩৩০১	১৭,৪০,০১৬/-	১৮.০৫.২০২৩	২৬.১০.২০২৩

এই বিজ্ঞপ্তির পরেও ঋণগ্রহীতাদের এতদ্বারা আহ্বান জানানো হচ্ছে এই বিজ্ঞপ্তির তারিখের ৭ দিনের মধ্যে জিআইসিএইচএফএল-এর কাছে সম্পর্কিত সম্পত্তির খালি ও শান্তিপূর্ণ হস্তান্তরের জন্য, নতুবা নিম্নস্বাক্ষরকারী বাধ্য হবেন জোর করে উপরোক্ত সম্পত্তির বাস্তবিক দখল নিতে এবং/বা উপরোক্ত সম্পত্তির বিক্রির প্রক্রিয়া গ্রহণ করতে এই তারিখ থেকে ৩০ দিন সময়কালের পরে সারফেইসি অ্যাক্ট, ২০০২ এবং তথাকার রুলস অধীনে ব্যবস্থিত পদ্ধতি অবলম্বনের মাধ্যমে।

ঋণগ্রহীতাগণ এবং সাধারণভাবে জনসাধারণকে এতদ্বারা সতর্ক করা হচ্ছে, উপরে উল্লিখিত সম্পত্তির/জামিনযুক্ত পরিসম্পত বা তার যেকোনো অংশ নিয়ে কাজ কারবার না করতে এবং উক্ত সম্পত্তি/জামিনযুক্ত পরিসম্পদ নিয়ে যেকোনো কাজ কারবার অত্র উপরে সম্পত্তির পার্শ্বে বর্ণিত অর্থের জন্য জিআইসিএইচএফএল সম্পূর্ণ পেমেন্ট পর্যন্ত তার ওপর আরও সুদ সহ প্রদেয় হবে।

জামিনযুক্ত পরিসম্পৎ পরিশোধের জন্য প্রাপ্তব্য সময় সম্পর্কে অ্যাক্টের ১৩ ধারার (৮) উপধারার বিধানাবলির প্রতি ঋণগ্রহীতাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করা হচ্ছে।

তারিখ : ২৮.১০.২০২৩
স্থান : দুর্গাপুর

জিআইসি হাউজিং ফিনান্স লি.-এর পক্ষে
স্বা/- অনুমোদিত অফিসার

লক্ষ্মীদেবী কন্যা রূপে পূজিত হন আরামবাগের ঘোষ পরিবারে

মহেশ্বর চক্রবর্তী ● হুগলি

আজ থেকে প্রায় ৭০/৮০ বছর আগের কথা। তখন এই এলাকা ছিল ঘন জঙ্গলে ভরা। যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন একটি এলাকা যা বন্যা কবলিত। হুগলির আরামবাগের সাহাপুর। প্রত্যন্ত একটি গ্রাম। সাবেকি সেই রাজা রাম মোহন রায় সরণির পাশে এই গ্রাম। যে গ্রামে তৎকালীন সমাজ ছিল অত্যন্ত রক্ষণশীল। পরিবারে কন্যারা ছিল ব্রাত্য। তারা যেন উপেক্ষিত, অবহেলিত ও নিপীড়িত ছিল সমাজে। বোঝা হয়ে থাকত। কিন্তু সাহাপুরের ঘোষ পরিবার ছিল সেই সময়ের ব্যতিক্রমী একটি উদার পরিবার। যে পরিবারে কন্যাদের সম্মান করাই ছিল মূল ব্রত। পরিবারে কোনও কন্যা সন্তান ছিল না। পরিবারের তৎকালীন কর্তা কৃষ্ণচন্দ্র ঘোষের পর পর আট পুত্র জন্ম নিয়েছিল। কিন্তু কোনও কন্যা সন্তান হয়নি। তাই কন্যা সন্তান না হওয়ার জন্য পরিবারে সুখ ছিল না। অথচ এই পরিবারের কর্তা ছিলেন অত্যন্ত ধার্মিক, ধর্মপরায়ণ নিষ্ঠাবান সৎ একজন ব্যক্তি। তাই কন্যা সন্তান যাতে হয় তার জন্য কাতর আবেদন ছিল। তাই মা লক্ষ্মী তাকে স্বপ্ন দিয়েছিলেন। স্বপ্নে তিনি বলেছিলেন, আমাকে প্রতিষ্ঠা কর। পুজো কর। তোর মনস্কামনা পূরণ হবে। তোদের বংশে আমি আসছি কন্যা রূপেই। অলৌকিক ভাবেই তাঁর বন্ধু বান্ধবেরা লক্ষ্মী প্রতিমা দিয়ে যান। আর দেবী লক্ষ্মীকে কন্যা রূপে পুজো করেন কৃষ্ণ। এর পরেই তাঁর কন্যা সন্তান হয়। কিন্তু সেই কন্যা সন্তান বেশি দিন এই ধরায় থাকেননি। কিন্তু মা লক্ষ্মী রয়েই গেলেন কন্যা রূপে। সেই থেকে আজও ঘোষ পরিবারে মা লক্ষ্মী পূজিত হন। অত্যন্ত নিষ্ঠার সঙ্গে দুর্গা পুজোর মতোই চার দিন পুজো হয়। পুজো কটা দিন শুধু এই পরিবারেই নয়, গোটা গ্রামের মানুষ যোগ দেন। বিশেষত মহিলারা এই পুজোয় অংশগ্রহণ করেন। মূলতঃ এই পুজোর সব টকুই করেন মহিলারাই। এক সঙ্গে খাওয়া দাওয়া, হই-হুল্লোড়, খেলা, প্রতিযোগিতা, সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান সব মিলিয়ে এক অনাবিল আনন্দে মাতোয়ারা হন ঘোষ পরিবারের সদস্যদের সঙ্গে সাহাপুরের বাসিন্দারা। এই পরিবারেরই বর্তমান সদস্যা স্মিতি ঘোষ বলেন, আমরা অত্যন্ত ভাগ্যবতী যে আমি এই পরিবারে জন্ম গ্রহণ করেছি। আমাদের সঙ্গেই আমাদের বংশের কন্যা অর্থাৎ মা লক্ষ্মী অধিষ্ঠান করে আছেন। পুজোর সময় যখন হোম যজ্ঞ হয় তখ ন যে আবহাওয়া দেখি তখন যেন মনে হয় স্বয়ং মা এসে বসে আছেন। মায়ের মুখ উজ্জ্বল, চকচকে দীপ্ত। মা যেন আমাদের বলছেন, আমি আছি। আমি এসেছি। কোনও বিপদ তোদের হবে না। অপর দিকে এই পরিবারের বধূ রমা ঘোষ আছেন তেত্রিশ বছর। আর অপর বধূ বর্ণালি ঘোষ আছেন ২৮ বছর। দুই বধূই কিন্তু এক সঙ্গে মিলে মিশে মায়ের পুজোর আয়োজন করেন। মায়ের উপলব্ধি তাঁদের কাছে এক অপরূপ পাওনা। তারা জানালেন, যতদিন এই পরিবারে থাকব ততদিনই মায়ের পুজো করে যাব।

কোতুলপুরের বিধায়কের দল বদলে জোর জল্পনা-চর্চা রাজনৈতিক মহলে

নিজস্ব প্রতিবেদন, বাঁকুড়া: গতকালই শিবির বদলে পদ্ম শিবির ছেড়ে ঘাসফুলে যোগ দিয়েছেন কোতুলপুরের বিজেপি বিধায়ক হরকালী প্রতিহার। কিন্তু কোন সমীকরণে তাঁর এই শিবির বদল তা নিয়ে জোর চর্চা শুরু হয়েছে রাজনৈতিক মহলে। চলছে রাজনৈতিক চাপানউতোরও।

গতকাল রাজ্যের বনমন্ত্রী জ্যোতিপ্রিয় মল্লিকের বাড়িতে যখন ইডির হানা নিয়ে রাজ্য রাজনীতি তোলপাড়, ঠিক সেই সময়ই গোপনে তৃণমূলের সেকেন্ড ইন কম্যান্ড অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের হাত ধরে শাসকদলে যোগ দিলেন কোতুলপুরের বিজেপি বিধায়ক হরকালী প্রতিহার। গোটা যোগদান প্রক্রিয়া এতটাই গোপনে হয়েছে যে খোদ শাসকদলের জেলাস্তরের অনেক নেতাই জানতেন না এই যোগদানের কথা। যোগদান পর্ব মিটতেই কোন সমীকরণে হরকালী প্রতিহারের এই শিবির বদল, তা নিয়েই শুরু হয়েছে জোর শোরগোল।

রাজনৈতিক মহলের একাংশের ধারণা, গত লোকসভা ও বিধানসভা নির্বাচনে বাঁকুড়া ও বিষ্ণুপুর দুই সাংগঠনিক জেলাতেই বিজেপি ভালো ফল করলেও পঞ্চায়েত নির্বাচনে দুই জেলাতেই ভরাডুবি হয়েছে গেরুয়া শিবিরের। তা ছাড়া লোকসভা নির্বাচন যত এগিয়ে আসছে, ততই বিজেপির অন্দরের গোষ্ঠীকোন্দল প্রকাশ্যে চলে আসায় হতাশা তৈরি হয়েছে বিজেপির নেতা কর্মীদের মধ্যে। আর তার জেরেই হরকালী প্রতিহারের এই শিবির বদল।

বিজেপি এবং তৃণমূল দুই শিবিরই অবশ্য এই তত্ত্ব মানতে নারাজ। বিজেপির দাবি, লোকসভা নির্বাচনে টিকিট ও অন্যান্য প্রলোভন দেখিয়ে হরকালী প্রতিহারকে দলে টেনেছে তৃণমূল। অভিযোগ উড়িয়ে দিয়ে তৃণমূলের পালটা দাবি, উন্নয়নের কর্মযজ্ঞে সামিল হতেই হরকালী প্রতিহারের এই দল বদল।

আকাশছোঁয়া নিত্য সমাগ্রী, লক্ষ্মীপুজোর বাজারে কাটছাঁট করছে মধ্যবিত্তরা

নিজস্ব প্রতিবেদন, মালদা: রবিবার সাড়ম্বরে পালিত হবে কোজাগরী লক্ষ্মীপুজো। তার আগে মালদায় আকাশছোঁয়া ফল ও ফুলের দাম। এমনকী প্রদীপ থেকে পুজোর অন্যান্য সামগ্রীর দামও অনেকটাই বেড়ে যাওয়ায় সমস্যায় পড়েছেন সাধারণ মানুষ। মালদার বিভিন্ন বাজারে ছোট মাপের রেডিমেড লক্ষ্মী প্রতিমাও ইতিমধ্যে বিক্রি হতে শুরু করেছে। কিন্তু সেই প্রতিমা কেনার পাশাপাশি পুজোয় যে ধরনের ফল ও ফুলের প্রয়োজন হয়, তা কিনতে গিয়ে হাত পুড়ছে মধ্যবিত্তদের। মালদা শহরের দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন মার্কেট, নেতাজি পুর মার্কেট, মকদমপুর বাজার, গৌড়রোড বাজার, সদরঘাট বাজার-সহ বিভিন্ন এলাকায় পুজোর সামগ্রী এবং ফল ও ফুলের পসরা সাজিয়ে বসেছেন বিক্রেতারা। কিন্তু সেই সব ফল ও ফুলের দামের ক্ষেত্রে অনেকটাই বেশি নেওয়া হচ্ছে বলে সাধারণ ক্রেতাদের অভিযোগ।

ইতিমধ্যে আপেল ১৫০ টাকা কিলো দরে বিক্রি হচ্ছে। মৌসম্বি বিক্রি হচ্ছে ৭০ থেকে ৮০ টাকা কিলো দরে। শসা ৬০ টাকা কিলো। এছাড়াও অন্যান্য পুজোর সামগ্রীতে ব্যাপক দাম বেড়েছে।

এদিন দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন মার্কেটে পুজোর বিভিন্ন ফল, ফুল এবং নানান সামগ্রী কিনতে এসেছিলেন ইংরেজবাজার শহরের সানি পার্ক এলাকার গৃহবধূ সুজাতা সাহা। তিনি বলেন, লক্ষ্মী পুজোর সামগ্রীর এত দাম, তাতে কোনও কিছুই বেশি করে নেওয়া যাচ্ছে না। এই

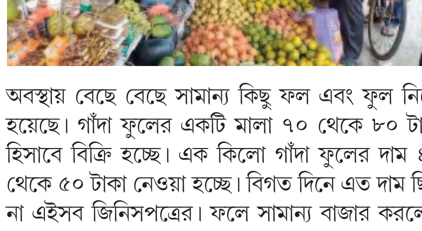

অবস্থায় বেছে বেছে সামান্য কিছু ফল এবং ফুল নিতে হয়েছে। গাঁদা ফুলের একটি মালা ৭০ থেকে ৮০ টাকা হিসাবে বিক্রি হচ্ছে। এক কিলো গাঁদা ফুলের দাম ৪০ থেকে ৫০ টাকা নেওয়া হচ্ছে। বিগত দিনে এত দাম ছিল না এইসব জিনিসপত্রের। ফলে সামান্য বাজার করলেও অনেক খরচ হচ্ছে।

বিক্রেতাদের বক্তব্য, যেভাবে দিনের পর দিন নিত্য প্রয়োজনীয় জিনিসের দাম বেড়েছে, তাতে আমাদের কিছু করার নেই। বিভিন্ন ফল ও ফুলের আড়ত থেকেই পাইকারি দর বেশি দিয়ে কিনতে হচ্ছে। নিজেদের ব্যবসার কিছুটা লাভ রেখেই তা বিক্রি করতে হচ্ছে। কিন্তু গতবারের থেকে এবছর পুজোর সামগ্রীর দাম অনেকটাই বেড়েছে একথা ঠিক। কিন্তু আমাদের কিছু করার নেই, সাধ্যের মধ্যেই পুজোর ফল, ফুল এবং অন্যান্য সামগ্রী বিক্রি করতে হচ্ছে।

টানা বর্ষণে মাঠের শস্য নষ্ট হওয়ায় চোখে জল কৃষকদের

মদন মাইতি

পূর্ব মেদিনীপুর: লক্ষ্মীপুজোতে শস্য নষ্টে কাঁদছেন শত শত কৃষক। লক্ষ্মী লাভের আশায় আমন চাষ করেছিলেন। আর কয়েকদিনের মধ্যেই খেত ভরে উঠত সোনালি ফসলে। অগ্রহায়ণ মাসে বাড়িতে সোনালি ফসল আসবে সেই আনন্দে কার্তিক মাসে বাড়ির বউ ছেলেকে নিয়ে লক্ষ্মীর আরধণায় মেতে উঠতেন কৃষকরা। এবার ধান পাকার মুখেই টানা বৃষ্টি কৃষকদের আশায় জল ঢেলে দিল। পুজোর আনন্দে নয় পটাশপুর ভরে উঠেছে বিষাদের সুরে।

অক্টোবরের প্রথম সপ্তাহে নিম্নচাপের অতি বর্ষণ তার ওপর বাগুই নদীর উপচে পড়া জলে প্লাবিত হয়েছিল নৈপুর, গোকুলপুর সহ পটাশপুর ১ নং ব্লকের বিস্তীর্ণ এলাকা। জলের তলায় চলে যায় বিঘার পর বিঘা আমন ধানের খেত। ধান পাকার মুহূর্তে ক্ষতিগ্রস্ত হয় গোপালপুর, গোকুলপুর অমর্ষি ও মংলামাড়ো চিস্তিপুর এলাকার প্রায় ৩০০ একর ধানের জমি।

সময় মতো বীজতলা তৈরি ও তা রোপণও করা হয়েছিল। আমন খেত পরিচর্যা করা ও চাষের উপযোগী আবহাওয়া পাওয়ায় ফলনও চাহিদামতো হয়েছিল। কিন্তু পাকার মুখেই টানা বৃষ্টি চাষিদের সমস্ত আশায় আক্ষরিক অর্থেই জল ঢেলে দিল। লক্ষ্মীলাভের আশায় আমন চাষ করলেও মাঠের লক্ষ্মী মাঠেই নষ্ট হয়ে গিয়েছে।

কৃষিপ্রধান এই এলাকার সারা বছরের রোজগার জলে ভেসে গিয়েছে। ছেলে মেয়েদের কী খাওয়াবেন এসব ভেবেই কান্নায় ভেঙে পড়েছেন কৃষকরা। এলাকার চাষিদের অভিযোগ, নিকাশি খালগুলি ও নদী যদি সংস্কার করা হত, তা হলে জল দ্রুত নেমে যেত। এত বড় ক্ষতি তাঁদের হয়তো হত না। বারে বারে এইভাবে ফসল নষ্ট হওয়ায় শ্রমিকের কাজে ভিন রাজ্যে চলে যাচ্ছেন অনেকে। এখানে চাষ হলে জমিতে শ্রমিকের কাজ জুটত, কিন্তু এখন কৃষকদের মধ্যেই ধান চাষের প্রতি এক রকম অনীহা তৈরি হয়েছে। পরবর্তী প্রজন্ম অন্য পেশা বেছে নিতে বাধ্য হচ্ছেন। চাষিদের দাবি, সরকার কৃষকদের জন্য কিছু অন্তত আর্থিক ক্ষতিপূরণের ব্যবস্থা করুক।

এক কৃষক বৃন্দাবন সাউ বলেন, ‘আর কিছুদিন বাদেই মাঠের লক্ষ্মী ঘরে আসত শেষ মুহূর্তে বন্যা হওয়ার জন্য সব নষ্ট হয়ে গিয়েছে। এই ধান চাষ করেই চলত আমাদের সংসার। এখন সংসার চালাব কী ভাবে সেই ভেবেই দিশেহারা। ঋণ নিয়ে চাষে নেমেছিলাম চাষ নষ্ট হয়ে গিয়েছে কী ভাবে ঋণশোধ করব তা বুঝে উঠতে পারছি না। আমাদের যে ক্ষতি হয়েছে তার ক্ষতিপূরণ দিক সরকার, তা হলে হয়তো আমরা কিছুটা মুক্তি পাব।’

পটাশপুর ১ নং পঞ্চায়েত সমিতির সহ-সভাপতি পীযূষকান্তি পন্ডা বলেন, ‘আমরা পঞ্চায়েত সমিতির পক্ষ থেকে ওই এলাকা দেখে এসেছি। আমাদের কৃষি দপ্তরের আধিকারিকরা ক্ষতিগ্রস্ত কৃষি জমিগুলি পরিদর্শন করে এসেছেন। আমরা জেলাশাসক ও জেলা পরিষদের কাছে বিষয়টি জানিয়েছি। তারা কৃষকদের সহযোগিতার আশ্বাস দিয়েছেন।’

যাত্রীবাহী ট্রেন ছোটাচ্ছেন দীপান্বিতা

নিজস্ব প্রতিবেদন, মেদিনীপুর: দক্ষিণ পূর্ব রেলের হাওড়া-খড়গপুর শাখায় এই প্রথম যাত্রীবাহী ট্রেন চালাচ্ছেন এক মহিলা। বিজয়া দশমীর পরদিন থেকেই হাওড়া-মেদিনীপুর- হাওড়া লাইনে ইএমইউ লোকাল ট্রেন চালানো শুরু করেছেন দীপান্বিতা দাস। বুধবার প্রথম তিনি সকাল ৬.২০ মিনিটে মেদিনীপুর স্টেশন থেকে হাওড়াগামী লোকাল ট্রেন চালিয়ে নিয়ে যান। সেদিন থেকে প্রতিদিনই ইএমইউ চালাচ্ছেন। দীপান্বিতা দাস জানিয়েছেন, ট্রেন চালানো মহিলাদের কাছে খুব একটা কঠিন কাজ নয়, ভয়েরও কিছু নেই। তবে ট্রেনে হাজার হাজার মানুষ যাতায়াত করেন, তাই দায়িত্ব অনেকটাই বেশি।

দক্ষিণ-পূর্ব রেলের হাওড়া খড়গপুর ডিভিশন সূত্রে জানা গিয়েছে, এই শাখায় দীপান্বিতা দেবীই প্রথম মহিলা হিসাবে যাত্রীবাহী ইএমইউ লোকাল ট্রেন চালাচ্ছেন।

এর আগে তিনি দশ বছর মালগাড়ি চালিয়েছেন। তারপরেই প্রশিক্ষণ নিয়ে যাত্রীবাহী ট্রেন চালানো শুরু করেছেন।

খড়গপুর শহরের বাসিন্দা দীপান্বিতার মাধ্যমিক পরীক্ষার্থী এক মেয়ে ও পঞ্চম শ্রেণির ছাত্র এক ছেলে রয়েছে। স্বামীও রেলে চাকরি করেন। ভোরে উঠে সবার জন্য রান্না করে খাইয়ে কাঁধে ব্যাগ নিয়ে পৌঁছে যান স্টেশনে। ধরেন রেল গাড়ির স্টিয়ারিং।

বিডিও অফিস প্রাঙ্গণে ঝাড়ুদারের দেহ উদ্ধার

নিজস্ব প্রতিবেদন, জামুড়িয়া: শুক্রবার বিডিও অফিসের অস্থায়ী ঝাড়ুদারের ঝুলন্ত মৃতদেহ উদ্ধার অফিস চত্বরে। মৃতদেহ ঘিরে চাঞ্চল্য এলাকায়। এই অস্থায়ী ঝাড়ুদারের নাম বিমল বাউরি। বয়স প্রায় ৬৫ বছর বলে জানা গিয়েছে।

শুক্রবার সকালে বিডিও অফিসের কর্মীরা বিডিও অফিসের প্রাঙ্গণে একটি গাছে ঝুলন্ত দেহ দেখ তে পান। সঙ্গে সঙ্গে পুলিশকে খবর দেওয়া হলে পুলিশ এসে মৃতদেহ উদ্ধার করে ময়নাতদন্তের জন্য আসানসোল জেলা হাসপাতালে পাঠায়। স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে, বিমল বাউরি বহু বছর ধরে জামুড়িয়া বিডিও অফিসে ঝাড়ুদারের কাজ করতেন। তিনি সকাল ছ'টা থেকে সাতটার মধ্যে বিডিও অফিসে আসতেন। সকাল সাড়ে ৭টা নাগাদ বিডিও অফিসের আশপাশে লোকজন দেখতে পান গাছে ঝুলছে বিমল বাউরির দেহ।

ঘটনাস্থলে আসেন জামুড়িয়ার বিডিও অরুণালোক ঘোষ। যদিও বিডিও অরুণালোক ঘোষ এই বিষয়ে কোনও মন্তব্য করেননি। মৃত বিমল বাউরির ছেলে রাজু বাউরি জানান, গত কয়েকদিন ধরে তাঁর বাড়িতে অশান্তি চলছিল। আজ সকালে তাঁর বাবা প্রতিদিনের মতো বিডিও অফিসে কাজে আসেন। ফোনে বাবার আত্মহত্যার খবর পেয়ে তিনি এখানে আসেন। কেন তাঁর বাবা এই পদক্ষেপ নিলেন তা তিনি বুঝতে পারছেন না বলে জানান। তবে ময়নাতদন্তের পর পরিষ্কার হবে এই ঘটনার মূল কারণ কী, আত্মহত্যা নাকি অন্য কিছু, ঘটনার তদন্ত শুরু করছে পুলিশ।

লক্ষ্মীপুজোয় বাজার অগ্নিমূল্য, গৃহস্থের মাথায় হাত

বনস্পতি দে

হুগলি: শনিবার প্রায় প্রতিটি গৃহস্থের ঘরে এই লক্ষ্মীপুজো, অথচ সবে দুর্গাপূজা শেষ হওয়ায় গৃহকর্তাদের পকেটে টান। অথচ লক্ষ্মীপুজোর বাজার করতে হবে! এই লক্ষ্মীপূজায় বাজারে আগুন যেটা কিনতে যাওয়া হয় সেটারই রাতারাতি দাম বেড়ে গিয়েছে। আবার এদিন রাতে আংশিক চন্দ্রগ্রহণ যা কলকাতাতেও দেখা যাবে বলে জানা গিয়েছে। এবার বাজারে ফল ফুল সবজিতে আগুন, হাত দেওয়া যাচ্ছে না।

ফুলকপি একটু বড় ৫০ থেকে ৬০ টাকা, টমেটো ৫০ টাকা কিলো, শসা কোথাও ৭০ কোথাও ৮০ টাকা কিলো, মটরশুঁটির আড়াইশো টাকা কিলো কুমড়ো ৪০ টাকা কিলো, অন্যান্য সবজি ৬০ থেকে ৭০ টাকা কিলো। ফলের দাম অগ্নিমূল্য। আপেল ১২০ টাকা কিলো, কলা ৬০ টাকা ডজন, (কাটালি কলা) ন্যাশপাতি ২০০ টাকা কিলো, মৌসম্বি লেবু ৫০ টাকায় ৪ পিস, বেদানা ২৫০ টাকা কিলো, খেজুর দেড়শো টাকা কিলো। হুগলির পাইকারি বাজার শেওড়াফুলি, সেখানেও এবার বাজার

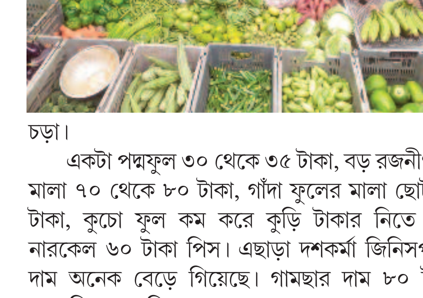

চড়া।

একটা পদ্মফুল ৩০ থেকে ৩৫ টাকা, বড় রজনীগন্ধার মালা ৭০ থেকে ৮০ টাকা, গাঁদা ফুলের মালা ছোট ১০ টাকা, কুচো ফুল কম করে কুড়ি টাকার নিতে হবে, নারকেল ৬০ টাকা পিস। এছাড়া দশকর্মা জিনিসপত্রের দাম অনেক বেড়ে গিয়েছে। গামছার দাম ৮০ টাকা। পুরোহিতের দক্ষিণা যার থেকে যেরকম পারা যায়। হুগলির আরামবাগ, গোঘাট, তারকেশ্বর, সিঙ্গুর, হরিপাল, গুপ্তিপাড়া থেকে উত্তরপাড়া এর মধ্যে প্রতিটি হাট ও পাইকারি বাজারে আগুন, গৃহস্থের মাথায় হাত।

অতিথি নিবাস ও কমিউনিটি হলের উদ্বোধন পূর্বস্থলীতে

নিজস্ব প্রতিবেদন, পূর্ব বর্ধমান: শুক্রবার পূর্বস্থলী ১ নম্বর ব্লকের ব্লক অফিস চত্বরে, অতিথি নিবাস ও কমিউনিটি হলের উদ্বোধন করা হয়। এদিন উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন কালনার মহকুমা শাসক শুভম আগরওয়াল। এছাড়াও উপস্থিত ছিলেন রাজ্যের মন্ত্রী তথা এলাকার বিধায়ক স্বপন দেবনাথ, পূর্বস্থলী ১ নম্বর ব্লকের বিডিও দেবব্রত জানা, পূর্বস্থলী ১ নম্বর পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি দিলীপ মল্লিক সহ বিশিষ্টজনরা। মন্ত্রী স্বপন দেবনাথ জানিয়েছেন, একটি আধুনিকমানের কমিউনিটি হলের প্রয়োজন ছিল। সেই মতোই রাজ্যসভার সাংসদ দোলা সেনের ১২ লক্ষ টাকা আর্থিক সাহায্যে এই কমিউনিটি হলটি তৈরি হয়েছে। একই সঙ্গে একটি অতিথি নিবাসেরও উদ্বোধন হয়।

পদ্ম ফুল তুলতে গিয়ে মৃত্যু বৃদ্ধের

নিজস্ব প্রতিবেদন, আসানসোল: লক্ষ্মীপুজোর জন্য পদ্মফুল তুলতে গিয়ে মৃত্যু হল এক বৃদ্ধের। মর্মান্তিক এই ঘটনাটি ঘটেছে শুক্রবার সকালে আসানসোলের জামুড়িয়ায়। জামুড়িয়া থানার সায়ের পাড়ার বাসিন্দা মৃত বৃদ্ধর নাম রামাপদ রুইদাস (৭৫)। এদিন দুপুরে আসানসোল জেলা হাসপাতালে মৃতদেহের ময়নাতদন্ত হয়।

স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে, বাড়ির লক্ষ্মীপুজোর জন্য শুক্রবার সকালে আটটা নাগাদ বাড়ি থেকে প্রায় আধ কিলোমিটার দূরে গ্রামের একটা পুকুরে পদ্মফুল তুলতে যান রামাপদ রুইদাস। ঘণ্টাখানেক পরে স্থানীয় কয়েকজন বাসিন্দা পুকুরের জলে ওই বৃদ্ধকে ভাসতে দেখেন। খ বর পেয়ে বাড়ির লোকেরা দৌড়ে আসেন। বেশ কিছুক্ষণের চেষ্টায় তাঁকে অচৈতন্য অবস্থায় উদ্ধার করে আসানসোল জেলা হাসপাতালে নিয়ে আসা হলে চিকিৎসক পরীক্ষা করে মৃত বলে ঘোষণা করেন।

পরিবার সূত্রে জানা গিয়েছে, কোনও দিনই রামাপদ ওই পুকুরে লক্ষ্মীপুজোর জন্য পদ্মফুল তুলতে যাননি। এইবারই প্রথম তিনি পুকুরে পদ্মফুল তুলতে যান ও এই ঘটনা ঘটে। স্বাভাবিক ভাবেই বাড়ির লোকেরা এই ঘটনায় শোকগ্রস্ত হয়ে পড়েন। এলাকাতেও শোকের ছায়া নেমে আসে। প্রাথমিক তদন্তের পরে পুলিশের অনুমান, অসাবধানতার কারণে পদ্মফুল তুলতে গিয়েই এই ঘটনা ঘটেছে। এই ঘটনায় একটা অস্বাভাবিক মৃত্যুর মামলা করা হয়েছে।

লক্ষ্মীপুজোতেও ফুল অগ্নিমূল্য

চিত্ত মাহাতো

মেদিনীপুর: সাম্প্রতিক নিম্নচাপের বর্ষণে রাজ্যের ফুলচাষ ব্যাপক ভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হওয়ায় ফুলের অগ্নিমূল্য দেখা দিয়েছে। পূর্ব মেদিনীপুর, পশ্চিম মেদিনীপুর, হাওড়া, নদিয়া, উত্তর ও দক্ষিণ ২৪ পরগনা ও উত্তরবঙ্গের কয়েকটি জেলার ফুলচাষ ভীষণ ক্ষতির সম্মুখীন হয়েছে। এই কারণে শারদীয়া দুর্গাপূজাতে পদ্ম সহ সমস্ত ফুলের দাম ছিল আকাশছোঁয়া। কলকাতার মল্লিকঘাট ফুলবাজার সহ পূর্ব মেদিনীপুর জেলার কোলাঘাট, দেউলিয়া, কেশাপাট প্রভৃতি পাইকারি ফুলবাজারে শুক্রবার রজনীগন্ধা ৩৫০ টাকা প্রতি কেজি দরে বিক্রি হয়েছে। বেল ৯০০ টাকা, জুঁই ১১০০ টাকা, দোপাটি ২০০ টাকা, অপরাজিতা ৩০০ টাকা, লাল গাঁদা ৮০ টাকা, হলুদ গাঁদা ১০০ টাকা কেজি দরে বিক্রি হয়েছে। এছাড়া পদ্ম ৪০ টাকা, জবা ৭০ পয়সা, গোলাপ ৬ টাকা প্রতি পিস বিক্রি হয়েছে। তিন ফুট সাইজের লাল গাঁদার মালা ১৫-২০ টাকা, হলুদ গাঁদার মালা ২৫ টাকা প্রতি পিস বিক্রি হয়েছে।

সারা বাংলা ফুলচাষি ও ফুল ব্যবসায়ী সমিতির সাধারণ সম্পাদক নারায়ণ চন্দ্র নায়ক জানান, একদিকে বর্ষার সময় প্রচণ্ড গরম, তারপর বেশ কয়েকদিন ধরে মেঘলা আবহাওয়ার কারণে ফুলের উৎপাদন ব্যাহত হচ্ছিল। তার ওপর বন্যা ও সাধারণ

বৃষ্টিতে এইসব জেলার বিভিন্ন ব্লকের ফুলবাগানে জল জমে চাষ ভীষণ ভাবে ক্ষতির মুখে পড়েছে। যার প্রভাবে শারদীয়া মরশুমে দুর্গা ও লক্ষ্মীপুজায় ফুলের জোগানে বিঘ্ন ঘটেছে। যে কারণে ফুলের দাম আকাশছোঁয়া। আগামী কালীপুজা পর্যন্ত ফুলের দাম প্রায় একই রকম থাকার সম্ভবনা রয়েছে বলেও জানান তিনি।

গোখরো সাপ উদ্ধার

নিজস্ব প্রতিবেদন, হাবড়া: হাবড়া থেকে প্রায় সাড়ে চার ফুট দৈর্ঘ্যের একটি পূর্ণবয়স্ক বিষধর গোখরো সাপ উদ্ধার করলেন বন দপ্তরের কর্মীরা। আর উদ্ধার হওয়া এই সাপ দেখতে ভিড় করলেন এলাকার শতাধিক মানুষ। শুধু সাপ উদ্ধার নয়, সাপ কামড় দিলে কী করতে হবে বা কোন পদ্ধতিতে বাড়ি পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন রাখলে সাপ বাড়িতে আসবে না সবটাই জানালেন বন দপ্তরের কর্মীরা। হাবড়া থানার ফুলতলা বাজার এলাকার বাসিন্দা সোমনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের বাড়ির সামনে মজুত করে রাখা টালির মধ্যে একটি গোখরো সাপ দেখতে পান বাড়ির সদস্যরা। সঙ্গে সঙ্গে খবর দেওয়া হয় বন দপ্তরের কর্মীদের। ঘটনাস্থলে আসেন বন দপ্তরের কর্মীরা, আর এই সাপ ধরা দেখতে এলাকায় ভিড় করেন আট থেকে আশি, সব বয়সের মানুষ। প্রায় কুড়ি মিনিটের চেষ্টায় বন দপ্তরের কর্মীরা সাপটি বাগে আনেন এবং ব্যাগ বন্দি করেন। বন দপ্তরের এক কর্মী সাপ উদ্ধার দেখতে আসা স্থানীয় মানুষকে বিষধর সাপ নিয়ে বিভিন্ন সচেতনতামূলক কথাও বলেন।

প্রাচীন শিলালিপি বাড়াচ্ছে শুশুনিয়ার গুরুত্ব

সৈয়দ মফিজুল হোদা ● বাঁকুড়া

বাঁকুড়া জেলার শুশুনিয়া পাহাড়। সমগ্র জেলার অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ পর্যটন কেন্দ্রগুলির মধ্যে অন্যতম হল শুশুনিয়া পাহাড়। শুশুনিয়া পাহাড়টি একটি ঐতিহাসিক মূল্যবান সমৃদ্ধি। এই পাহাড়ের কোলেই একটি শিলালিপি রয়েছে, যা পশ্চিমবঙ্গের ‘প্রাচীনতম’ শিলালিপি হিসাবে বিবেচিত। রাজা চন্দ্রবর্মণের শিলালিপি বলে পরিচিত এই শিলালিপি।

জানা যায়, রাজা চন্দ্রবর্মণ এই স্থানে তৈরি করেছিলেন তাঁর দুর্গ। যদিও বর্তমানে এই দুর্গের কোনও চিহ্ন খুঁজে পাওয়া যায় না। শুশুনিয়া পাহাড়ের একটি দুর্গম স্থানে অবস্থিত এই শিলালিপি। শিউলিবোনা গ্রামে যাওয়ার রাস্তায় ঢুকলেই চোখে পড়বে সুবিশাল একটি মাঠ। সেই মাঠের পথ অনুসরণ করে কিছুটা পাহাড়ে উঠলেই দেখা মিলবে শিলালিপিটির। ইতিমধ্যেই শুশুনিয়া পাহাড় বেড়াতে এসে একাধিক মানুষ পৌঁছে যাচ্ছেন ইতিহাসের স্বাদ নিতে।

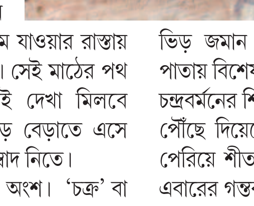

প্রাচীন এই শিলালিপিতে রয়েছে দু'টি অংশ। ‘চক্র’ বা চাকা এবং একটি লিপি। প্রথম অংশটি ইঙ্গিত দেয় যে এই শিলালিপিটি রাজা চন্দ্রবর্মণের। পাহাড়ের এই দুর্গম অংশ থেকে দেখতে পাওয়া যায় দূর দূরান্ত পর্যন্ত। অপরূপ প্রাকৃতিক সৌন্দর্য্য মন জয় করবে প্রত্যেকের। তবে এই জায়গায় আসার আগে অবশ্যই সাবধানতা অবলম্বন করতে হবে। ওপরে ওঠার পথটিকে রাস্তা বলাই বাহুল্য। আদতে একটি পাথুরে বক্র রেখা। যদিও এই দুর্গম অঞ্চলেও ভিড় জমাচ্ছেন পর্যটকরা। বলেন কষ্ট করে ওপরে আসা সার্থক। শিলালিপিটি প্রত্যক্ষ করার পর সব কষ্ট মুছে যায়।

প্রাগৈতিহাসিক ভূখণ্ড শুশুনিয়া পাহাড়। শুশুনিয়া পাহাড়ের কোলে পর্যটনের কারণ ছাড়াও গবেষণার কারণে ভিড় জমান আগ্রহী মানুষরা। বাঁকুড়া জেলার ইতিহাসের পাতায় বিশেষ ভূমিকা পালন করে এই শুশুনিয়া পাহাড়। রাজা চন্দ্রবর্মনের শিলালিপি সেই ঐতিহাসিক গুরুত্বকে অন্য পর্যায়ে পৌঁছে দিয়েছে। আবহাওয়ার পরিবর্তন হচ্ছে! সবে পুজো পেরিয়ে শীত শীত অনুভূত হচ্ছে। তাই দোনামনা না করে, এবারের গন্তব্য হতেই পারে শুশুনিয়া পাহাড়ের ইতিহাস।

মেয়ে লক্ষ্মীবরণে প্রস্তুত বাগনানের জোকা গ্রাম

মনোজ চক্রবর্তী

বাগনান: দুর্গাপুজো শেষ হয়ে গিয়েছে। বাঙালির বারো মাসে তেরো পার্বণের মধ্যে দুর্গাপুজোর পরই কোজাগরী লক্ষ্মীপুজো অনুষ্ঠিত হয়। কিন্তু যত দিন যাচ্ছে গৃহস্থের একান্ত- আপন দেবী লক্ষ্মীর আরাধনা সর্বজনীন হয়ে উঠছে। বাংলায় স্থানীয় ভিত্তিতে বেশ কয়েকটি পুজো সুনাম অর্জন করেছে জাঁকজমক ও পরিবেশের আঙ্গিকে। উদাহরণ হিসেবে যেমন বলা যায় বারাসাতের কালীপুজো, কাটোয়ার কার্তিক পুজো, চন্দননগরের জগদ্ধাত্রী পুজো ইত্যাদি। তেমনি হাওড়ার জোকা, খালনা, কামিনা, নাকোল- এই কয়েকটি এলাকায়

সর্বজনীন লক্ষ্মীপুজো রীতিমতো উৎসব-প্রেমী মানুষকে তাক লাগিয়ে দিয়েছে। এর মধ্যে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ হল জোকা গ্রামের মানুষ দেবী লক্ষ্মীকে মেয়ে রূপে পূজা করে থাকেন। হাওড়ার বাগনানের বাঙালপুর গ্রাম পঞ্চায়েত এলাকার দামোদর নদের ধারে ছোট্ট এই গ্রামটিতে গাছ-গাছালির সমারোহ। তেমনই দামোদরের চরে হাজারো সবজি চাষ করে জীবন যাপন করেন কয়েক হাজার মানুষ। মাটির গন্ধ মাখ া এই গ্রামে আড়ম্বরের ও আবেগের খামতি নেই দেবী লক্ষ্মীকে নিয়ে। এখন মেয়ে আসার আনন্দে মেতে উঠেছে জোকা গ্রামের কয়েক হাজার মানুষ। জানা গিয়েছে এই গ্রামে বেশ কয়েকটি আড়ম্বরপূর্ণ লক্ষ্মী পুজো অনুষ্ঠিত হয়- যাদের বাজেট কয়েক লক্ষ টাকা। পুজোর জন্য সারা বছর ধরে রীতিমতো রুটিন মেপে অর্থ সঞ্চয় করে এই দামের আবাল বৃদ্ধ বণিতা। পুজো এলেই চাঁদা হিসেবে তা তুলে দেন কাছের উদ্যোক্তাদের হাতে। এ যেন মেয়ে আসার আগে তাকে যত্ন আত্তির জন্য মা বাবা ও পরিজনদের অর্থ সঞ্চয় করার রূপকল্প। জানা গিয়েছে, শুধুমাত্র জোকার গ্রামটিতেই কুড়িটি বেশি বিগ বাজেটের লক্ষ্মীপুজো হচ্ছে। জোকা ইন্টারন্যাশনাল ক্লাবের এবারের থিম বিহঙ্গের মুক্তি, জোকা পাওয়ার সঙ্ঘের এবারের থিম জলপরী, কালীমাতা ব্যায়াম সমিতির থিম ধনধান্যে পুষ্প ভরা, জোকা অ্যাকশন কমিটির থিম পার্থক্য, জোকা ভাই ভাই সংঘের মণ্ডপে এবার শোভা পাবে বিশালাকার লক্ষ্মী প্রতিমা যা সামুদ্রিক ঝিনুক দিয়ে তৈরি। পাশাপাশি এর মধ্যেই একটি ব্যতিক্রমী মণ্ডপ- যা জোকা গ্রামের সবচেয়ে ছোট্ট মণ্ডপ বলেই পরিচিতি পাচ্ছে এবং সবচেয়ে ছোট্ট প্রতিমা বলেও পরিচিতি পাচ্ছে। জোকা মান্না বাড়ির এবারের পূজো দ্বিতীয় বর্ষে পড়ল বলে জানা গিয়েছে। তবে জোকা গ্রামের কয়েক হাজার কৃষিজীবী মানুষ মেয়ে হিসেবে দেবী লক্ষ্মীকে আবাহন জানাতে প্রস্তুতি শুরু করেছে ইতিমধ্যেই। অধিকাংশ পুজোর উদ্বোধন করবেন বাগনানের বিধায়ক অরুনাভ সেন। বাঙালপুর গ্রাম পঞ্চায়েতের উপ প্রধান আশিক রহমান জানান, ‘জোকা গ্রামের লক্ষ্মীপুজোয় লক্ষাধিক মানুষের চাপ সামলানোই এখন চ্যালেঞ্জ।’

‘রাস্তায় নেড়ি কুকুরের থেকে বেশি ঘুরছে ইডি’

গেহলটের নিশানায় কেন্দ্র

জয়পুর, ২৭ অক্টোবর: ভোটের রাজস্থানে এনফোর্সমেন্ট ডিরেক্টরেট (ইডি)-এর সক্রিয়তা নিয়ে সরব হলেন সে রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী তথা প্রবীণ কংগ্রেস নেতা অশোক গেহলট। শুক্রবার তিনি বলেন, ‘আমাদের রাজ্যের পথেঘাটে এখন নেড়ি কুকুরের চেয়েও বেশি ইডি ঘুরছে।’ নরেন্দ্র মোদি সরকার বিধানসভা নির্বাচনের আগে বিরোধীদের উপর চাপ বাড়াতে ইডি এবং আর এক কেন্দ্রীয় তদন্ত সংস্থা সিবিআইকে ব্যবহার করছে বলেও জয়পুরে সাংবাদিক বৈঠকে অভিযোগ করেন তিনি।

বিধানসভা ভোটের আগে রাজস্থানে কংগ্রেসের বিরুদ্ধে সক্রিয় হয়েছে ইডি। বৃহস্পতিবার প্রদেশ কংগ্রেস সভাপতি তথা বিধায়ক গোবিন্দ সিং দোতাসরা এবং দলের প্রথম সারির নেতা ওমপ্রকাশ হুদলার ঠিকানায় তল্লাশি চালান কেন্দ্রীয় সংস্থাটির আধিকারিকেরা। পাশাপাশি, জিজ্ঞাসাবাদের জন্য আগামী সোমবার (৩০ অক্টোবর) তলব করা হয় মুখ্যমন্ত্রী গেহলটের ছেলে তথা কংগ্রেস নেতা বৈভব গেহলটকে।

ইডি সূত্র জানিয়েছে, দু’টি পুরনো মামলার সূত্র ধরেই মরুরাজ্যে ইডির এই তৎপরতা। সরকারি নিয়োগ পরীক্ষায় প্রশ্ন ফাঁসের ঘটনায় বেআইনি আর্থিক লেনদেনের সন্ধান পেতেই গোবিন্দ এবং ওমপ্রকাশের একাধিক ঠিকানায় তল্লাশি হয়েছে। অন্য দিকে, বিদেশি মুদ্রা নিয়ন্ত্রণ আইন (ফেমা) লঙ্ঘনের অভিযোগে জিজ্ঞাসাবাদের জন্য তলব করা হয়েছে গেহলট-পুত্রকে। যদিও সব কিছু ছাপিয়ে সামনে চলে এসেছে বিজেপির রাজনৈতিক প্রতিহিংসার প্রশ্ন।

২০২০ সালে জয়পুরের দুই ব্যক্তি গেহলট-পুত্রের বিরুদ্ধে ‘শিবনার হোল্ডিংস’ নামে একটি মরিশাস-ভিত্তিক কোম্পানির মাধ্যমে বেআইনিভাবে অর্থ পাচারের অভিযোগ তুলেছিলেন। তাঁদের অভিযোগ ছিল, ২০১১ সালে বৈভব ওই কোম্পানির মাধ্যমে বেনামে ট্রাইটন হোটেলের ২,৫০০ শেয়ার কিনেছিলেন। সেই অভিযোগের ভিত্তিতে বিজেপি সাংসদ কিরোরিলাল মিনা ইডির কাছে গেহলট-পুত্রের বিরুদ্ধে তদন্তের আবেদন জানিয়েছিলেন। তিন বছর পরে বিধানসভা ভোটের মুখে সেই তদন্তে সক্রিয় হয়েছে ইডি।

নরেন্দ্র মোদির ন’বছরের প্রধানমন্ত্রিত্বে কেন্দ্রীয় সংস্থাগুলির বিরুদ্ধে পক্ষপাতদুষ্ট আচরণের অভিযোগ উঠেছে বারে বারেই। গত মে মাসে কর্নাটকে বিধানসভা ভোটের কিছু দিন আগে বেআইনি আর্থিক লেনদেনের মামলায় ইডি নোটিস পাঠিয়েছিল প্রদেশ কংগ্রেসের সভাপতি ডিকে শিবকুমারকে। রাজস্থানে বিধানসভা ভোট আগামী ২৫ নভেম্বর। তার আগে বিজেপির প্রধান প্রতিদ্বন্দ্বী কংগ্রেসের নেতাদের বিরুদ্ধে বৃহস্পতিবার ইডি-র অভিযান ঘিরে উঠেছে প্রশ্ন।

অনুপ্রবেশের চেষ্টায় জম্মুর সীমান্তে ফের পাক গোলাগুলি

শ্রীনগর, ২৭ অক্টোবর: জম্মুর আন্তর্জাতিক সীমান্তে ভারতীয় সীমান্তরক্ষী বাহিনী (বিএসএফ)-র একাধিক ছাউনির ওপর ফের হামলা চালাল পাকিস্তান। বৃহস্পতিবার রাত থেকে টানা গুলিগোলায় দু’জন বিএসএফ জওয়ান গুরুতর জখম হয়েছেন। আহত হয়েছেন স্থানীয় এক গ্রামবাসীও।

বিএসএফের তরফে জানানো হয়েছে, অর্নিয়া-সুচেতগড় সেক্টরে পাঁচটি সীমান্ত চৌকিতে বৃহস্পতিবার রাতে বিনা প্ররোচনায় পাক বাহিনী হামলা চালায়। পাকিস্তান রেঞ্জার্স বাহিনীর পাশাপাশি পাক জঙ্গিরাও হামলায় অংশ নিয়েছিল বলে বিএসএফের একটি সূত্রের খবর। বিএসএফের তরফেও পাক গুলির জবাব দেওয়া হয়।

সেপ্টেম্বর মাসেও জম্মু ও কাশ্মীরের নিয়ন্ত্রণরেখা (এলওসি) এবং আন্তর্জাতিক সীমান্তে বিএসএফের চৌকিগুলির উপর হামলা চালিয়েছিল পাক বাহিনী। জম্মু, সাম্বা ও পুঞ্চ জেলায় ওই ধারাবাহিক হামলায় কয়েক জন বিএসএফ জওয়ান আহত হয়েছিলেন। শীতের আগে জঙ্গিদের পাক অধিকৃত কাশ্মীর থেকে অনুপ্রবেশের সুযোগ করে দিতেই এই পরিকল্পিত হামলা বলে গোয়েন্দা সূত্রের খবর।

অখিলেশ-ঘনিষ্ঠ নেতাকে খুনের হুমকি

লখনউ, ২৭ অক্টোবর: অখিলেশ ঘনিষ্ঠ নেতাকে খুনের হুমকি। লোকসভা নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করলে খুন হবেন তিনি। সমাজবাদী পার্টির নেতা রাজেশ কাশ্যপের অভিযোগ, ফোনে এমনই হুমকি দেওয়া হচ্ছে তাঁকে। উত্তরপ্রদেশের শাহজাহানপুরে পুলিশের কাছে অভিযোগ জানিয়ে এফআইআর-ও করেছেন ওই নেতা।

শুক্রবার রাজেশ বলেন, ‘গত ১৮ অক্টোবর আমাকে ফোন করে অজানা এক ব্যক্তি হুমকি দেন, ২০২৪ সালের লোকসভা ভোটে দাঁড়ালে খুন করা হবে বলে। এর পর ১৯ তারিখেও একই হুমকি দিয়ে একটি ফোন পেয়েছিলাম। এ পর্যন্ত প্রায় এক ডজন হুমকি ফোন পেয়েছি। তাই বাধ্য হয়েই পুলিশের কাছে অভিযোগ জানিয়েছি।’

সমাজবাদী পার্টির শাহজহানপুর জেলা সভাপতি তনভির খান শুক্রবার বলেন, ‘রাজেশ আগামী লোকসভা ভোটে শাহজাহানপুর কেন্দ্র থেকে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করবেন বলে ইতিমধ্যেই দলীয় স্তরে প্রাথমিক আলোচনা হয়েছে। এই কেন্দ্রে সমাজবাদী পার্টির জয় নিশ্চিত। তাই তাঁকে ভয় দেখিয়ে প্রতিদ্বন্দ্বিতা থেকে সরানোর চেষ্টা চলছে।’ শাহজাহানপুরের সার্কেল ইনস্পেক্টর বিএস বীরকুমার বলেন, ‘সমাজবাদী নেতাকে ফোনে হুমকির অভিযোগ দায়ের হয়েছে। পুলিশ তদন্ত করছে।’

নতুন ৮ ভাইরাসের খোঁজ মিলল চিনে

বেজিং, ২৭ অক্টোবর: ফের আসছে করোনা! যার উৎপত্তিস্থল আবারও সেই চিন! কোভিডের আঁতুড়ঘর চিনে ফের নতুন করে আটটি ভাইরাসের সন্ধান মিলেছে। চিনা বিজ্ঞানীদের দাবি, এর আগে কোনওদিন এমন ধরনের ভাইরাসের অস্তিত্ব টের পাননি তাঁরা। এই ভাইরাসগুলির মধ্যে একটি কোভিড-১৯’এর সমতুল সার্স-কোভ-২ জীবাণু। চার বছর আগে চিনার উহান প্রদেশে করোনার প্রথম খোঁজ মিলেছিল। এবার চিনের হাইনান দ্বীপে নতুন ভাইরাসের উপস্থিতির হদিশ মিলেছে।

বিজ্ঞানীদের আশঙ্কা, এই ভাইরাসগুলি মানবদেহে সংক্রমিত হওয়ার সম্ভাবনা খুব বেশি। বাদুড় থেকে সংক্রমিত কোভিড-১৯ বিশ্বে অতিমারি পরিস্থিতি তৈরি করেছিল। মৃত্যু হয় কয়েক লক্ষ মানুষের। সামাজিক, অর্থনৈতিক, পারিবারিক ধাক্কার রেশ সামলে উঠতে শুরু করেছে বিশ্বের মানুষ। কিন্তু তার মধ্যেই নতুন করে এই ভাইরাসের হদিশ মেলায় উদ্বেগ বাড়ছে। তবে মানবশরীরে এর কতটা প্রভাব পড়বে, তা নিয়ে গবেষণা এখনও চলছে।

চিনা সরকারের তৎপরতায় হাইনান দ্বীপের ৬৮২টি বিভিন্ন প্রজাতির ইঁদুরের মলদ্বার এবং লালা সংগ্রহ করে এই ভাইরাসগুলির সন্ধান পেয়েছেন বিজ্ঞানীরা। উল্লেখ্য মূল চিন ভূখণ্ডের বাইরে অবস্থিত এই দ্বীপে ৯০ লক্ষ মানুষ বসবাস করেন। ফলে মানবদেহে ছড়ালে তা কয়েক মাসের মধ্যে ফের ভয়াবহ আকার ধারণ করতে পারে বলে আশঙ্কা। তবে তা নিয়ে এখনও গবেষণা চালাচ্ছেন চিনের জীবাণু বিশেষজ্ঞরা।

এথিক্স কমিটির তলব এড়াচ্ছেন মহুয়া মৈত্র

নয়াদিল্লি, ২৭ অক্টোবর: লোকসভার এথিক্স কমিটির তলব এড়াচ্ছেন মহুয়া মৈত্র। আগামী ৩১ অক্টোবর তিনি সংসদে হাজিরা দেবেন না বলে জানিয়েছেন তিনি। সংসদের এথিক্স কমিটির চেয়ারম্যানকে চিঠি দিয়ে মহুয়া জানিয়েছেন, ৩০ অক্টোবর থেকে ৪ নভেম্বর পর্যন্ত নিজের লোকসভা কেন্দ্রে বহু পূর্বনির্ধারিত বিজয়া সম্মিলনী রয়েছে তাঁর। তাই ওই সময় হাজিরা দেওয়া সম্ভব নয়।

সশরীরে হাজিরা দেওয়ার জন্য এথিক্স কমিটির তাঁকে নতুন তারিখ দেওয়া হোক বলে জানিয়েছেন তৃণমূল সাংসদ। বাড়তি সময় চাওয়ার ক্ষেত্রে তিনি টেনে এনেছেন বিজেপি সাংসদ রমেশ বিধুরি প্রসঙ্গ। রাজস্থান নির্বাচনের অজুহাত দেখিয়ে রমেশ এথিক্স কমিটিতে হাজিরা দেওয়ার জন্য বাড়তি সময় চেয়েছিলেন। সেই সময় তাঁকে দেওয়াও হয়েছিল। কৃষ্ণনগরের সাংসদের দাবি, বিধুরির মতো তাঁকেও সময় দেওয়া হোক। এই সঙ্গে, কমিটির প্রধানের প্রতি ক্ষোভও উগরে দিয়েছেন মহুয়া। তাঁর বক্তব্য, ৫ নভেম্বরের পর তাঁকে কমিটির সুবিধামতো যে কোনও দিন, যে কোনও সময় ডাকা হলে তিনি হাজির হবেন।

ভারতীয় সেনাকে মালদ্বীপ ছাড়ার নির্দেশ চিনপন্থী প্রেসিডেন্টের

মালে, ২৭ অক্টোবর: মালদ্বীপ ছাড়তে হবে ভারতীয় সেনাকে। কারণ পুরোপুরিভাবে স্বাধীন দেশ হিসাবে পরিচিত হতে চায় মালদ্বীপ। একটি সাক্ষাৎকারে সাফ জানিয়েছেন মালদ্বীপের নব্যনির্বাচিত প্রেসিডেন্ট মহম্মদ মুইজু। প্রসঙ্গত, নির্বাচনী প্রচার চলাকালীন একাধিকবার এই প্রসঙ্গ তুলেছিলেন তিনি। চিন ঘনিষ্ঠ এই নেতা সাফ জানিয়ে দেন, মালদ্বীপে ভারতীয় সেনা থাকলে দেশের সার্বভৌমত্ব নিয়ে প্রশ্ন ওঠে।

চলতি মাসের শুরুতেই নির্বাচনে জিতে প্রেসিডেন্টের কুর্সিতে বসেছিলেন মুইজু। তবে প্রথম দিনই জানিয়েছিলেন, ‘আইন মেনে মালদ্বীপ থেকে সমস্ত বিদেশি সেনা সরিয়ে দেওয়া হবে। সামরিক বাহিনীগুলি চায় না তাদের ফেরত পাঠানো হোক। কিন্তু মালদ্বীপের জনগণ সিদ্ধান্ত নিয়ে নিয়েছে।’ তবে সেই সময়ে ভারতের নাম উল্লেখ করেননি মুইজু। তবে এবার সরাসরি ভারতের নাম বলে মুইজু জানালেন, মালদ্বীপের মাটি থেকে সরতে হবে ভারতীয় সেনাকে।

ব্লুমবার্গ টিভিতে একটি সাক্ষাৎকার দিয়েছেন মালদ্বীপের নতুন প্রেসিডেন্ট। সেখানেই তিনি বলেন, ‘আমাদের দেশে ভারতের সেনাবাহিনী রয়েছে। কিন্তু তাদের ফিরে যেতে হবে।’ মুইজু বলেন, সেনা সরানো নিয়ে ইতিমধ্যেই ভারত সরকারের সঙ্গে তাঁর আলোচনা হয়েছে। দুই দেশের মধ্যে যথেষ্ট ইতিবাচক কথা হয়েছে বলেই জানিয়েছেন মুইজু। তিনি বলেন, দুই দেশের উন্নতি করার জন্য দ্বিপাক্ষিক সম্পর্ক অবশ্যই বজায় থাকবে।

তবে বরাবরই চিনপন্থী হিসাবে পরিচিত মুইজু। তিনি মসনদে বসলে ভারতকে নিশানা করতে পারতেন এই আশঙ্কা ছিলই। ভারতের সেনা সরিয়ে চিনের প্রতি সমর্থন জানাবেন মুইজু, এই প্রশ্ন উঠছে দেশের অন্দরেই। তবে প্রেসিডেন্টের সাফ উত্তর, ‘চিন বা অন্য কোনও দেশের সেনাকেই মালদ্বীপে থাকার অনুমতি দেওয়া হবে না।’ তবে ভারতের সেনা সরানো নিয়ে কোনও নির্দিষ্ট সময়সীমা জানায়নি মালদ্বীপ।

সরকারি কর্মীরা দ্বিতীয় বিয়ে করতে পারবে না!

গুয়াহাটি, ২৭ অক্টোবর: প্রথম স্ত্রী জীবিত থাকলে সরকারি কর্মীরা দ্বিতীয় বিয়ে করতে পারবে না। এমনকী, নিজের ধর্মের তরফে দ্বিতীয় বিয়ের অনুমোদন থাকলেও রাজ্য সরকারের অনুমতি নিতে হবে। এমনই নির্দেশিকা জারি করেছে অসম সরকার। কেবল পুরুষ নয়, মহিলা কর্মীদের ক্ষেত্রেও একই নিয়ম প্রযোজ্য হবে। অর্থাৎ অসম সরকারের অধীনে কর্মরত কোনও মহিলার প্রথম স্বামী জীবিত থাকলে দ্বিতীয় বিয়ে করার আগে রাজ্য সরকারের অনুমতি নিতে হবে। এই নির্দেশিকা অমান্য করলে চাকরিক্ষেত্রে কড়া পদক্ষেপ করা হবে এবং অবসরকালীন ভাতা পাওয়ার উপরেও প্রভাব পড়বে বলে স্পষ্ট করে দিয়েছেন অসমের মুখ্যমন্ত্রী হিমন্ত বিশ্বশর্মা। সরকারি কর্মীদের প্রথম স্বামী বা স্ত্রী জীবিত থাকলে দ্বিতীয় বিয়ে করায় নিষেধাজ্ঞা নতুন কিছু নয়, এটা পুরানো সার্কুলার বলে জানিয়েছেন মুখ্যমন্ত্রী। তিনি জানান, আগেও এই নিয়ম ছিল। এখন সেটা পুরোদমে কার্যকর করার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। যদি কারও ধর্মে দ্বিতীয় বিয়ের অনুমোদন থাকে, তখনও দ্বিতীয় বিয়ে করার আগে রাজ্য সরকারের অনুমতি নিতে হবে। তারপর রাজ্য সরকার অনুমতি দিতেও পারে, আবার নাও দিতে পারে।

প্রয়াত প্রাক্তন চিনা প্রিমিয়ার লি কেকিয়াং

বেজিং, ২৭ অক্টোবর: দশ বছর ধরে চিনের প্রিমিয়ার হিসেবে দায়িত্ব সামলেছেন। বৃহস্পতিবার চিনের সাংহাইতে আচমকাই হৃদরোগে আক্রান্ত হন চিনের প্রাক্তন প্রিমিয়ার লি কেকিয়াং। শুক্রবার তাঁর মৃত্যু হয়েছে। লি কেকিয়াংয়ের মৃত্যুসংবাদ নিশ্চিত করেছেন সরকারি সংবাদমাধ্যম সিসিটিভি। মৃত্যুকালে তাঁর বয়স হয়েছিল ৬৮ বছর।

সিসিটিভি-র তরফে জানানো হয়েছে, ‘৬৮ বছরের কমরেড লি কেকিয়াং সাংহাইতে অবসর জীবন কাটানোর মাঝেই আচমকা হৃদরোগে আক্রান্ত হন। তাঁকে সুস্থ করে তোলার জন্য সবরকম প্রচেষ্টা করা হলেও ব্যর্থ হয়। মধ্যরাতে তাঁর মৃত্যু হয়েছে।’ শুক্রবার সকাল থেকে চিনের সোশাল মিডিয়া ‘উইবো’তে ছড়িয়ে পড়েছে তাঁর মৃত্যুসংবাদ। নানা জনে নানা মন্তব্য জানিয়েছেন। তবে তার বেশিরভাগটাই সরকার নিয়ন্ত্রিত বলে জানা গিয়েছে।

চিনের বর্তমান প্রেসিডেন্ট তথা কমিউনিস্ট পার্টির আজীবন সদস্য শি জিনপিংয়ের সঙ্গে লি কেকিয়াংয়ের সম্পর্কে যথেষ্ট টানাপোড়েন ছিল। উল্লেখ্য, চিনের দলীয় বিন্যাস অনুযায়ী, প্রিমিয়ার পদটি দ্বিতীয় সর্বোচ্চ ক্ষমতাসম্পন্ন। মার্চে আচমকাই পার্টি কংগ্রেসের সময়ে কেকিয়াংকে পরোক্ষে বিদায় বার্তা দেওয়া হয়েছিল। তা সর্বসমক্ষে মেনেও নিয়েছিলেন কেকিয়াং। তিনি নিজেই প্রিমিয়ারের পদ থেকে ইস্তফা দেন। বদলে লি কিয়াং এই দায়িত্ব নেন।

২০১৩ সালে প্রিমিয়ার হয়েছিলেন লি কেকিয়াং। টানা ১০ বছর সেই পদে ছিলেন। একাধিক কাজের জন্য তাঁর জমানা বিশেষ তাৎপর্যপূর্ণ ছিল। দেশের রাজনীতি, অর্থনীতির নানা বিষয়ে কেকিয়াংয়ের কাজ গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠেছে চিনের জন্য। তাঁর উত্থানও বেশ চমকপ্রদ। ১৯৯৮ সালের সর্বকনিষ্ঠ গভর্নর হিসেবে হেনান প্রদেশের দায়িত্ব পেয়ে রাজনৈতিক কেরিয়ার শুরু। ধীরে ধীরে কমিউনিস্ট পার্টির অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তি হয়ে ওঠেন। তবে তাঁর সঙ্গে শি জিনপিংয়ের সম্পর্ক ছিল বৈরিতার।

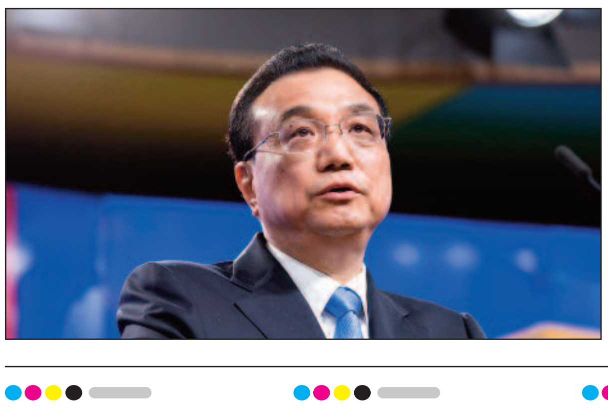

গায়ে গরম দুধ উলটে মর্মান্তিক মৃত্যু চার বছরের শিশুর

গোয়ালিয়র, ২৭ অক্টোবর: গায়ে গরম দুধ উলটে যাওয়ার জেরে প্রাণ হারাল চার বছরের শিশু। মর্মান্তিক এই ঘটনা ঘটেছে গোয়ালিয়রে।

মৃত শিশুর নাম দেব আহিরওয়ার। গোরঘাট থানা এলাকার বাদোঁ কালান গ্রামের বাসিন্দা ছিল সে। মা-বাবার তিন সন্তানের সর্বকনিষ্ঠ। গত ৪ অক্টোবর নিজেদের বাড়ির চত্বরেই খেলা করছিল দেব। ঠিক সেই সময় সেখান দিয়ে গরম দুধের পাত্র নিয়ে যাচ্ছিলেন এক স্থানীয় শ্রমিক সুরেন্দ্র। তখনই নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে ওই গরম দুধের পাত্রে ধাক্কা লেগে পড়ে যায় দেব। গোটা দুধ উলটে যায় তার গায়ে। তার জেরেই শরীরের প্রায় ৮০ শতাংশই পুড়ে যায় তার।

একরত্তির চিৎকার আর কান্না শুনে ছুটে আসেন পরিবারের লোকেরা। সঙ্গে সঙ্গে নিয়ে যাওয়া হয় স্থানীয় হাসপাতালে। দীর্ঘ তিন সপ্তাহ মৃত্যুর সঙ্গে পাঞ্জা লড়ছিল দেব। কিন্তু অবশেষে হার মানল। বুধবার মৃত্যু হয় তার। ৪ বছরের সন্তানের মৃত্যুতে শোকে পাথর পরিবার। গোটা ঘটনার তদন্ত করে দেখছে পুলিশ। কীভাবে এমন ঘটনা ঘটল, কেউ ইচ্ছাকৃতভাবে কিছু করেছে কি না, তাও খতিয়ে দেখা হচ্ছে।

আজহারকে প্রার্থী করল কংগ্রেস

অমরাবতী, ২৭ অক্টোবর: আবারও রাজনীতির ময়দানে মহম্মদ আজহারউদ্দিন। তেলঙ্গানা বিধানসভা নির্বাচনের জন্য দ্বিতীয় দফার প্রার্থী তালিকা প্রকাশ করল কংগ্রেস। যেখানে নাম রয়েছে প্রাক্তন ভারত অধিনায়কের। এছাড়াও এই দফায় আরও ৪৪ জনের নাম ঘোষণা করা হল। ২০০৯ সালে উত্তরপ্রদেশের মোরাদাবাদ থেকে কংগ্রেসের টিকিটে লড়ে জয়ী হয়েছিলেন আজহার। তবে গত লোকসভা নির্বাচনে সেকেন্দ্রাবাদ থেকে লড়ার কথা থাকলেও শেষমেশ আর ভোটে দাঁড়াননি তিনি। তবে এবার বিধানসভা নির্বাচনে লড়বেন প্রাক্তন তারকা। আগামী ৩০ নভেম্বর তেলঙ্গানায় ভোট। ১১৯ আসনে হবে লড়াই। সেই নির্বাচনেই জুবিলি হিলস আসন থেকে কংগ্রেসের টিকিটে লড়বেন আজহার। যিনি বর্তমানে তেলঙ্গানা প্রদেশ কংগ্রেস কমিটির কার্যকরী সভাপতি।

দিল্লি মেট্রোর পার্কিং চত্বর থেকে মহিলার পচাগলা দেহ উদ্ধার

নয়াদিল্লি, ২৭ অক্টোবর: দিল্লির এক মেট্রো স্টেশনের পার্কিং চত্বর থেকে মহিলার পচাগলা দেহ উদ্ধার করল পুলিশ। ঘটনাকে কেন্দ্র করে এলাকায় চাঞ্চল্য ছড়ায়। ঘটনায় তদন্তের সম্পূর্ণ তথ্য দিতে দিল্লি পুলিশকে নোটিস পাঠাল দিল্লি মহিলা কমিশন।

শুক্রবার উত্তর দিল্লির শাস্ত্রী পার্ক মেট্রো স্টেশনের পার্কিং চত্বর থেকে অজ্ঞাত পরিচয়ের এক মহিলার দেহ উদ্ধার করা হয়। এই বিষয়ে দিল্লি পুলিশের এক আধিকারিক জানিয়েছেন, ‘দেহটি ময়নাতদন্তে পাঠানো হয়েছে। এক পথচারী ওই পার্কিং চত্বরে দেহটি পরে থাকতে দেখেন। পচাগলা দেহটির অবস্থা দেখে অনুমান করা হচ্ছে সেটি তিন-চারদিনের পুরনো। এবং মহিলার বয়স তিরিশের কাছাকাছি হবে। তদন্তের জন্য এলাকার বাসিন্দাদের সঙ্গে কথা বলা হচ্ছে। এলাকার বিভিন্ন সিসিটিভি ফুটেজ খতিয়ে দেখা হচ্ছে যাতে জানা যায়, কেউ ওই মৃতদেহটি সেখানে ফেলে দিয়ে গিয়েছিল কি না। নাকি স্বাভাবিক কারণে ওই মহিলার মৃত্যু হয়েছিল।’

জানা গিয়েছে, ওই মহিলার মৃতদেহ উদ্ধার নিয়ে দিল্লি পুলিশকে নোটিস পাঠিয়েছেন দিল্লি মহিলা কমিশনের সভাপতি স্বাতী মালিওয়াল। ডেপুটি কমিশনারকে পাঠানো চিঠিতে তিনি বলেছেন, ‘এটি একটি অত্যন্ত গুরুতর বিষয়। মৃতদেহটি শনাক্ত করা হলে দিল্লি মহিলা কমিশনকে জানাবেন। ঘটনার তদন্তে কী কী পদক্ষেপ করা হয়েছে সেই বিষয়েও তথ্য প্রদান করবেন। এবং ঘটনায় কাউকে গ্রেপ্তার করা হলে সেই অভিযুক্তের বিস্তারিত তথ্য ও এফআইয়ের অনুলিপিও জমা দেবেন আমাদের কাছে।’ আগামী ৩১ অক্টোবরের মধ্যে দিল্লি পুলিশকে সমস্ত তথ্য জমা দেওয়ার কথা জানিয়েছে দিল্লি মহিলা কমিশন।

মেট্রো রেলওয়ে, কলকাতা

স্থানীয় ক্রয়ের জন্য সরবরাহকারীদের এমপ্যানেলমেন্টের জন্য ইওআই বাতিল

বিজ্ঞপ্তি নং. এমআরটিএস/মেড/এলপি/ ইওআই/নোটিস/২০২৩/০২ সাপেক্ষে তপন সিন্হা মেমোরিয়াল হাসপাতাল, মেট্রো রেলওয়ে, কলকাতার অনুকূলে স্থানীয় ক্রয়ের জন্য সরবরাহকারীদের এমপ্যানেলমেন্টের জন্য একটি ইওআই মেট্রো রেলওয়ে, কলকাতার ওয়েবসাইটে আপলোড করা হয়েছিল। অপরিহার্য পরিস্থিতির কারণে ইওআই বাতিল করা হল।

প্রিন্সিপাল চিফ মেডিক্যাল অফিসার, মেট্রো রেলওয়ে, কলকাতা

আমাদের অনুসরণ করুন: /metrorailwaykol /metrorailkolkata

দক্ষিণ পূর্ব রেলওয়ে টেন্ডার

ই-টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি নং : টিআরডি-কেজিপি-ডব্লু-২০২৩-২৪-১৫, তারিখ : ২৬.১০.২০২৩। সিনিয়র ডিভিসনাল ইলেক্ট্রিক্যাল ইঞ্জিনিয়ার/টিআরডি, দক্ষিণ পূর্ব রেলওয়ে, খড়গপুর-৭২১৩০১ ভারতের রাষ্ট্রপতির তরফে নিম্নলিখিত কাজের জন্য আইটেমের ক্ষেত্রে উল্লিখিত তারিখে দুপুর ৩ টের পূর্বে ই-টেন্ডার আহ্বান করছেন এবং টেন্ডারটি দুপুর ৩.৩০ মিনিটে খোলা হবে। **কাজের বিবরণ** : ২ বছরের জন্য নন সাবার্বান ও সাবার্বান অধিকারক্ষেত্রের অধীনে বিভিন্ন ওএইচই/ পিএসআই ডিপোর নন-কোর ট্র্যাকশন অ্যাসেটের ম্যানিং/ আপকিপ। **টেন্ডার মূল্য** : ২,০৩,৩৩,৫৫৭.৪৪ টাকা। **ইএমডি**: ২,৫১,৭০০ টাকা। **টেন্ডার নথিপত্রের মূল্য**: শূন্য। **সম্পূর্ণ করার সময়সীমা**: ২৪ মাস। **জমার তারিখ** : ১৭.১১.২০২৩ তারিখ দুপুর ৩টে পর্যন্ত। **খোলার তারিখ** : ১৭.১১.২০২৩। টেন্ডারের সম্পূর্ণ বিবরণ, স্পেসিফিকেশনের জন্য টেন্ডারদাতারা **www.ireps.gov.in** ওয়েবসাইট দেখতে পারেন এবং অনলাইনে তাঁদের বিড জমা করতে পারেন। এই কাজটির জন্য ম্যানুয়াল টেন্ডার কোনভাবেই গৃহীত হবে না। **দ্রষ্টব্য** : সকল টেন্ডারে অংশগ্রহণ করতে সম্ভাব্য দরদাতারা নিয়মিতভাবে www.ireps.gov.in দেখতে পারেন। (PR-751)

EKDIN VOL. 19, ISSUE NO. 135, KOLKATA, SATURDAY, 28 OCTOBER 2023, PAGE 8
কলকাতা ২৮ অক্টোবর ২০২৩

পাক হৃদয় ভেঙে ১ উইকেটের জয়ে শীর্ষে উঠল দক্ষিণ আফ্রিকা

নিজস্ব প্রতিনিধি: আগের ২৫টি ম্যাচে দেখা যায়নি এমন। অবশেষে বিশ্বকাপের হারিয়ে যাওয়া জমজমাট লড়াইয়ের সে রোমাঞ্চ ধরা দিল চেন্নাইয়ে। পাকিস্তানের হৃদয় ভেঙে সেখানে ১ উইকেটের জয় পেয়েছে দক্ষিণ আফ্রিকা;ভারতকে টপকে পয়েন্ট তালিকার শীর্ষেও চলে গেছে তারা। অন্যদিকে খাদের কিনারে থাকা পাকিস্তান ধাক্কা খেয়েছে আরেকটি।

২৭১ রানের লক্ষ্যে ব্যাটিং করা দক্ষিণ আফ্রিকার ৫৯ বলে ৪ উইকেট হাতে রেখে দরকার ছিল ২১ রান, পরিষ্কারভাবে এগিয়ে ছিল তারাই। কিন্তু বিশ্বকাপের প্রথম কনকাশন-বদলি হিসেবে আসা উসামা মিরের বলে ৯১ রান করা এইডেন মার্করামের আউটে বদলে যায় চিত্রটা, নাটকের শুরুটাও বলা যায় তখন থেকে। ঠিক পরের ওভারে এসে জেরাল্ড কোয়েৎজিকে আউট করে পাকিস্তানকেই ফেবারিট বানিয়ে দেন শাহিন শাহ আফ্রিদি।

কিন্তু লুঙ্গি এনগিডি ও কেশব মহারাজের জুটি নিজের শেষ ওভারে ভাঙতে পারেননি আফ্রিদি, আসে মাত্র ২ রান। অবশ্য দক্ষিণ আফ্রিকার তখন রান তোলার চেয়েও টিকে থাকাই বড় ব্যাপার হয়ে উঠেছিল। আর ফুরিয়ে আসছিল পাকিস্তান পেসারদের ওভার। কিছুক্ষণ থেকেই ক্র্যাম্পে ভোগা মোহাম্মদ ওয়াসিমের ওভারও পার করেন দুজন। এরপর হারিস রউফ, প্রথম ৯ ওভারে যিনি ছিলেন খরুচে। এনগিডি সুযোগ দেন; ফলো-থ্রুয়ের গতিপথ বদলে, সামনে ডাইভ দিয়ে প্রায় মাটি থেকে বাঁ হাতে তুলে সে ক্যাচটি নেন রউফ। শেষ বলে রউফ পেতে পারতেন শেষ ব্যাটসম্যান তাব্রেইজ শামসির উইকেট, কিন্তু এলবিডব্লিউর রিভিউ পাকিস্তানের কাজে আসেনি উইকেটে আম্পায়ার্স কল হওয়াতে।

আফ্রিদির পর রউফের ওভার শেষ, পেসার হিসেবে বাকি ছিল শুধু

ওয়াসিমের ওভার। সে ওভারে ৩ রান তুলে টিকে থাকেন কেশব মহারাজ ও শামসি। মোহাম্মদ নেওয়াজের দিকে ঝুঁকতে হয় বাবরকে, তাঁর প্রথম বলে সিঙ্গেল নেন শামসি। দক্ষিণ আফ্রিকার জয়ের জন্য দরকার ছিল ৪ রান, মহারাজ লেগ সাইডে পেয়ে গ্যাপ দিয়ে মারেন সেটিই। গত বছর টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপে ভারতের বিপক্ষে ম্যাচের পর আরেকটি হাড্ডাহাড্ডি লড়াইয়ের ম্যাচে গুরুত্বপূর্ণ ওভার করতে এসে তাতেই হৃদয়ভঙ্গ হয় নেওয়াজের। আর দক্ষিণ আফ্রিকা মাতে উল্লাসে, যাতে মিশে থাকে বার্তা;রান তাড়া করে চাপকে জয় করেও জিততে পারে তারা!

এর আগে একটি ম্যাচ পরে ব্যাটিং করতে হয়েছিল দক্ষিণ আফ্রিকাকে, সেটিই হেরেছিল তারা। আফ্রিদির প্রথম ওভারে চারটি চার মেরে কুইন্টন ডি কক বার্তা দিয়েছিলেন, রান তাড়ায় কীভাবে এগোতে চান তাঁরা। অবশ্য আফ্রিদির পরের ওভারে ডিপ স্কয়ার লেগে ক্যাচ দেন আগের দুই ম্যাচে শতক করা ডি কক ১৪ বলে ২৪ রান করে। ধীরগতির শুরু করা টেম্বা বাভুমাও এগিয়ে এসেছিলেন মোহাম্মদ নেওয়াজের এক ওভারে টানা তিন চার মেরে, কিন্তু ওয়াসিমকে তুলে মারতে গিয়ে প্রথম পাওয়ারপ্লের ১ বল বাকি থাকতে ফেরেন তিনিও।

রেসি ফন ডার ডুসেনের সঙ্গে এইডেন মার্করামের ৫৪ রানের জুটি অবশ্য দক্ষিণ আফ্রিকাকে এগিয়ে নেয় ভালোভাবেই। প্রথম ওভারেই ফিল্ডিং করতে গিয়ে মাথায় আঘাত পাওয়া শাদাব খানের কনকাশন বদলি হিসেবে আসা উসামা মির ভাঙেন সে জুটি, রেসি ফন ডার ডুসেনকে এলবিডব্লু করে। পরপর ২ ম্যাচে একই আউট হলেন ফন ডার ডুসেন।

বিশ্বকাপের ম্যাচে পাকিস্তান-দক্ষিণ আফ্রিকার ঝামেলা

নিজস্ব প্রতিনিধি: চেন্নাইয়ে এখন এমনিতেই গরম। শুক্রবার বিশ্বকাপের ম্যাচে উত্তাপ আরও বেড়ে গেল কিছু ক্ষণের জন্যে। দক্ষিণ আফ্রিকা বনাম পাকিস্তান ম্যাচের মাঝেই ঝামেলায় জড়ালেন মার্কো জানসেন এবং মহম্মদ রিজ ওয়ান। পাকিস্তানের উইকেটকিপার তার পর নিজেকে সামলে নিলেন। মধ্যস্থতা করতে এগিয়ে এলেন আম্পায়াররাও। ফলে ঝামেলা বেশি দূর গড়ায়নি।'

ঘটনাটি ঘটেছে ম্যাচের সপ্তম ওভারে। নিজের ইনিংসের প্রথম বলটি খেলেছিলেন রিজ ওয়ান। কিন্তু জানসেনের স্লোয়ার ডেলিভারি বুঝতে পারেননি। ব্যাটের মাঝে লেগে বল বোলারের ডান দিকে উড়ে গিয়েছিল। হাত বাড়িয়ে ক্যাচ ধরতে গেলেও সফল হননি জানসেন। ক্যাচ ফস্কে কিছুটা বিষণ্ণ দেখায় তাঁকে।

পরের বলেই জানসেনকে চার মারেন রিজওয়ান। থার্ডম্যান অঞ্চল দিয়ে চার হয়ে যায়। জানসেন মোটেই খুশি হননি। তিনি রিজ ওয়ানের উদ্দেশে কিছু বলেন। রি জওয়ানও তার উত্তর দেন এগিয়ে এসে। আম্পায়ারেরা দুই ক্রিকেটারের মাঝে দাঁড়িয়ে মধ্যস্থতা করেন। কিন্তু জানসেনের রাগ কমেনি। পরের বলে তিনি ফের রিজ ওয়ানকে পরাস্ত করেন। এর পরেই রিজওয়ানের উদ্দেশে বলে ওঠেন, সেই বলটিও পাক ব্যাটারের চার মারা উচিত ছিল। এ বার রিজওয়ান বিষয়টিকে বাড়াতে চাননি। জানসেনের কথার উত্তরে তিনি হাসতে হাসতে নিজের জায়গায় ফিরে স্টান্স নিতে ব্যস্ত হয়ে পড়েন।

রিজওয়ান অবশ্য বেশি দূর নিজের ইনিংস টানতে পারেননি। ২৭ বলে ৩১ করে জেরাল্ড কোয়েৎজের বলে ক্যাচ দিয়ে আউট হন।

২০১৯ বিশ্বকাপের পাক অধিনায়ক সরফরাজকে পাশে পেলেন বাবররা

নিজস্ব প্রতিনিধি: ২০১৯ বিশ্বকাপে পাকিস্তানের অধিনায়ক ছিলেন সরফরাজ আহমেদ। সেই বিশ্বকাপে সেমিফাইনালে উঠতে পারেনি পাকিস্তান। বিশ্বকাপ শেষ করেছিল পয়েন্ট তালিকার পাঁচ নম্বরে থেকে। ওই আসরে তাদের শুরুটা ভালো ছিল না।

প্রথম পাঁচ ম্যাচের মধ্যে তারা জিতেছিল মাত্র একটি। তাই টুর্নামেন্টে ভালো শুরু করতে না পারার চাপটা কেমন হতে পারে, সেটা ভালোই জানা সরফরাজের। হয়তো সে কারণেই যখন অন্যরা পাকিস্তান দলের সমালোচনা করছেন, তখন বাবর আজমদের পাশে দাঁড়িয়েছেন এই সাবেক অধিনায়ক।

এবারের বিশ্বকাপে শুরুটা দারুণ হয়েছিল পাকিস্তানের। নিজেদের প্রথম দুই ম্যাচে নেদারল্যান্ডসের বিপক্ষে ৮১ রানে ও শ্রীলঙ্কার বিপক্ষে ৬ উইকেটে জিতেছিল পাকিস্তান। শ্রীলঙ্কার দেওয়া ৩৪৫ রানের লক্ষ্য ছুঁয়ে বিশ্বকাপ ইতিহাসেরই সর্বোচ্চ রান তাড়া করে জয়ের রেকর্ড গড়েছিল তারা।

তবে এরপর পাকিস্তান ছন্দ হারায়। তৃতীয় ম্যাচে চিরপ্রতিদ্বন্দ্বী ভারতের কাছে বাজেভাবে হারার পর তারা হেরেছে অস্ট্রেলিয়া ও আফগানিস্তানের বিপক্ষে। টানা তিন হারে বাবর-রিজওয়ানদের সেমিফাইনালে ওঠার সমীকরণ কঠিন হয়ে দাঁড়িয়েছে। বাকি চার ম্যাচে জয় না পেলে বিশ্বকাপ থেকে ছিটকে যেতে পারে তারা।

এত সমীকরণ পাকিস্তানের সাবেক ক্রিকেটাররা মাথায় নিচ্ছেন না। তাঁরা বাবরের দলকে অনেকটা ধুয়ে দিচ্ছেন। দলের বাইরে থাকা ক্রিকেটার ইমাদ ওয়াসিম, আহমেদ শেহজাদরাও পাকিস্তানের সমালোচনা করছেন। তবে সরফরাজ হেঁটেছেন অন্য পথে। কায়েদে আজম ট্রফি জেতার পর সরফরাজ বলেছেন, 'আমাদের পাকিস্তান দলের পাশে থাকা উচিত। হ্যাঁ, তারা এখনো সেরাটা খেলতে পারেনি, তবে তারা এখনো ফিরে আসতে পারে। তাদের এখনো আশা হারানোর মতো কিছু হয়নি। ফলাফলের চিন্তা না করে তারা শতভাগ দিক।'

পাকিস্তান দলকে রীতিমতো ধুয়ে দিচ্ছেন সাবেকেরা। ম্যাচ হারার পর পাকিস্তান কিংবদন্তি ওয়াসিম আকরাম ক্রিকেটারদের ফিটনেস নিয়ে কথা বলতে গিয়ে মেজাজ ধরে রাখতে পারেননি। ওয়াকার ইউনিস আফগানদের বিপক্ষে পাকিস্তান দলের খেলাকে আবর্জনা বলেছেন। সরফরাজ সেদিকে ইঙ্গিত করে বলেছেন, 'বাইরের সবার দলকে সমর্থন দেওয়া উচিত। যদি কিছু বলার থাকে, সেটা বিশ্বকাপ শেষ হওয়ার পর বলতে হবে।'

বিশ্বকাপে কে কোথায় দাঁড়িয়ে?

দল	ম্যাচ	জয়	হার	পয়েন্ট
দঃ আফ্রিকা	৬	৫	১	১০
ভারত	৫	৫	০	১০
নিউ জিল্যান্ড	৫	৪	১	৮
অস্ট্রেলিয়া	৫	৩	২	৬
শ্রীলঙ্কা	৫	২	৩	৪
পাকিস্তান	৬	২	৪	৪
আফগানিস্তান	৫	২	৩	৪
বাংলাদেশ	৫	১	৪	২
ইংল্যান্ড	৫	১	৪	২
নেদারল্যান্ডস	৫	১	৪	২

ফরাসি ওপেন থেকে বিদায় সিন্ধুর

নিজস্ব প্রতিনিধি: বেশ কিছু দিন ধরেই চেনা ফর্মে নেই। এ বার চোটের জন্য মাঝ পথে ম্যাচ ছেড়ে দিতে বাধ্য হলেন পিভি সিন্ধু। বিশ্বের ১০ নম্বর ভারতীয় ব্যাডমিন্টন তারকা এগিয়ে থেকেও সরে দাঁড়ালেন ফরাসি ওপেন থেকে।

প্রতিযোগিতার প্রি-কোয়ার্টার ফাইনালে সিন্ধু মুখোমুখি হয়েছিলেন তাইল্যান্ডের সুপানিদা কাটেথংয়ের। প্রথম গেম ২১-১৮ পয়েন্টের ব্যবধানে জেতেন সিন্ধু। তার পর হাঁটুর চোটের জন্য ম্যাচ ছেড়ে দিতে বাধ্য হন তিনি। দ্বিতীয় গেমের খেলা শুরুই করতে পারেননি দু'বার অলিম্পিক্সে পদকজয়ী।

প্রথম গেম খেলার সময়ই হাঁটুতে যন্ত্রণা অনুভব করেন সিন্ধু। চিকিৎসকের সাহায্য চান। সেই সুযোগে দু'বার কোচ হাফিজ হাশিমের সঙ্গেও কথা বলেন সিন্ধু। নিয়মভঙ্গের জন্য তাঁকে হলুদ কার্ড দেখান আম্পায়ার। তবে চোটের জন্য ম্যাচ ছেড়ে দেওয়ায় ফরাসি ওপেনের কোয়ার্টার ফাইনালে চলে যান কাটেথং।

চোটের জন্য ম্যাচ ছেড়ে দিতে হওয়ায় হতাশ সিন্ধু। তিনি সমাজমাধ্যমে জানিয়েছেন, "শেষ পর্যন্ত লড়াই করার চেষ্টা করেছেন। ম্যাচ ছেড়ে দেওয়ার সিদ্ধান্ত নেওয়া সহজ ছিল না। কিন্তু উপায়ও ছিল না।" চিকিৎসকেরা তাঁর চোট পরীক্ষা করছেন। তার পরে বোঝা যাবে কত দিন কোর্টের বাইরে থাকতে হবে সিন্ধুকে।

শ্রীলঙ্কাকে 'খাটো করে দেখায়' হেরেছে ইংল্যান্ড

নিজস্ব প্রতিনিধি: বেঙ্গালুরুতে মুখোমুখি হওয়ার আগে সমান ৩টি করে ম্যাচ হেরেছিল শ্রীলঙ্কা ও ইংল্যান্ড। কিন্তু তাতে কী, জস বাটলারের দল যে বিশ্বকাপের ডিফেন্ডিং চ্যাম্পিয়ন। মাঠে এবার ভালো করতে না পারলেও চ্যাম্পিয়ন দল হওয়ায় কিছুটা গর্ব তো থাকেই। সেই অহম থেকেই কি শ্রীলঙ্কাকে কিছুটা অবজ্ঞার চোখে দেখেছিল ইংল্যান্ড? শ্রীলঙ্কার স্পিনার মহীশ থিকসানা সেটা সরাসরি বলেননি, তবে এটুকু বলেছেন, ইংল্যান্ড 'আমাদের খাটো করে দেখেছিল।'

বেঙ্গালুরুর চিন্নাস্বামী স্টেডিয়ামে গতকাল ইংল্যান্ডকে মাত্র ১৫৬ রানে অলআউট করে ৮ উইকেটে দারুণ জয় তুলে নেয় শ্রীলঙ্কা। ৫ ম্যাচে ৪ হারে বিশ্বকাপ থেকে বিদায় প্রায় নিশ্চিতই হয়ে গেছে বাটলারের দলের। ১ জয়ে ২ পয়েন্ট নিয়ে টেবিলের ৯-এ ইংল্যান্ড। আর শ্রীলঙ্কা ৫ ম্যাচে ৩ হার ও ২ জয়ে ৪ পয়েন্ট নিয়ে টেবিলের ৫-এ।

সেমিফাইনালের আশা এখনো টিকিয়ে রেখেছে উপমহাদেশের দলটি। ম্যাচের পর থিকসানা সংবাদমাধ্যমকে বলেছেন, 'আমার মনে হয়, তারা (ইংল্যান্ড) আমাদের খাটো করে দেখেছিল। কারণ, আমরাও তিনটি ম্যাচ হেরেছিলাম এবং জিতেছি শুধু নেদারল্যান্ডসের বিপক্ষে। আমার মনে হয়, তারা আমাদের খাটো চোখেই দেখেছিল।'

থিকসানা মনে করেন, ইংল্যান্ড শ্রীলঙ্কাকে খাটো করে দেখার কারণেই হেরেছে, 'এ কারণেই ফলটা আমাদের পক্ষে এসেছে। কারণ, আমরা নিজেদের শক্তি ও পরিকল্পনায় আস্থা রেখে ছিলাম। আর তাই ম্যাচটা জিতেছি।' ইংল্যান্ডের বিপক্ষে গতকালের ম্যাচে থিকসানাও ভালো করেছেন। ৮.২ ওভার বল করে ১ উইকেট পেলেও রান দিয়েছেন মাত্র ২১।

থিকসানার মতে, গতবারের বিশ্ব চ্যাম্পিয়নদের বিপক্ষে জয়টা আগামী ৪ ম্যাচে ভালো খেলতে আত্মবিশ্বাস জোগাবে শ্রীলঙ্কা দলকে, 'দল হিসেবে আমাদের আত্মবিশ্বাস আরও বেড়েছে। কারণ, আমরা দুটি ম্যাচ জিতেছি এবং এই ম্যাচে (ইংল্যান্ডের বিপক্ষে) আমরা সন্তোষজনক জয় পেয়েছি।' থিকসানা এরপর সেমিফাইনালে চোখ রেখে বলেছেন, 'দল হিসেবে আমরা আগামী চার ম্যাচে ভালো খেলতে চাই এবং সেমিফাইনালে উঠতে চাই।'

সেমিফাইনালে আশা টিকিয়ে রাখতে ইংল্যান্ডের বিপক্ষে জিততেই হতো শ্রীলঙ্কাকে। আর এই ম্যাচে দারুণ পারফরম্যান্স করেন মাথিশা পাতিরানার বদলি হিসেবে শ্রীলঙ্কার বিশ্বকাপ দলে সুযোগ পাওয়া সাবেক অধিনায়ক অ্যাঞ্জেলো ম্যাথুস। ইংল্যান্ডের ওপেনার ডেভিড ম্যালানকে দ্রুত আউট করার পর মঈন আলীকেও তুলে নেন এই পেস অলরাউন্ডার।

৩৬ বছর বয়সী ম্যাথুসের প্রশংসা করে থিকসানা বলেছেন, 'খুব অভিজ্ঞ একজন খেলোয়াড় আসায় আমরা দল হিসেবে খুব খুশি। সে ভারতে খেলেছে। তার কাছ থেকে আমাদের অনেক কিছুই শেখার আছে। এমনকি আমরা বোলিংয়ের সময়ও তার অভিজ্ঞতা ব্যবহার করেছি। এমন অভিজ্ঞ কাউকে পেয়ে গোটা দলই খুশি।'

ইংল্যান্ডের দুর্দশা দেখে কষ্ট পেয়েছেন, হাসতে হাসতে বললেন প্যাট কামিন্স

নিজস্ব প্রতিনিধি: প্যাট কামিন্স কষ্ট পেয়েছেন। বিশ্বকাপে ইংল্যান্ডের এমন দুর্দশা দেখে খারাপ লাগছে অস্ট্রেলিয়া অধিনায়কের। চিরপ্রতিদ্বন্দ্বীদের এমন অবস্থা দেখে কামিন্স অমন মন্তব্য করতেই পারেন। অবশ্য কামিন্স কষ্ট পাওয়ার ব্যাপারটি বলেছেন হাসতে হাসতে।

প্রথম ৫ ম্যাচে ৪ হারে সেমিফাইনালের আগেই বিশ্বকাপ থেকে ছিটকে যাওয়াটা প্রায় নিশ্চিত ইংল্যান্ডের। সর্বশেষ গত রাতে বেঙ্গালুরুতে শ্রীলঙ্কার কাছে ৮ উইকেটে হেরেছে ইংল্যান্ড। কোচ ম্যাথু মটও বলেছেন, তাঁরা মেনেই নিয়েছেন সেমিফাইনালের আশা আর নেই। মাথা উঁচু করে টুর্নামেন্ট শেষ করতেই বাকি ম্যাচগুলো খেলবেন তাঁরা।

দক্ষিণ আফ্রিকার কাছে বড় ব্যবধানে হারের পর কার্যত প্রতিটি ম্যাচই বাঁচা-মরার ছিল ইংল্যান্ডের, যার শুরুটা ছিল শ্রীলঙ্কার বিপক্ষে ম্যাচ। তবে সেখানেও মুখ থুবড়ে পড়েছে জস বাটলারের দল। আগামীকাল ধর্মশালায় নিউজিল্যান্ডের বিপক্ষে ম্যাচের আগে আজ সংবাদ সম্মেলনে কামিন্সকে ইংল্যান্ডের অবস্থা নিয়ে প্রশ্ন করা হয়েছিল।

এক সাংবাদিকের প্রশ্ন ছিল এমন, 'প্যাট, আপনি অন্য দলে ঘনিষ্ঠ বন্ধুদের কথা বললেন। গত রাতে ইংল্যান্ডের অমন হারের পর আপনার নিশ্চয়ই হৃদয়টা ভেঙে গেছে। দুই ম্যাচ পর তাদের সঙ্গে খেলবেন, এর আগে আপনার প্রতিক্রিয়া কী?'

প্রশ্নের মাঝামাঝি সময়েই হাসির রোল উঠেছিল সংবাদ সম্মেলনে। কামিন্স অবশ্য জোর করে হাসি আটকানোর চেষ্টা করছিলেন। এরপর হাসিটা ঠিক আটকাতে পেরেছেন, তা বলা যাবে না। হাসতে হাসতেই বলেছেন, 'হ্যাঁ, অবশ্যই দুই ম্যাচ পর তাদের সঙ্গে খেলা আমাদের, ফলে আমরা আরও ভালোভাবে খেয়াল করব। কিন্তু হ্যাঁ, এটা দেখাটা দুঃখের।'

কামিন্স যা বলেছেন আর তাঁর চোখে-মুখে যা ফুটে উঠেছে;দুটি যে এক নয়, সেটি বোঝা যায় সহজেই। অবশ্য উত্তরটা খুব একটা দীর্ঘ করেননি তিনি এরপর। শেষে বলেছেন, 'বেশি কিছু (বলার) নেই।'

গত বিশ্বকাপে প্রথম পর্বে ইংল্যান্ডকে হারালেও সেমিফাইনালে গিয়ে তাদের কাছে হেরেছিল অস্ট্রেলিয়া। দুই দল এবার মুখোমুখি হবে আগামী ৪ নভেম্বর আহমেদাবাদে। ইংল্যান্ড এখনই বিদায় দেখলেও অস্ট্রেলিয়া লড়াইয়ে আছে ভালোভাবেই। বিশ্বকাপের শুরুটা হোঁচট খেয়ে হলেও টানা তিন জয়ে ঘুরে দাঁড়িয়েছে কামিন্সের দল। এবার তাঁদের সামনে বাধা প্রতিবেশী নিউজিল্যান্ড।

এমনিতে অস্ট্রেলিয়ার চিরপ্রতিদ্বন্দ্বী হিসেবে বরাবরই ইংল্যান্ডের কথা বলা হলেও ভৌগোলিক দিক দিয়ে নিউজিল্যান্ডের সঙ্গেও লড়াইয়ের ইতিহাস আছে তাদের। তবে সেটি ঠিক ভারত-পাকিস্তানের মতো উত্তাপ ছড়ায় না ক্রিকেটে। ব্যাপারটিতে আরেকটু ঝাঁজ থাকলে ভালো হতো কি না, এমন এক প্রশ্নের জবাবও দিতে হয়েছে কামিন্সকে।

অস্ট্রেলিয়া অধিনায়ক বলেছেন, 'মনে হয় না। আমার মনে হয় কিউইদের অধিকাংশই বেশ শান্ত প্রকৃতির, আমরাও তাই। যেমনটি বলেছি, আমরা একসঙ্গে অনেক ক্রিকেট খেলেছি। তাদের মধ্যে কয়েকজন আমাদের বেশ ভালো বন্ধুও। যদি কিছু থেকে থাকে, সেটি হচ্ছে আপনি বন্ধুকে আরও বেশি করে হারাতে চাইবেন। তবে হ্যাঁ, মাঠে উত্তাপ থাকে।'

বিশ্বকাপের মাঝামাঝি পর্যায়ে চলে এলেও এখন পর্যন্ত তেমন হাড্ডাহাড্ডি লড়াইয়ের ম্যাচ দেখা যায়নি। ইংল্যান্ড ও পাকিস্তানকে হারিয়ে আফগানিস্তান আর দক্ষিণ আফ্রিকাকে হারিয়ে নেদারল্যান্ডস অঘটনের জন্ম দিলেও ফলের ব্যবধান বেশ বড়ই ছিল শেষ পর্যন্ত। নিউজিল্যান্ড ও অস্ট্রেলিয়ার বিপক্ষে ম্যাচে কি দেখা যাবে হাড্ডহাড্ডি লড়াই?

তবে এখন পর্যন্ত কেন প্রায় সব ম্যাচই একপেশে, সে ব্যাপারে কামিন্সের মন্তব্য এমন, 'প্রায় সময়ই এটা নিয়ে কথা হয়, প্রতিপক্ষ যে স্কোরই দাঁড় করাক না কেন আপনি তাড়া করবেন। এ টুর্নামেন্টে দলগুলোর ধাঁচটা এমন, বোর্ডে বড় স্কোর দাঁড় করান, এরপর যদি রান রেটের খোঁজ করেন তাহলেই ছিটকে যাবেন। ঠিক জানি না, তবে ব্যাপারটি বিস্ময়করই। খুব কাছাকাছি গেছে, তেমন কোনো ম্যাচ নেই।'

এমবাপের রেকর্ড ভাঙলেন হালান্ড

নিজস্ব প্রতিনিধি: অপেক্ষার অবসান। চলতি চ্যাম্পিয়ন্স লিগের ষষ্ঠ ম্যাচে অবশেষে গোল পেলেন আর্লিং হালান্ড। ৩-১ গোলে ইয়ং বয়েজকে হারিয়ে 'জি' গ্রুপে জয়ের হ্যাটট্রিক করল ম্যাঞ্চেস্টার সিটি। দুরন্ত ছন্দে কিলিয়ান এমবাপেও। ঘরের মাঠে এসি মিলানকে ৩-০ চূর্ণ করল প্যারিস সঁ জরমঁ। এই মরসুমে ১৩ ম্যাচে ১৩টি গোল করলেন ফরাসি তারকা।

চ্যাম্পিয়ন্স লিগে শেষ পাঁচটি ম্যাচে গোল পাননি হালান্ড। বুধবার রাতে সুইৎজারল্যান্ডের বার্নে তিনি শুধু জোড়া গোলই করলেন না, ভাঙলেন এমবাপের নজিরও। চ্যাম্পিয়ন্স লিগে ৩৭টি গোল করে সর্বকনিষ্ঠ গোলদাতা হওয়ার রেকর্ড এত দিন দখলে ছিল ফরাসি তারকার। ২৩ বছর ২৯৫ দিন বয়সে এই নজির গড়েছিলেন এমবাপে। বুধবার রাতে ২৩ বছর ৯৬ দিনে ৩৭টি গোল করলেন হালান্ড।

ইয়ং বয়েজ বনাম ম্যান সিটি ম্যাচের প্রথমার্ধ শেষ হয় গোলশূন্য ভাবে। দ্বিতীয়ার্ধ শুরু হওয়ার তিন মিনিটের মধ্যেই ম্যানুয়েল আকাঞ্জি দলকে এগিয়ে দেন। রুবেন দিয়াসের হেড কোনও মতে বাঁচান ইয়ং বয়েজরে গোলরক্ষক অ্যান্টনি রাসিয়োপ্পি। বেরিয়ে আসা বল ডান পায়ের শটে জালে জড়িয়ে দেন আকাঞ্জি। মিনিট চারেকের মধ্যেই মেশচেক এলিয়া সমতা ফেরান। হালান্ড নিজের প্রথম গোল করেন ৬৭ মিনিটে। ম্যান সিটির রদ্রিকে পেনাল্টি বক্সের মধ্যে ফাউল করেন মহম্মদ আলি কামারা। পেনাল্টি থেকে গোল করে এমবাপের নজির ভাঙেন হালান্ড। ম্যাচ শেষ হওয়ার চার মিনিট আগে রদ্রির পাস থেকে ৩-১ করেন তিনি। তবে ইউলিয়ান আলভারেসের গোল বাতিল করে দেয় ভিএআর। কারণ, জাক গ্রিলিশের হাতে বল লেগেছিল। টানা তিনটি ম্যাচ জিতে নয় পয়েন্ট নিয়ে 'জি' গ্রুপের শীর্ষ স্থানেই থাকল ম্যান সিটি।

বিধ্বংসী মেজাজে পিএসজিও। এসি মিলানের বিরুদ্ধে ৩২ মিনিটে ওয়ারেন জাইরের পাস থেকে গোল করেন এমবাপে। ৫৩ মিনিটে ব্যবধান বাড়ান রানডেল কোলো মুয়ানি। ৮৯ মিনিটে ৩-০ করেন লি কাং ইন। তিন ম্যাচে নয় পয়েন্ট নিয়ে 'এফ' গ্রুপের শীর্ষ স্থানে পিএসজি।

জয়ের হ্যাটট্রিক বার্সেলোনারও। ঘরের মাঠে শাখতার ডনেস্ককে ২-১ গোলে হারাল তারা। ২৮ মিনিটে ১-০ করেন ফেরান তোরেস। ৩৬ মিনিটে ২-০ করেন ফেরমিন লোপেস। ৬২ মিনিটে হিয়োরহি সুদাকভ ব্যবধান কমালেও শাখতার ডনেস্কের হার বাঁচাতে পারেননি। সেল্টিকের সঙ্গে ২-২ ড্র আতলেতিকো দে মাদ্রিদের। বরুসিয়া ডর্টমুন্ড ১-০ হারায় নিউ ক্যাসল ইউনাইটেডকে। ফেইনুর্দ ৩-১ জিতল লাজিয়োর বিরুদ্ধে। লাইপজগি ৩-১ হারাল রেড স্টার বেলগ্রেডকে।

Printed and Published by **Krishnanand Singh** on behalf of **Narsingha Broadcasting Pvt. Ltd.** Printed at **LS.Publication, 4, Canal West Road, Kolkata 700015** and Published at **1, Old Court House Corner, 3rd Floor, Room no. 306(S), Tobacco House, Kolkata- 700001 RNI No. WBBEN/2006/17404,** Phone: 033-4001 9663 email# dailyekdin1@gmail.com **Editor: Santosh Kumar Singh**

নরসিংহ ব্রডকাস্টিং প্রাইভেট লিমিটেড-এর পক্ষে **কৃষ্ণানন্দ সিং** কর্তৃক ১, ওল্ড কোর্ট হাউস কর্ণার, ৪র্থ তল, রুম নম্বর ৩০৬ (এস), টোবাকো হাউস, কলকাতা-৭০০০০১ থেকে প্রকাশিত ও এলএস পাবলিকেশনস প্রাইভেট লিমিটেড, ৪ ক্যানাল ওয়েস্ট রোড, কলকাতা-৭০০০১৫ থেকে মুদ্রিত।
RNI No. WBBEN/2006/17404, ফোন-০৩৩-৪০০১ ৯৬৬৩, ইমেল dailyekdin1@gmail.com **সম্পাদক- সন্তোষ কুমার সিং**